প্রাক স্কুলগামী শিশুদের স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশের সাথে জড়িত উপাদান সমূহ অনুসন্ধান।

মনোবিজ্ঞান এম.ফিল চূড়ান্ত পর্বের প্রয়োজনীয় অংশ হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে দাখিলকৃত মূল থিসিস।

GIFT

Dhaka University Library
382976

382976

মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা।

(মেহের-উন-নেছা)
রেজিঃ নংঃ ৪২৫
বর্ষঃ১৯৯৫-১৯৯৬

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মনোবিজ্ঞান বিভাগ

নিম্ন স্বাক্ষরকারী প্রত্যয়ন করছেন যে, "প্রাক স্কুলগামী শিশুদের স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশের সাথে জড়িত উপাদান সমূহ অনুসন্ধান" শিরোনামের থিসিসটি তিনি পাঠ করেছেন এবং মনোবিজ্ঞানে এম.ফিল ডিগ্রি লাভের প্রয়োজনীয় অংশ হিসাবে থিসিসটি গ্রহণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগকে সুপারিশ করছেন।

তারিখঃ ৭.12.2000

তত্ত্বাবধায়ক

(ডঃ দিলরুবা আফরোজ)

অধ্যাপিকা

মনোবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

382976

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বস্তু সংক্ষেপ

বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য হল প্রাক-স্কুলগামী শিশুদের স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশের সাথে জড়িত উপাদান সমূহ যথাঃ মায়ের পেশা, শিশুর জন্মক্রম, বয়স ও লিঙ্গ এর প্রভাব অনুসন্ধান করা। এই উদ্দেশ্যে ২ থেকে ৬ বৎসর বয়সের ৪৮০ জন শিশু ও তাদের মাদের ঢাকা শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্বাচন করা হয়। এই মাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল পঞ্চম শ্রেণী থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত এবং আর্থসামাজিক অবস্থা ছিল মধ্যবিত্ত। এদের মধ্যে ২৪০ জন গৃহিণী এবং ২৪০ জন চাকুরীজীবি। চাকুরিজীবিরা প্রধানত: ছিলেন ডাক্তার, প্রকৌশলী, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, শিক্ষক ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সাধারণ কর্মচারী ও কর্মকর্তা। উক্ত মাদের প্রত্যেকেই গর্ভকালীন সময়ে সুস্থ ছিলেন এবং তাদের সন্তানরা কেউই প্রতিবন্ধী নয়। নমুনা সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন নার্সারী স্কুল ও বিভিন্ন সংস্থার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। শিশুদের স্বাবলম্বী আচরণ পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে গবেষক কর্তৃক প্রণীত ২ থেকে ৩ বৎসর বয়সী শিশুর মাদের ৬৪টি প্রশ্ন সম্বলিত, ৩ থেকে ৪ বৎসর বয়সী শিশুর মাদের জন্য ৭২টি প্রশ্ন সম্বলিত, ৪থেকে ৫ বৎসর বয়সী শিশুর মাদের ৮১টি প্রশ্ন সম্বলিত ও ৫ থেকে ৬ বৎসর বয়সী শিশুর মাদের ৮৫টি প্রশ্ন সম্বলিত চারটি পৃথক প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়। প্রশ্নমালাগুলোতে শিশুদের বয়সোপযোগী স্বাবলম্বী নির্দেশক আচরণ এবং মায়ের শিশু লালন-পালন পদ্ধতি সংক্রান্ত বক্তব্য অন্তর্ভূক্ত করা হয়। পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণের জন্য ত্রি-মুখী ও দ্বি-মুখী ভেদাঙ্ক বিশ্লেষণ ও গড় মান নির্ণয় করা হয়।

382976

ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, ২ থেকে ৩ বৎসর বয়সী শিশুদের স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে লিঙ্গভেদে এবং মায়ের পেশাভেদে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য হয়। আরো দেখা যায় যে, এ বয়সে মেয়েদের চাইতে ছেলেরা এবং গৃহিণী মায়ের সন্তানদের চাইতে চাকুরীজীবি মায়ের সন্তানরা অধিক স্বাবলম্বী হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

৩ থেকে ৪ বৎসর বয়সী শিশুদেরও স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে লিঙ্গভেদে ও মায়ের পেশাভেদে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য হয়। এছাড়া দেখা যায় যে মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা এবং গৃহিণী মায়ের সন্তানদের চেয়ে চাকুরীজীবি মায়ের সন্তানরা বেশী স্বাবলম্বী। অর্থাৎ ২ থেকে ৪ বৎসর বয়সী শিশু ছেলে না মেয়ে, মা চাকুরিজীবি না গৃহিণী তার উপর শিশুর স্বাবলম্বিতার বিকাশ নির্ভর করে। উল্লেখ্য যে, এ বয়সে শিশুদের স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশের উপর শিশুর জন্মক্রম, শিশুর লিঙ্গ ও মায়ের পেশার আন্তঃক্রিয়ার কোন তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব পাওয়া যায় নাই।

৪ থেকে ৫ বৎসর বয়সের শিশুদের স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে শিশুর জন্মক্রম, লিঙ্গ, মায়ের পেশা এবং এই তিনটি উপাদানের আন্তঃক্রিয়ার কোন তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি।

৫ থেকে ৬ বৎসর বয়সী শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে মায়ের পেশা ও শিশুর লিঙ্গের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান। আরো দেখা যায় যে, চাকুরীজীবি মায়ের ছেলেরা সবচাইতে বেশী স্বাবলম্বী হয় এবং গৃহিণী মায়ের ছেলেরা সবচাইতে কম স্বাবলম্বী হয়। শিশুর মা চাকুরিজীবি না গৃহিণী ও শিশু ছেলে না মেয়ে এই দুটো উপাদানের আন্তঃসম্পর্কের উপর শিশুর স্বাবলম্বী আচরণের বিকাশ নির্ভর করে। ৫ থেকে ৬ বৎসর বয়সী শিশুদের স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশের উপর শিশুর জন্মক্রম, লিঙ্গ ও মায়ের পেশার কোন তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নাই।

প্রাক-স্কুলগামী শিশুদের (২-৬ বৎসর) স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে লিঙ্গভেদে ও বয়সভেদে পার্থক্য পাওয়া গেছে। এছাড়াও স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে শিশুর লিঙ্গ ও বয়সের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রথমত: দেখা যায় যে, ছেলেরা মেয়েদের চাইতে বেশী স্বাবলম্বী, দ্বিতীয়ত: ৩ থেকে ৪ বছর বয়সী শিশুরা সবচেয়ে বেশী স্বাবলম্বী এবং ৪ থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুরা সবচাইতে কম স্বাবলম্বী। ২ থেকে প্রায় ৪ বছর বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে বেশী স্বাবলম্বী, তবে ৪ থেকে ৫ বছর বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েদের স্বাবলম্বী আচরণের তেমন পার্থক্য পাওয়া যায় না, ৫ থেকে ৬ বছর বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে মেয়েরা

Dhaka University Institutional Repository

ছেলেদের চেয়ে বেশী স্বাবলম্বী। অর্থাৎ শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে শিশুর লিঙ্গ ও বয়সের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান।

প্রাক-স্কুলগামী শিশুদের (২-৬ বছর) স্বাবলম্বিতার বিকাশে শিশু ছেলে না মেয়ে এবং মা চাকুরিজীবি না গৃহিণী এ দুটো উপাদান বিশেষভাবে জড়িত। শিশুদের স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশের উপর শিশুর বয়স, লিঙ্গ ও মায়ের পেশা বিশেষ প্রভাব ফেলে এবং শিশুর লিঙ্গ ও মায়ের পেশা, শিশুর বয়স ও শিশুর লিঙ্গের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। দেখা যায় যে, চাকুরীজীবি মায়ের সন্তানেরা অপেক্ষাকৃত বেশী স্বাবলম্বী এবং মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা বেশী স্বাবলম্বিতা অর্জন করে। তবে এবয়সের (২-৬ বৎসর) শিশুদের ক্ষেত্রে জন্মক্রমের কোন প্রভাব পাওয়া যায় নাই।

বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল শিশুর লালন পালন ও বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেছে। ভবিষ্যতে যদি আরো ব্যাপক জনগোষ্ঠী তথা শহর ও গ্রামাঞ্চলের শিশুদের নিয়ে বিভিন্ন আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে ও মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতার পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে গবেষণা পরিচালনা করা হয় তবে শিশুর মা, পরিচর্যাকারী ও শিশুর স্কুলের শিক্ষকরা দিক নির্দেশনা পাবে এবং গবেষণার ফলাফল আরো তথ্যবহুল হবে।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বর্তমান গবেষণা পরিচালনা এবং থিসিস প্রণয়নের জন্য কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে আমাকে সর্বপ্রথম যার নাম স্মরণ করতে হয় তিনি হচ্ছেন মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ দিলরুবা আফরোজ। যার সার্বক্ষণিক সহযোগিতা, সহৃদয় সহানুভূতি, উপদেশ এবং নির্দেশনা আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। সেজন্য আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

আমি আরও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ঐ সকল শিশুর মায়েদের যারা শিশুর বয়সোপযোগী বৈশিষ্ট্য নির্বাচনে সাহায্য করেছেন এবং যারা গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহে একনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। আমি সর্বশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ঐ সকল শিক্ষক ও শিশু আচরণ বিশেষজ্ঞদের যারা বর্তমান গবেষণার জন্য ব্যবহৃত প্রশ্নপত্রের বক্তব্যগুলোর যথার্থতা নির্ণয়ে সাহায্য করেছেন।

মেহের-উন-নেছা

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
বস্তু সংক্ষেপ		i
কৃতজ্ঞতা স্বীকার		iv
সূচীপত্র		v
ছকের তালিকা		vii
চিত্রের তালিকা		viii
পরিশিষ্টের তালিকা		ix
অধ্যায় - ১:	ভূমিকা	১
১.১	প্রাক-বিদ্যালয় শিশু ও তাঁর বৈশিষ্ট্য	২
১.২	শিশুর নির্ভরশীলতা ও স্বাবলম্বিতার বিকাশ	৭
১.৩	শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে পিতামাতা ও পরিবারের ভূমিকা	১৭
১.৪	শিশু পরিচালনা ও স্বাবলম্বী আচরণের বিকাশ	২৩
১.৫	শিশুর সামাজিক বিকাশ ও স্বাবলম্বিতা অর্জন	২৬
১.৬	শিশুর আত্মধারণা ও স্বাবলম্বিতা	২৯
১.৭	শিশুর খেলা ও স্বাবলম্বিতা	৩১
১.৮	মায়ের পেশা ও শিশুর স্বাবলম্বী আচরণের বিকাশ	৩৪
১.৯	ভৌগলিক অবস্থান, কৃষ্টি ও শিশুর স্বাবলম্বিতা অর্জন	৩৯
১.১০	স্নেহের আসক্তি/বঞ্চনা ও স্বাবলম্বিতা	৪১
১.১১	শিশুর প্রাক্ষোভিক বর্ধন ও স্বাবলম্বী আচরণ	৪৬

Dhaka University Institutional Repository

	১.১২	শিশুর লিঙ্গভেদে স্বাবলম্বী আচরণের প্রভাব	৪৯
	১.১৩	শিশু বিকাশ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ	৫৫
	১.১৪	বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য	৬৩
	১.১৫	বর্তমান গবেষণার যৌক্তিকতা	৬৫
	১.১৬	বর্তমান গবেষণার নমুনা নির্বাচনের যৌক্তিকতা	৬৮
অধ্যায় -	২:	পদ্ধতি	৭০
	২.১	নমুনা নির্বাচন	৭০
	২.২	প্রয়োজনীয় উপকরণ	৭০
	২.২.১	প্রশ্নপত্রের বর্ণনা	৭১
	২.২.২	প্রশ্নপত্রের বিকাশ	৭১
	২.৩	স্কোরিং	৭৪
	২.৪	প্রক্রিয়া	৭৫
অধ্যায় -	৩:	ফলাফল	৭৬
অধ্যায় -	৪:	আলোচনা	৮৮
অধ্যায় -	৫:	সারাংশ ও উপসংহার	১০১
গ্রন্থনির্দেশনা			১০৪
পরিশিষ্ট			১১৮

Dhaka University Institutional Repository

ছক তালিকা

নং	নাম	পৃষ্ঠা নং
ছক-১	শিশুর বয়স, লিঙ্গ ও মায়ের পেশাভেদে নমুনার বন্টন	৭০
ছক-২	শিশুর বয়স ও লিঙ্গ ভেদে মায়েদের বন্টন।	৭২
ছক-৩	২ থেকে ৩ বছর বয়সী শিশুদের জন্মক্রম, লিঙ্গ এবং মায়ের পেশাভেদে সাফল্যাঙ্কের ভেদাঙ্ক বিশ্লেষণ।	৭৭
ছক-৪	২ থেকে ৩ বৎসর বয়সী শিশুদের জন্মক্রম, লিঙ্গ এবং মায়ের পেশা ভেদে সাফল্যাঙ্কের গড়মান ।	৭৭
ছক-৫	৩ থেকে ৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্মক্রম, লিঙ্গ এবং মায়ের পেশা ভেদে সাফল্যাঙ্কের ভেদাঙ্ক বিশ্লেষণ।	৭৮
ছক-৬	৩ থেকে ৪ বৎসর বয়সী শিশুদের জন্মক্রম, লিঙ্গ ও মায়ের পেশাভেদে সাফল্যাঙ্কের গড়মান।	৭৯
ছক-৭	৪ থেকে ৫ বৎসর বয়সী শিশুদের জন্মক্রম, লিঙ্গ ও মায়ের পেশাভেদে সাফল্যাঙ্কের ভেদাঙ্ক বিশ্লেষণ।	৮২
ছক-৮	৫ থেকে ৬ বৎসর বয়সী শিশুদের জন্মক্রম, লিঙ্গ ও মায়ের পেশা ভেদে সাফল্যাঙ্কের ভেদাঙ্ক বিশ্লেষণ।	৮২
ছক-৯	৫ থেকে ৬ বৎস বয়সী শিশুদের জন্মক্রম, লিঙ্গ ও মায়ের পেশা ভেদে সাফল্যাঙ্কের গড়মান।	৮৩
ছক-১০	প্রাক বিদ্যালয় শিশুদের (২-৬ বৎসর) স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে শিশুর লিঙ্গ ও বয়সভেদে সাফল্যাঙ্কের ভেদাঙ্ক বিশ্লেষণ।	৮৩
ছক-১১	প্রাক বিদ্যালয় শিশুদের (২-৬ বৎসর) স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে শিশুর লিঙ্গ ও বয়স ভেদে সাফল্যাঙ্কের গড়মান।	৮৪

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র তালিকা

নং	নাম	পৃষ্ঠা নং
চিত্র-১	২ থেকে ৪ বৎসর বয়সী শিশুর লিঙ্গ ভেদে স্বাবলম্বী আচরণের গড়।	৮০
চিত্র-২	২ থেকে ৪ বৎসর বয়সী শিশুর মায়ের পেশা ভেদে স্বাবলম্বী আচরণের গড়।	৮১
চিত্র-৩	শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশের উপর শিশুর লিঙ্গ ও মায়ের পেশার আন্তঃক্রিয়ার প্রভাব।	৮৬
চিত্র-৪	শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশের উপর শিশুর বয়স ও লিঙ্গের আন্তঃক্রিয়ার প্রভাব।	৮৭

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট তালিকা

	পৃষ্ঠা নং
পরিশিষ্ট - ক গবেষক কর্তৃক প্রণীত খসড়া প্রশ্নপত্র।	১১৮
পরিশিষ্ট - খ যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য প্রশ্নপত্র।	১২২
পরিশিষ্ট - গ ৫-৬ বৎসর বয়সী শিশুদের জন্য প্রশ্নপত্র।	১২৬
পরিশিষ্ট -ঘ ৪-৫ বৎসর বয়সী শিশুদের জন্য প্রশ্নপত্র।	১৩০
পরিশিষ্ট - ঙ ৩-৪ বৎসর বয়সী শিশুদের জন্য প্রশ্নপত্র।	১৩৩
পরিশিষ্ট - চ ২-৩ বৎসর বয়সী শিশুদের জন্য প্রশ্নপত্র।	১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ১ : ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

শিশু জন্মগত ভাবে নির্ভরশীল। শিশু তার মৌলিক জৈবিক চাহিদা পূরণে মায়ের উপর বেশী নির্ভরশীল হয় (Heathers,1955)। শিক্ষণ ও পরিণমনের মাধ্যমে শিশুর স্বাবলম্বিতার বিকাশ ঘটে এবং বয়োঃবৃদ্ধির সাথে সাথে বয়সোপযোগী কাজ করতে সমর্থ হয়। প্রাক-শৈশবকে সমগ্র জীবনের ভিত্তি হিসাবে গন্য করা হয়। তবে গোটা শৈশব বিশেষ করে শৈশবের প্রথম কয়েকটি বছরকে সাধারণতঃ মানব জীবনের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা হলেও জন্মপরবর্তী কয়েকটি বৎসর প্রকৃত অর্থে জীবনের ভিত্তি নির্দেশ করে। শিশুরা নির্দিষ্ট সময়ে কিছু নির্দিষ্ট আচরণ করে থাকে। বিকাশজনিত আচরণ অর্জনের মাধ্যমে শিশু পরবর্তী বয়সে কিভাবে প্রতিক্রিয়া করতে হবে তা বুঝতে পারে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিশুদের বিকাশমূলক আচরণের মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। কারণ প্রাকশৈশব নির্ভরশীলতার হ্রাসপ্রাপ্তির নির্দেশক বয়স, দৈহিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জনের সাথে বসা, দাঁড়ানো, হাঁটা এবং জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করতে সক্ষম হয়। ফলে শিশুর পরামুখাপেক্ষিতা কমে যায়। শিশুরা যখন নিজের চাহিদা কিংবা অভাব অন্যকে বোঝাতে পারে তখন স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। সম্ভবতঃ শিশুদের নিজস্ব আগ্রহ ও ক্ষমতা অনুযায়ী স্বকীয়তা অর্জন ক্রমবর্ধমান স্বাবলম্বিতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশের ক্ষেত্রে এই ভিন্নতা নির্ভর করে বিভিন্ন উপাদানের উপর যেমনঃ মায়ের মনোভাব ও শিশু লালন-পালন পদ্ধতি, মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা, মায়ের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য, শিশুর জন্মক্রম, বয়স ও ভাইবোনদের সংখ্যা ইত্যাদি। বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য হল প্রাক-স্কুলগামী শিশুদের স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশের সাথে জড়িত উপাদান সমূহ অনুসন্ধান ও সনাক্তকরণ।

Dhaka University Institutional Repository

১.১ প্রাক-বিদ্যালয় শিশু ও তাঁর বৈশিষ্ট্য

শিশুর বিকাশ ধারায় সঠিক ভাবে খাপখাওয়ানো নির্ভর করে প্রাকস্কুলগামী সময়ে স্বাবলম্বী আচরণের সুষ্ঠু বিকাশের উপর। কারণ শিশুর স্কুলজীবন শুরুর সাথে সাথে নতুন সামাজিক প্রত্যাশার উদ্ভব হয়। তবে শিশুর স্বাবলম্বী আচরণের বিকাশ সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে ৪ থেকে ৬ বৎসরের মধ্যে। Baldwin (1959) প্রাক-স্কুলগামী শিশুদের অতিদূরন্ত, অতি চঞ্চল, অস্থিরমনা এবং আত্মকেন্দ্রিক মনে করেন। তথাপি তিনি যাদের বয়স-সীমা আড়াই থেকে পাঁচ বৎসর অর্থাৎ প্রাক-স্কুলগামী তাদের মধ্যে স্বাবলম্বী আচরণ যেমন ঃ ধীরে ধীরে হাঁটতে শিখা, কথা বলতে শিখা, পড়তে শিখা, বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে মিশতে শিখা প্রভৃতি লক্ষ্য করেন। Hurlock (1980) এর মতে, দুই থেকে ছয় বৎসর পর্যন্ত বয়স শৈশবের প্রথম পর্যায় নির্দেশ করে। তাই প্রাকশৈশবের পরনির্ভরশীলতা ত্যাগ করে যখন শিশুরা ক্রমশ স্বাধীন হয়ে উঠে, সে সময় থেকে শুরু করে স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হবার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে প্রাক-স্কুলগামী শিশু বলা হয়। স্কুল-পূর্ব বয়সের শিশুদের যে সব ক্ষমতা অর্জন করতে হয় তার কিছু প্রাক-শৈশবের আওতাধীন হলেও অধিকাংশ অভিজ্ঞতা পরবর্তী চারবছর মেয়াদী পর্যায়ে অর্জন করতে হয়। অর্থাৎ শিশুদের দেহ কোমল ও তারা সীমিত নৈপুণ্যের অধিকারী হওয়ায় খুব তাড়াতাড়ি নতুন কৌশল শিখতে পারে। এজন্য শৈশবকালকে নৈপুণ্য শেখার আদর্শ সময় হিসাবে মনোবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন। অতএব প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও এ বয়সে শিশুরা যদি কাজ করার কৌশল শেখার সুযোগ না পায় অথবা স্বনির্ভরতা অর্জন করার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে নিজে নিজে কাজ করতে না পারে তবে স্বনির্ভরতা অর্জনের প্রস্তুতিই যে শুধু নষ্ট হবে তা নয়, পরিণতিতে পরে সুযোগ পেলেও কৌশল শেখার ইচ্ছা আর হবে না। এই বয়সে শিশুদের ন্যায় অন্যায় বোধ থাকে অস্পষ্ট, তবে শারীরিক পরিবর্তনগুলো স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। শিশুর শারীরিক বিকাশ পূর্ব নির্ধারিত ধারা অনুসরণ করে কিন্তু তা সত্ত্বেও দৈহিক সুস্থতা ও স্বাভাবিকতা স্বনির্ভরতার এক অনন্য

Dhaka University Institutional Repository

উপাদান। Havighurst (1972) এর মতে, প্রাক স্কুলগামী শিশুদের স্বাবলম্বী আচরণ হল শক্ত খাবার খেতে শেখা, হাঁটতে শেখা, কথা বলা, মলমূত্র নিয়ন্ত্রণ করতে শেখা, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য নিরূপণ এবং যৌন শালীনতা রক্ষা করতে শেখা, লেখাপড়া শুরু করার জন্য প্রস্তুত হওয়া এবং সঠিক কাজ ও ভুল কাজ (ন্যায় ও অন্যায়) এর মধ্যে তফাৎ নির্ণয় করা, জন্ম সময়ের আত্মকেন্দ্রিক প্রবণতা পরিত্যাগ করে মা-বাবা ভাইবোনদের সাথে স্নেহের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।Beller(1955) এর মতে,স্বাবলম্বী আচরণ হলো স্বাবলম্বিতা অর্জনের লক্ষ্যে নির্ভরশীল আচরণ যেমনঃ সাহায্য চাওয়া, শারীরিক সংস্পর্শ চাওয়া, সান্নিধ্য চাওয়া, মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাওয়া, স্বীকৃতি চাওয়া প্রভৃতি বর্জন ও স্বাবলম্বী আচরণ অর্জন করতে চাওয়ার মাধ্যমে পরিবেশগত বাধা কাটিয়ে উঠা ও কার্যসম্পন্ন করার চেষ্টা, কাজের সন্তুষ্টি পাওয়া, নিজেই নিজের রুটিন অনুযায়ী কাজ করা। অর্থাৎ স্বাবলম্বী আচরণের বৈশিষ্ট্য হলো অন্যের সাহায্য ও আশ্বাসের উপর নির্ভর না করা।

প্রাথমিক জীবনে শিশুর বিশ্ব থাকে মাকে ঘিরে। যখন থেকে শিশু বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে আরম্ভ করে অর্থাৎ তার দৈনন্দিন জীবনের কিছু কিছু কাজ সে নিজে নিজে করার ক্ষমতা অর্জন করে তখন থেকে মায়ের উপর তার নির্ভরশীলতা কমতে থাকে। তাই প্রাক-স্কুলগামী শিশুদের নিরাপদ পরিবেশে আবিষ্কার ও অনুসন্ধানের সুযোগ দেয়া তার স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে সহায়ক। এতে তার আত্মধারনা প্রকাশ পায়, অর্থাৎ যদিও সে অনেক কিছুতে বড়দের সঙ্গ কামনা করে তবুও সে নিজে কিছু করতে চায় এবং নিজে ভাবতে চায়।

প্রাক-স্কুলগামী শিশুর আত্মসম্মানবোধ প্রবল হয়। তারা নিজের বিষয়ে বেশী অনুভূতি সম্পন্ন হয়ে থাকে। এই বয়সের শিশুর নিজ সম্পর্কে ধারণা অনেকটা অন্যের ধারণার উপর গড়ে উঠে। একদিকে যেমন শিশু সম্পর্কে বাবা-মার সমালোচনা বা প্রশংসা শিশুকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে, অন্যদিকে সমবয়সীদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন ও পরিবেশের সাথে মানিয়ে চলার মাধ্যমে শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ

Dhaka University Institutional Repository

পুরস্কৃত হয়। অর্থাৎ বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে শিশুর নির্ভরশীলতা কমতে থাকে (Steth and Conner,1962)। দেখা যায় নার্সারী স্কুলের শিশুরা শিশুসুলভ আচরণ ত্যাগ করে বড়দের মত আচরণ করতে চেষ্টা করে এবং তাদের ইতিবাচক আচরণগুলো সমবয়সীদের দ্বারা প্রভাবিত হয় (Heathers, 1955)।

শিশুরা কি ধরনের নৈপুণ্য অর্জন করবে তা খানিকটা নির্ভর করে তাদের পরিণমন বা পরিপক্কতার উপর। তবে এসব দক্ষতা অর্জনের জন্য সব চাইতে বেশী প্রয়োজন কৌশল শিখবার মতো সুযোগ ও নির্দেশনা। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশুরা সচ্ছল পরিবারের শিশুদের চেয়ে বেশী স্বাবলম্বিতা অর্জন করে। এর কারণ হিসাবে বলা যায় যে নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশুরা যে অল্প বয়সে পরিপক্কতা লাভ করেছে তা নয় বরং দেখা গেছে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মা-বাবা শিশুদের পরমুখাপেক্ষিতাকে প্রশ্রয় দেয় না (Denckla,1974; Ely,et.al.,1972; Etaugh,et.al.,1975)। অপরপক্ষে ছেলে এবং মেয়ে শিশুর নৈপুণ্য অর্জনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, ছেলেরা যে ধরনের নৈপুণ্য অর্জন করে মেয়েরা সে ধরনের নৈপুণ্য শেখে না। শৈশবের শুরুতে ছেলেরা যাতে তাদের জন্য নির্ধারিত সমাজ স্বীকৃত নৈপুণ্য শিখে সে বিষয়ে সর্তকতা অবলম্বন করা হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে বিশেষত: গার্হস্থ্য সংক্রান্ত কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

প্রাক-স্কুলগামী শিশুরা হাত দিয়ে খেতে ও নিজে নিজে পোষাক পরতে চেষ্টা করে, ব্রাশ দিয়ে দাঁত পরিস্কার করতে পারে, নিজে নিজে গোসল করতে পারে। এছাড়াও কারো সাহায্য অথবা খুব কম সাহায্য নিয়ে চুল আচঁড়াতে পারা ও জুতার ফিতা বাঁধায় পারদর্শী হওয়াও আবশ্যক। ৩/৪ বছরের শিশুর সুক্ষ্ম অঙ্গ সঞ্চালনে পরিপক্কতা আসে। শিশু এ বয়সে কাগজ ভাঁজ করতে পারে, কলম ধরে গোলাকার ও সরল রেখা টানতে পারে, জামার বোতাম লাগাতে পারে, এমনকি দাঁত মাজা ও চুল আচঁড়াতে পারে। তবে অনেক শিশু জুতার ফিতা বাঁধতে পারে না। শিশুদের মধ্যে কার্যসম্পাদন

Dhaka University Institutional Repository

করার প্রবণতা দেখা যায় যাকে Erikson (1950) "Sense of Industry" বলেছেন।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় আমেরিকায় শিশুরা সাধারণত: দেড় থেকে সাড়ে তিন বছরের মধ্যে আগের চেয়ে অনেক সুন্দর ভাবে নিজে নিজে পোষাক পরতে পারে। পাঁচ ছয় বছরের অধিকাংশ শিশু সুন্দরভাবে বল ছোড়াছুড়ি করে খেলতে পারে, তারা কাঁচি দিয়ে কিছু কাটতে পারে, মাটির জিনিস তৈরি করতে পারে ও সেলাই করতে পারে। রঙ্গীন চক, পেন্সিল ও রংতুলির সাহায্যে শিশুরা আঁকা ছবিতে রং দিতে পারে নিজের চেহারা ফুটিয়ে তুলতে পারে অথবা অন্য ব্যক্তির ছবি আঁকতে পারে, বই পড়া ও ছবি আঁকা পছন্দ করে Hurlock(1978)।

প্রায় সব শিশুর প্রয়োজনীয় শব্দ সম্ভার থাকে। তারা যে সব শব্দ বলে তা বেশ সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে, সংক্ষিপ্ত অথচ সহজ বাক্য ও আদেশ বুঝতে পারে এবং কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করে অর্থবোধক বাক্য তৈরি করতে পারে। এ বয়সে অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন অথবা অন্যরা তাদের কি বলছে তা বোঝার ক্ষমতা সীমিত তবে স্কুলে লেখাপড়া শুরু করার আগেই শিশুরা এসব ক্ষমতা অর্জন করে। যেহেতু কথা বলতে শেখা স্বনির্ভরতা অর্জনের অন্যতম পন্থা সেহেতু যেসব শিশু নিজের অভাব/চাহিদা অন্যকে বলতে পারে না অথবা নিজেকে অন্যের কাছে উপস্থাপন করতে পারে না তারা "অবোধ শিশু" হিসারে অনুকম্পা পেতে থাকে। তবে শিশুর ভাষার উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও তার ভাষায় আত্মকেন্দ্রিকতার ছোঁয়া থাকে। শিশুরা যদি নিজে হাত দিয়ে কিছু কাটা, খাওয়া অথবা দাঁত ব্রাশ করা ইত্যাদি ইচ্ছা অভিভাবককে না জানাতে পারে তরে তারা মনে করে শিশুটি এসব কাজ করার মতো যোগ্যতা এখনও অর্জন করেনি। অতএব তারা শিশুর ব্যক্তিগত করণীয় কাজ করে দেয়। এভাবে শিশুদের আত্মনির্ভরশীলতা ও স্বাধীনতা অর্জনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

যেসব শিশু এ বয়সে সমবয়সীদের চেয়ে দেরীতে বিকাশমূলক যোগ্যতা অর্জন করে, শৈশবের প্রাথমিক পর্যায়ে তারা পশ্চাদপদ শিশু হিসাবে গণ্য হয়। একটি শিশু পেশী সঞ্চালন ক্ষমতার দিক দিয়ে দুর্বলতর হতে পারে কিংবা তার মধ্যে কথা বলার নৈপুণ্যের অভাব থাকতে পারে। কিন্তু এসব ক্ষমতা অর্জন সমবয়সী দলের সদস্য হওয়ার অন্যতম শর্ত। পরবর্তী বয়সে অর্থাৎ শৈশবের সূচনায় এগুলো অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিকাশমূলক কাজ হিসাবে স্বীকৃত। তাই শিশুদের দক্ষতা অর্জনের জন্য তিনটি বিষয় প্রয়োজন প্রশিক্ষণের সুযোগ, শিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পুরস্কার, নির্দিষ্ট অনুকরণযোগ্য আদর্শ যা শিশুকে নিশ্চিত ধারণা দেবে যে তার আচরন কেমন হওয়া উচিত।

Erikson (1950) এর মতে, ৩/৪ বৎসরের শিশু অনুকরণ ও কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করে। অনেক সময় ভুল করেও শিশু শেখে। তাই বড়দের মনে রাখা উচিৎ যে ভুল করা সত্বেও শিশুর আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় সমর্থন করা ভালো তাতে শিশু উদ্যোগী হবে। এই বয়সে শিশুর সামাজিক আচরণ বৃদ্ধি পায়, সে পরিচিত ও বয়স্কদের সাথে মিশতে পারে। ৪/৫ বছরের ছেলেমেয়েরা দলবদ্ধ হয়ে খেলতে চায়, তবে একগুঁয়েমি স্বভাবের জন্য বেশিক্ষণ মিলে মিশে খেলতে পারে না। কোন কোন ছেলেমেয়ের মধ্যে নেতৃত্ব দানের ক্ষমতার আভাস পাওয়া যায়, আবার কেউ কেউ বড়দের খুব বাধ্য হয়ে উঠে। অন্যান্য সমবয়সীদের সাথে শিশু খুব সহজে যেমন মিশে, তেমন অল্পতেই তাদের মধ্যে মতবিরোধ ও মনোমালিন্য দেখা দেয়। শিশু ক্রমে মারামারি, কেড়ে নেওয়া, ধাক্কা দেওয়া এসব দৈহিক আক্রমণ হতে মৌখিক আক্রমণে লিপ্ত হয়। পরবর্তীকালে শিশু সামাজিক নিয়মকানুন মেনে নেয় এবং সহযোগিতা প্রর্দশন করে। এ ধরনের আচরণ শিশুকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে।

প্রাক-স্কুলগামী শিশুরা অনুকরণপ্রিয় হয়। Freud (1945) একে আত্মীকরন বলে অভিহিত করেছেন যাতে শিশু অন্যের আচরণ, ভাব-ভঙ্গিমা, পছন্দ-অপছন্দ প্রভৃতি আয়ত্ব করে। এই বয়সের শিশুদের মধ্যে নাটকীয় খেলা খুবই জনপ্রিয়। এই বয়সে ছেলেদের মধ্যে "Oedipus Complex" এবং মেয়েদের মধ্যে "Electra Complex" এর মত মানসিকতা উপলব্ধি করেন। এই দ্বন্দ্বের ফলে ছেলেরা মায়েদের ঘনিষ্ঠতা অর্জনে সচেষ্ট হয় এবং মাকে আদর্শ মনে করে। বাবাকে শক্তিশালী

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতাবান মনে করলেও ঈর্ষা করতে থাকে। পাঁচ-ছয় বছরের ছেলেমেয়ে বাবা-মার মত হতে চেষ্টা করে। এই সময় বাবা-মার আর্দশ, স্নেহ-মমতা ও যত্ন শিশুর মনে আস্থা আনে এবং শিশু স্বাবলম্বী হতে শুরু করে।

প্রাক-স্কুলগামী বয়সে শিশুদের আবেগে কিছুটা স্থিতিশীলতা আসে। শিশু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখে এবং পূর্বের মেজাজ মর্জিও কিছুটা হ্রাস পায় । শিশুর স্বাবলম্বী হওয়ার সাথে তার আবেগ অনুভূতির পরিবর্তন হয়। যে শিশু যত বেশী স্বাবলম্বী হয় তার মধ্যে দ্বন্দ্ব ও হতাশা তত কম হয়। এসব শিশুরা মানসিক ও সামাজিক স্বাধীনতা লাভ করে যেমনঃ একলা থাকা, আদেশ পালন করা, স্কুলের রুটিন মানা, দলগত খেলায় অংশ গ্রহণ ইত্যাদি। আবার অস্বস্তিকর পরিবেশ,বাবা-মার কুশাসন ও অবহেলা, পরিবারের সদস্যের মৃত্যু বা অর্থনৈতিক দূর্যোগ প্রভৃতিতে শিশুদের মধ্যে নানারকম আবেগজনিত সমস্যার উদয় হয়। যেমনঃ মিথ্যা বলা, চুরি করা, ভয় পাওয়া, ঘুমের ব্যাঘাত ইত্যাদি। এই শিশুদের মধ্যে নানারকম দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ দেখা দেয়। পরিবারের নতুন শিশুর জন্ম, নতুন পরিবেশ, খেলার সঙ্গী সাথীদের সাথে অসহযোগিতা প্রভৃতিতে শিশু নানারকম আত্মরক্ষামূলক উপায়ের অবলম্বন করে যেমনঃ পালিয়ে যাওয়া, বড়াই করা ইত্যাদি। তাই বাবা-মার সঠিক পরিচালনা আদর্শ ও অবিচল নীতিবোধ এবং এর সাথে স্নেহ-মমতা ও উৎসাহ শিশুর নৈতিক বিকাশ, ব্যক্তিত্ব ও স্বাবলম্বিতাকে ত্বরান্বিত করে।

১.২ শিশুর নির্ভরশীলতা ও স্বাবলম্বিতার বিকাশ

শিশুর আচরণের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল,শারীরিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য শিশু যেমন একদিকে অপরের উপর নির্ভর করে অপরদিকে তেমনি সে নিজেকে সকলের অনুরাগের একমাত্র কেন্দ্ররূপে দেখতে চায়। শিশু বিশেষত: মায়ের উপর বেশী নির্ভরশীল হয় অর্থাৎ মা'ই তার চাহিদা পূরণের প্রধান মাধ্যম। নির্ভরশীলতা একটি জন্মগত আচরণ। শিশু তার মৌলিক জৈবিক চাহিদা পূরণে প্রথমে মায়ের উপর

Dhaka University Institutional Repository

নির্ভরশীল হয় এবং পরবর্তীতে শিক্ষণ ও পরিণমনের মাধ্যমে স্বাবলম্বিতা অর্জন করতে আরম্ভ করে। তবে শিশুর বিকাশ ধারায় ত্রুটিপূর্ণ প্রশিক্ষণ ও অপ্রত্যাশিত আচরণ শিশুকে আচরণগত ও আবেগীয়ভাবে নির্ভরশীল করে তোলে। দুই বছর বয়স থেকে শিশুর খাওয়া, ঘুমানো ও মলমূত্র ত্যাগ ইত্যাদি শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে ফলে শিশুরা স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করতে চেষ্টা করে অর্থাৎ শিশু স্বাবলম্বী হতে শুরু করে। তবে শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হলো মায়ের মনোভাব। দেখা যায় যেসব মায়েরা প্রত্যাশা করেন তাদের সন্তানরা তাদের উপর নির্ভরশীল হোক তারা শিশুর বিশেষ নির্ভরশীল আচরণকে উৎসাহিত করেন আবার যেসব মায়েরা সন্তানকে স্বাবলম্বী হিসাবে প্রত্যাশা করেন তারা সন্তানের স্বল্প মাত্রার নির্ভরশীলতা প্রকাশে বিরক্ত হন।

Sears, Maccoby and Levin (1957). এবং Whiting and Child(1953) শিশু প্রতিপালন পদ্ধতি বিষয়ক গবেষণায় শৈশবপূর্ব বয়সে পরনির্ভরশীল আচরণ এর প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিশ্লেষণে শিশুর সামাজিক ও আবেগীয় নির্ভরশীলতা সম্পর্কে নিম্নরূপ তথ্য পান। গবেষকগণ ৫ বছর বয়সের শিশুর ৩৭৯ জন মায়ের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে পরমুখাপেক্ষী আচরণের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে চেষ্টা করেন। তাদের মতে যেসব মায়েরা শিশুর স্বাবলম্বিতা কামনা করেন তারা প্রায়ই শিশুর ঘ্যানঘ্যানানিকে পরমুখাপেক্ষী আচরণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। প্রায় অর্ধেকের চেয়ে বেশী সংখ্যক মা বলেছেন যে, তাদের ৫ বছরের শিশু গায়ের সঙ্গে লেগে থাকে না, তাদের অনুসরন করে না অথবা কাছেও আসতে চায় না। শতকরা ৮ জন মা বলেন তাদের শিশু উক্ত আচরণসমূহ করে এবং প্রায় দুই তৃতীয়াংশ (৬২%) মা বাহিরে যাওয়ার সময়ে অথবা অন্য কারো কাছে রেখে গেলে শিশু কোন রকম আপত্তি করে না বলে মত প্রকাশ করেছেন। একমাত্র সন্তান, একাধিক ভাই বোন আছে এমন শিশুর চেয়ে বেশী নির্ভরশীল। একাধিক সন্তান আছে এমন পরিবারের শিশুরা একজন প্রয়োজনে অন্য আরেকজনের সঙ্গ পায়। ৫ বছর বয়সের নির্ভরশীলতার সাথে জন্মপরবর্তী সময়ে মায়ের সাথে ঘনিষ্টতা, বুকের দুধ বা

Dhaka University Institutional Repository

তোলা দুধ খাওয়া, প্রথম শক্ত খাবার শুরু বা শেষ করার বয়স, শিশুর কান্নার প্রতি মায়ের তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়ার কোন সম্পর্ক দেখা যায় নি।

শিশুর প্রাথমিক নির্ভরশীলতাকে সব সমাজে গ্রহণ করা হয়। শিশুর চুষে খাওয়ার চাহিদা ও পরনির্ভরতার প্রতি সব সমাজে সমানভাবে স্বীকৃতি দান করা হয় (Whiting and Child, 1953)। সমাজ শিশুকে নির্ভরশীল আচরণ ত্যাগের মাধ্যমে স্বাবলম্বিতার প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। স্বাবলম্বিতা শব্দটি বিশেষ কিছু ধারণার সাথে সম্পৃক্ত যেমন ঃ শিশু কোন বয়সে, কার উপর কোন পরিস্থিতিতে, কিভাবে একটি ছেলে অথবা মেয়ে হিসাবে নির্ভরশীলতা কাটিয়ে স্বাবলম্বিতা অর্জন করেছে।

শিশুর সামাজিকরণের অন্যতম স্তর হলো মলমূত্র ত্যাগ ও নিয়ন্ত্রণ। সামাজিকরণ প্রক্রিয়ায় মা বাবা কিভাবে শিশুকে প্রশিক্ষণ দেন তার উপর নির্ভর করে শিশুর স্বাবলম্বিতা। Sears, Maccoby and Levin (1957) এর মতে, শিশুকে দুই বছর বয়সের পূর্বে মলমূত্র ত্যাগ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দান করা উচিত নয়। তারা দেখেন, যে সকল মায়েরা সন্তানদের ১১ মাস বয়সে প্রশিক্ষণ শুরু করেন তাদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয় ১৮ মাস বয়সে। অর্থাৎ যেসব শিশুকে দেরীতে প্রশিক্ষণ দান করা হয় তারা নিয়মটি তাড়াতাড়ি শিখে। কঠোর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিশুরা, মধ্যম ধরনের কঠোর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিশুদের চেয়ে মানসিক বিপর্যয়ের শিকার বেশী হয়। তবে মা যদি স্নেহার্দ্র মনে কঠোর প্রশিক্ষণ প্রণালী অনুসরণ করেন তবে শিশু তা বুঝতে পেরে কম মানসিক বিপর্যয়ের শিকার হয়। কিন্তু মা মায়া-মমতাহীন ভাবে কঠোর প্রণালী অবলম্বন করলে শিশুরা আবেগীয়ভাবে নির্ভরশীল হয়।

Heinstein (1966) দেখেন যে, ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা তাড়াতাড়ি প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে এবং বেশী বয়সে প্রশিক্ষণ শুরু করলে শিশুরা দ্রুত প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণের নিয়মকানুন শেখে, অর্থাৎ স্বাবলম্বী হতে শুরু করে। McCandless and Heye (1949) নার্সারি স্কুলের শিশু ও মায়েদের আচরণ পর্যালোচনা করে দেখেন

Dhaka University Institutional Repository

যে, মা কর্তৃক শিশুর আচরণের প্রতি স্বীকৃতিব্যঞ্জক মনোভাব এবং প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণের বিলম্বিত প্রশিক্ষণের উপর শিশু কত তাড়াতাড়ি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জন করবে তা নির্ভর করে।

Prothro (1960) এর মতে কোন কোন সংস্কৃতিতে মলত্যাগ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ অল্প বয়সে শুরু করার মাধ্যমে শিশুর মনে অধিক উদ্বেগের সঞ্চার হয়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত দেরীতে শুরু হলে সুষ্ঠুভাবে স্বাবলম্বিতা অর্জনের প্রশিক্ষণ চলে, স্বাবলম্বিতা অর্জনের অধিকাংশ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় শিশুকে তার ক্ষমতার গন্ডিতে আবদ্ধ রাখা হয় যেমন ঃ একটি ২ বছরের শিশু মলত্যাগের প্রয়োজনীয় কাজ নির্ধারণ করতে সক্ষম, আবার একই সাথে সে স্বাধীনভাবে কাজ করার যোগ্যতাও অর্জন করতে পারে। সে যখন মলত্যাগ বা প্রস্রাবের উদ্দেশ্যে পায়খানায় যায় তখন পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে নিজেকে রক্ষা করতে শিখে, এভাবে ক্রমে স্বাবলম্বী হয়ে উঠে। যে সমস্ত মা শিশুর নির্ভরশীল আচরণকে মেনে নেন এবং প্রশ্রয় দেন তারা সাধারণত: সন্তানের প্রতি ঘনিষ্ট ও স্নেহশীল হয়ে থাকেন। তারা অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের বেলায়ও মৃদু চাপ প্রয়োগ করেন ও স্নেহশীল হয়ে থাকেন, মাঝে মাঝে আক্রমনাত্মক আচরণ সহ্য করেন এবং কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করেন না। তবে দেখা যায় যে যদি এই সকল মায়েরা শিশুদের নির্ভরশীল আচরণে মাঝে মাঝে বিরক্ত হয় বা শাস্তি দেন এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নির্ভরশীল আচরণকে অনুমোদন করনে তবে সেই সকল শিশুরা অপেক্ষাকৃত বেশী নির্ভরশীল হয় অর্থাৎ স্বাবলম্বিতা অর্জনে পিছিয়ে পরে। এছাড়াও শিশুরা যখন পরিবারে তাদের অত্যাবশ্যকীয় নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয় তখন তারা আবেগীয়ভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। Waldrop and Bell (1965) এক গবেষণায় দেখেন যে, ২ থেকে ৩ বছর বয়স্ক প্রাক-স্কুলগামী শিশুদের ক্ষেত্রে বড় পরিবারের কাছাকাছি বয়সের ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ কাছে ঘেষে থাকতে ও শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল হতে পছন্দ করে।

একটি নবজাতক সম্পূর্ণভাবে অন্য ব্যক্তির যত্ন ও পরিচর্যার উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কর্মক্ষম হলেও নতুন পরিবেশের সাথে সঙ্গতি বিধানের জন্য সদ্যজাত

Dhaka University Institutional Repository

শিশু নিজেকে যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে পারে না। মায়ের নিঃস্বার্থ সেবা যত্ন তার সীমিত ক্ষমতাকে ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে এগিয়ে নেয়। মায়ের পরিচর্যার মধ্য দিয়ে শিশু শারীরিক ও মানসিক চাহিদা নিবৃত্ত করে এবং কিভাবে নিজে নিজে স্বীয় চাহিদা নিবৃত্ত করবে তা শিখে অর্থাৎ স্বাবলম্বী হতে শুরু করে। মায়ের নিবিড় সান্নিধ্য ও যত্নের মধ্য দিয়ে শিশু অপরিচিত পরিবেশকে নিরাপদ ভাবতে শিখে এবং একইভাবে সাংস্কৃতিক রীতিনীতির সাথে পরিচিত হয়। এই নিরাপত্তাবোধ শিশুকে শারীরিক ও আবেগীয়ভাবে স্বাবলম্বী করে তোলে। শিশুর নির্ভরশীল অবস্থা থেকে স্বাবলম্বন অর্জনের ক্ষেত্রে মা অথবা পরিচর্যাকারী কর্তৃক শিশুকে খাওয়ানো, মলমূত্র ত্যাগ, স্বনির্ভরতা এবং আক্রমনাত্মক আচরণ ও লিঙ্গ নির্ধারিত ভূমিকা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুর খাবার ধরন, শিশুকে খাওয়ানোর ধরন ও সময়ের সাথে শিশুর স্বাবলম্বী আচরণের বিকাশের সম্পর্ক রয়েছে। Adams(1959) শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো অথবা তোলা দুধ খাওয়ানোর প্রতি দুইদল মায়ের মতামত বিশ্লেষণ করে দেখতে পান যে, যে সব মা বোতলে দুধ খাওয়ানো সমর্থন করে তারা বুকের দুধ খাওয়ানো সমর্থনকারীদের চেয়ে বেশী পরমুখাপেক্ষী, নারীর ভূমিকায় অসন্তুষ্ট ও শিশু তাদের জীবনের কাঙ্খিত বস্তু নয়। আরো দেখেন যে, এই সকল শিশু শৈশবে আহার, মলমূত্র ত্যাগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে অভিযোজন করতে পারেনি, ভাইবোনদের সাথে সংঘাত লেগেই থাকে, আত্মগ্লানিতে ভোগে এবং পরনির্ভরশীল হয়। অন্যদিকে যেসব মা শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর পক্ষে সেসব মায়ের নিরাপত্তাবোধ বেশী এবং তাদের মনোভাবও অনেক বেশী পরিপক্ক। তারা শিশুর চাহিদা পূর্ণ করেন এবং মা-শিশুর নিবিড় বন্ধন গড়ে তোলেন, এই শিশুরা আত্মবিশ্বাসী ও স্বাবলম্বী হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক শিশু বিশেষজ্ঞরা শিশুর নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী খাবার গ্রহণকে গুরুত্ব দিয়েছেন, তারা মনে করেন শিশুর চাহিদা পরিপূর্ণ হলে শিশু দ্রুত স্বাবলম্বিতা অর্জন করে।

Friedman and Sigman(1950) এর মতে যে সকল শিশুকে মা কোলে নিয়ে ধীরেসুস্থে খাওয়ায় সেসব শিশুদের মায়ের সাথে নিবিড়, ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক সম্পর্ক বিরাজ করে যা শিশুর সার্বিক বিকাশে সাহায্য করে। শিশু ধীরে ধীরে স্বাবলম্বী হয়ে উঠে। Holway (1949) ৩ বছর ৩ মাস থেকে ৫ বছর ৪ মাস বয়সের ১৭টি শিশু নিয়ে এক গবেষণায় দেখেন যে স্বনিয়ন্ত্রিত সময়সূচী অনুসরণকারী শিশুর মানসিক ধৈর্য্য সুদৃঢ়, সে কারণে তারা বাস্তবকে মোকাবেলা করতে পেরেছে। অপরপক্ষে কঠোরভাবে আরোপিত সময়সূচি অনুসরনকারী শিশুরা অবাস্তব ধারণার অধিকারী অর্থাৎ স্বনিয়ন্ত্রিত সময়সূচী অনুসরণকারী শিশুরা দ্রুত স্বাবলম্বী হয়।

Goldman (1948) শিশুর ব্যক্তিত্বের ধরণের উপর প্রথম শক্ত খাবার খাওয়ানোর পদ্ধতির প্রভাব নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। তিনি দুই ধরনের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেন (১) মৌখিক আশাবাদী ব্যক্তিত্ব (২) মৌখিক নৈরাশ্যবাদী ব্যক্তিত্ব। আশাবাদী ব্যক্তিত্বের অধিকারীরা আমুদে, হাসিখুশী এবং আশাবাদী মনোভাব নির্দেশ করে। তারা বাহ্যিক ঘটনাবলীর প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী, মিশুক, উচ্চাকাঙ্খী ও স্বাবলম্বী। অপরপক্ষে নৈরাশ্যবাদী শিশুরা নিঃসঙ্গ ও আত্মগোপনকারী, নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত এবং নির্ভরশীল হয়। তারা আরো দেখেন যে, অতি অল্প বয়সে শক্ত খাবার খাওয়ার সাথে নৈরাশ্যব্যাঞ্জক মনোভাবের সহসম্পর্ক +.১৪,দেরীতে শক্ত খাবার খাওয়ার সাথে সহসম্পর্ক-.১৯। এই পার্থক্যের অর্থবহতার মাত্রা .০১। আবার ৯ মাসেরও বেশী পর্যন্ত বুকের দুধ খেয়েছে তাদের নৈরাশ্যব্যাঞ্জক মনোভাবের ক্ষেত্রে অনুবন্ধের পার্থক্য +.১৪ থেকে -.৩৫, অর্থাৎ অল্প বয়সে শক্ত খাবার খাওয়ানো ফলশ্রুতি হিসাবে শিশুর মধ্যে নৈরাশ্যব্যাঞ্জক মনোভাব, নিষ্ক্রিয়তা, একাকীত্ব এবং আত্মকেন্দ্রীকতা গড়ে উঠে।

Dhaka University Institutional Repository

Williams and Scott (1953) এক গবেষণায় দেখেন যে শিশুর পেশী সঞ্চালন ক্ষমতা বিকাশের উপর আহার ও মলমূত্র ত্যাগ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের প্রভাব বিদ্যমান। আহারের অনমনীয় সময়সূচীর মতো মলমূত্র নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কঠোর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুসরণ করার ফলে শিশুর পেশী সঞ্চালন ক্ষমতার বিকাশ মন্থর গতি সম্পন্ন হয়। পেশী সঞ্চালন ক্ষমতার পশ্চাৎপদ বিকাশের অধিকারী শিশুদের অপেক্ষাকৃত আগে শক্ত খাবার দেওয়া হয়ে থাকে।

শৈশবকালীন আক্রমনাত্মক আচরণ অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা, ইচ্ছাপূরণের ব্যর্থতা শিশুর মধ্যে ক্রোধ ও হতাশার সৃষ্টি করে যা শিশুকে আবেগীয় ভাবে নির্ভরশীল করে। শিশু বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের মতে শিশুর নির্ভরশীলতা স্বাভাবিক হলেও শিশুর অতিনির্ভরশীলতা শিশুকে অত্যন্ত অসুখী করে। সাধারণত শিশুর প্রতি ঠাট্টা, বিদ্রূপ, অবহেলা, কঠোর শাসন ও আগলে রাখার প্রবণতা শিশুকে আবেগীয়ভাবে নির্ভরশীল করে তোলে। শিশুর স্বাভাবিক ভাবাবেগকে দমন করা হলে তার মনে অত্যধিক ক্রোধ ও ঘৃনার উদ্রেক হয়। যেহেতু শিশুর প্রাথমিক জীবনে মা-বাবাই স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছাপূরণের প্রধান প্রতিবন্ধক, সে কারনে শিশুর পক্ষে সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার অপেক্ষাকৃত উন্নত ও প্রত্যক্ষ উপায় হচ্ছে হতাশা ও ব্যর্থতা নিরসনের উৎস হিসাবে মা-বাবার সচেতন থাকা এবং শিশুর ক্রোধ, হতাশা, ব্যর্থতার অবসান নিশ্চিত করা। শিশু তার আবেগীয় নির্ভরশীলতাকে ক্রোধ ও হতাশার মাধ্যমে প্রকাশ করে এবং সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে।

৩ থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা আক্রমণাত্মক প্রবণতার মাধ্যমে আবেগীয় নির্ভরশীলতা প্রকাশ করে। Sears (1961) দেখেন যে, পরিবারের প্রথম সন্তান, কনিষ্ঠতম অথবা একমাত্র সন্তানের চেয়ে আবেগীয় ভাবে কম নির্ভরশীল। কারন ছোট ভাইবোনের প্রতি নির্দয় আচরণ করলে জ্যেষ্ঠতম সন্তানকে মা-বাবা সবসময় কড়া শাসন করেন। আরো দেখা গেছে, যেসব ছেলের বাবা দীর্ঘদিন গৃহে অনুপস্থিত তারা

Dhaka University Institutional Repository

যাদের বাবা সবসময় কাছে থাকে তাদের চেয়ে অনেক কম আবেগীয়ভাবে নির্ভরশীল। মেয়েদের ক্ষেত্রে তেমন পার্থক্য পাওয়া যায়নি।

Sears, Maccoby and Levin (1957) দেখেন যে, শিশুর আবেগীয় অবস্থাকে অবজ্ঞা করলে বা শাস্তি দেওয়া হলে তারা অতিমাত্রায় আবেগীয় নির্ভরশীলতায় ভোগে।

Byrne (1964) বলেন যে, আবেগীয়ভাবে নির্ভরশীল ছেলেমেয়ের মা সামঞ্জস্যহীন পন্থায় সে সব ছেলেমেয়েকে মানুষ করেছেন। তাদের আত্মমর্যাদাবোধ নিম্নমানের এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্কের অভাব ছিল।

নবজাতকের জন্মপরবর্তী যত্ন ও পরিচর্যা এবং শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে নিবিড় স্নেহের বন্ধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। Bowlby (1958, 1973) তার গবেষণায় এই স্নেহের বন্ধনকে সামাজিক আসক্তি নাম দিয়েছেন। শিশু এই স্নেহের বন্ধনকে অবলম্বন করে আবেগীয়ভাবে স্বাবলম্বী হতে শুরু করে। বিভিন্ন গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আন্তরিক সম্পর্ক বঞ্চিত শিশুকে স্নেহ ভালবাসা ও অখন্ড মনোযোগপূর্ণ গৃহ পরিবেশে লালন পালন করা হলে প্রারম্ভিক শৈশবের প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠে সে স্বাভাবিক, সুস্থ্য ও স্বনির্ভর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন গুনাবলীর অধিকারী হতে পারে (Clarke and Clarke, 1976; Rutter, 1972)।

Baumrind (1970,1971) এর মতে, পিতামাতার কর্তৃত্বের ধরণ শিশুর স্বাবলম্বিতা বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বাবলম্বিতা অর্জনে মা-বাবার ইচ্ছা শিশুকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। Neil (1960) এর মতে, যে সকল মা-বাবা তাদের শৈশবে গৃহ ও স্কুলের কর্তৃত্বের বিরোধিতা করত সে সকল মা তাদের তুলনায় নিজেদের সন্তানদের জন্য স্বাবলম্বিতা প্রশিক্ষণের উপর জোর দিয়েছেন। শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে পারিবারিক ও সামাজিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

Rosen (1956) বলেন যে, মায়ের চাকুরীর ফলে বাড়ীতে সবচেয়ে ছোট সন্তানটি মা-বাবার সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয় এবং তার ফলশ্রুতিতে সে জীবনে সফল হওয়ার জন্য দিবাস্বপ্ন বেছে নেয়। আবার যারা সৎ মায়ের তত্ত্বাবধানে থাকে তারা মানসিক বিপর্যস্ত হওয়া ছাড়াও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সামাজিক দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ হয়,স্বাবলম্বিতা অর্জনের গতি ধীর হয়ে আসে। তবে পিতামাতার যথার্থ সাহচর্য শিশুর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে।

শিশু পরিবেশ ও পরিবার থেকে সামাজিক আচরণ শিখে।শিশুদের গণতান্ত্রিক পরিবেশ দেওয়া না হলে তারা নীচুমানের ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভিযোজন করে। গণতান্ত্রিক অনুশাসনের অধীনে প্রতিপালিত শিশুরা সবচেয়ে বেশী ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভিযোজন করতে সক্ষম। ফলে তারা দ্রুত স্বাবলম্বী হয় (Roberts,et.al.,1976)। শিশু অনেক সময় দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যও পরনির্ভরশীলতা প্রকাশ করে। সে নিজেকে অতি আদরের বা সকলের মধ্যমনি প্রকাশের জন্য বার বার বড়দের শরনাপন্ন হয় এবং নিজ থেকে কোন কাজে উৎসাহ প্রকাশ করে না। নির্ভরশীল আচরণ বৃদ্ধি পায়, পিতামাতা শিশুর নির্ভরশীল কর্মকান্ডকে কিরূপ স্বীকৃতি প্রদান করে তার উপর এবং সাফল্যজনক আচরণকে পুরস্কৃত না করার মাত্রার উপর (Gavalas and Briggs ,1966)।

শিশু স্বাবলম্বী হবার জন্য মা-বাবা, আত্মীয় স্বজন এবং প্রতিবেশীদের কাছ থেকে চাপ অনুভব করে। শুধুমাত্র এ সামাজিক চাপই ছেলেমেয়েদের নির্ভরশীলতার পথে বাধা হয় তা নয়, মনোজগতের কিছু অনুশীলনও পরোক্ষভাবে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে থাকে। ৩ থেকে ৬ বছর বয়স পর্যন্ত মা-বাবার আচরণ শিশুদের কাছে অনুকরনীয়, পরবর্তীতে শিশু পূর্ণবয়স্কদের মত আচরণ আয়ত্ব করতে চায়। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনায় নিয়োজিত থাকা অবস্থায়ও নিজেকে স্বাবলম্বী মনে করতে পারে না, কারণ তখনও তারা বাবা-মার সাহায্য প্রত্যাশা করে। শিশুদের পরনির্ভরশীলতার জন্য বাবা-মাই দায়ী। কারণ ছেলেমেয়েদের অনেক কাজই তারা করে দেন। ফলে ছেলেমেয়েরা নিজেদের কাজ নিজেরা করতে চায় না এবং কাজ

Dhaka University Institutional Repository

করতে গিয়ে নিজের উপর আস্থা স্থাপন করতে পারেনা (Begum, 1981)। আবার ছেলেমেয়েদের স্বাধীনতার ব্যাপারে মা-বাবার মনে অনেক সময় দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। মা-বাবা একদিকে আশা করেন ছেলে মেয়েরা স্বাবলম্বী হোক আবার অন্যদিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দানেও থাকে আপত্তি, অর্থাৎ একদিকে মা-বাবা সন্তানের স্বাবলম্বী হওয়াকে যেমন প্রশংসা করেন অন্যদিকে সন্তানের বিপদের কথা ভেবে শংকিত হন। বাবা-মা ছেলের স্বাবলম্বী হওয়াকে খারাপ মনে করেন না কিন্তু মেয়েরাও সেই অনুপাতে স্বাবলম্বী হোক সে ব্যাপারে তাদের বেশ মতানৈক্য আছে।

Sears, Maccoby and Levin (1957)-এর গবেষণামূলক নিরীক্ষা থেকে জানা যায় যে, যেসব ছেলেমেয়ে শৈশবে আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী থাকে তারা বড় হলেও স্বাধীন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ আচরণের অধিকারী হয়। আরো জানা যায় যে, মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের নির্ভরশীল আচরণ দ্রুত হ্রাস পায়। কারণ যেহেতু সমাজ ছেলেদের স্বাধীনতা কামনা করে সেইজন্য বাবা-মা ও অন্যান্যরা তাকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য যথেষ্ট চাপ দেয়, এই চাপই তাদের নির্ভরশীলতার পথে অন্তরায়, তবে মেয়েদের নির্ভরশীল আচরণ আমাদের সমাজে বেশ গ্রহণযোগ্য।

মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা বেশী স্বাবলম্বী হয় এবং বয়সের দিক থেকেও তা আগে হয়। মহিলাদের মর্যাদা সম্বন্ধে সমাজে এখনও ততটা উদারনীতি অনুসরণ করেনা বলেই সমাজে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা নির্ভরশীল বেশী। মা-বাবা যে স্বাধীনতা ছেলের জন্য অনুমোদন করেন মেয়ের ক্ষেত্রে তা করেন না বরং মেয়ের আচরণের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখেন। ফলে সমাজে মেয়েদের মধ্যে নির্ভরশীলতার হার বেশী দেখা যায়।

যেহেতু স্বাবলম্বিতা বা পরনির্ভরশীলতা দুইটিই মানুষের অর্জিত গুণ। তাই শিশুর জীবন নিয়মের ছকে আঁটা উচিত নয়। মা-বাবার আচরণ শিশুর ভবিষ্যৎ কর্মকান্ডে রেখাপাত করে। বাড়ীর পরিবেশ শিশুকে হতাশ, উৎকণ্ঠিত এবং হীনমন্য করলে শিশুর মাঝে পলায়নপর মনোভাব, অতিরিক্ত রেগে যাওয়া, অন্যাকে দোষারোপ করা

Dhaka University Institutional Repository

ও পরনির্ভরতা দেখা যায়। এই পরিস্থিতিতে শিশুকে শাস্তি দেওয়া হলে শিশুর উৎকণ্ঠা আরো বেড়ে যায়। তাই শিশুর স্বাবলম্বী হয়ে বেড়ে উঠার জন্য যথার্থ পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ প্রয়োজন।

১.৩ শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে পিতামাতা ও পরিবারের ভূমিকা

শিশুর দক্ষতা অর্জন নির্ভর করে শিশুর জীবনের প্রথম পরিবেশ গৃহে। গৃহের সংকীর্ণ পরিবেশে মা-বাবা, ভাইবোন ও অন্যান্য আত্মীয় পরিজনের সাথে শিশুর যে সম্পর্ক গড়ে উঠবে, অন্যান্যদের প্রতিও তারা সেরকম মনোভাব পোষণ করবে। বয়স বাড়ার সাথে শিশুর আচরণ ধারার পরিবর্তন হয় সত্যি কিন্তু পারিবারিক পরিবেশে গড়ে ওঠা আচরণের মূল ধারাটির কোন পরিবর্তন হয় না বললেই চলে। গবেষণায় দেখা যায় প্রতিষ্ঠানে প্রতিপালিত ছোট শিশুরা কারো প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করা অথবা কারো কাছ থেকে স্নেহ লাভের ইচ্ছা প্রকাশের সুযোগ পায় না। এসব ছোট শিশু সাধারণত শান্ত ও নিষ্ক্রিয় হয়, কেউ হাসলে বা আদর করলে তাতে সাড়া দেয় না এবং শিশু ভীষণ মেজাজী হয়। এ রকম আচরণ থেকে মনে হয় যেন অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইছে। মোট কথা গবেষকদের মতে এসব শিশুকে সাধারণভাবে নির্ভরশীল ও অসুখী মনে করা হয় (Caldwell, 1970; Rutter, 1972)।

অপরপক্ষে মা কাজে গেলে তার অনুপস্থিতিতে সন্তানদের রক্ষনাবেক্ষণের জন্য অন্য কারো সাহায্য নিতে হয়। ফলে অনেক সময় মা-বাবা সন্তানের প্রতি বেশী মাত্রায় সহনশীল হয়। তবে বাইরে মায়ের চাকুরি যদি মাকে ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত করে, ঘরে ফিরে সেই মা তার স্বামী ও ছেলেমেয়েকে অসহ্য মনে করে। ফলে মা হয় সন্তানকে কঠোর ভাবে দমন করে অথবা প্রশ্রয় দেয়। তাই শিশু যখন স্বনির্ভরতা অর্জন করতে শিখছে ঠিক সে সময়টিতে মা বাবার অতিরিক্ত সাহায্য,প্রশ্রয় অথবা কঠোরতা শিশুকে নির্ভরশীল করে তোলে (Stone and Church, 1973)।

Dhaka University Institutional Repository

দুই বছর বয়স থেকে শিশুর খাওয়া, ঘুমানো ও মলমূত্র ত্যাগ ইত্যাদি শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় ফলে শিশুরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে চেষ্টা করে। এই ক্ষেত্রে শিশুর উপর আবশ্যিক কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পিত হয় যার দরুন আবশ্যিক কাজগুলোর প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণের প্রবণতা দেখা দিতে পারে। এ ছাড়াও পরিবারের দ্বিতীয় বা তার পরবর্তী সন্তান ভূমিষ্ট হলে মা সন্তানকে তার কিছু কিছু নিজস্ব কাজ সম্পাদনে বাধ্য করে। ফলে সন্তান মার যথেষ্ট যত্ন ও মনোযোগের অভাব বোধ করে এবং তার কর্মচঞ্চলতা হ্রাস পায় ও নিষ্ক্রিয় হয়। শিশু যখন সমবয়স্ক অন্যান্যদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে পরে তখন নিজে নিজে কাজ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাজটি করতে পারে না এবং সে হতাশ হয়ে পড়ে। একই ভাবে শিশু কাজ করার যোগ্যতা অর্জনের পূর্বে মা-বাবা যদি কৌশল শেখাতে চেষ্টা করেন তবে সেটিও শিশুর সামাজিক অভিযোজনের পথে অন্তরায় হয়ে উঠে। এরকম পরিস্থিতি শিশুর মনে বিরূপ মনোভাব গড়ে তোলে যা শিশুর নিজের চেষ্টায় কাজ করার আগ্রহ বা ইচ্ছাকে নষ্ট করে দেয়। অর্থাৎ শিশুর নির্ভরশীলতার মাত্রা নির্ভর করে শিশুর আত্মধারণার উপর। অবহেলিত ও অনাদৃত শিশু এবং পরিবারের ভাঙ্গন, বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে এমন শিশুর আত্মধারণা সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠে না এবং প্রাক-স্কুলগামী শিশুদের মধ্যে অনাস্থা ও হতাশা দেখা যায়।

অনেকসময় শিশুর নির্ভরশীলতার জন্য বাবা-মার শাসন ও পরিচালনাই দায়ী। যেখানে বাবা-মা শিশুকে অতিরিক্ত শাসনে বা আগলে রাখেন, তার স্বাধীন ইচ্ছা বা চলাফেরায় বাধা দেন, তার আশা-আকাঙ্খাকে দমন করেন, অতি প্রশ্রয় দেয়, সেখানে শিশু স্বাবলম্বী হয়ে গড়ে উঠতে পারে না। সাধারণতঃ দু'বছরের পরবর্তী সময় শিশুর দেহের ও মনের বিকাশের দিক থেকে একটা অস্থিরতার কাল। শিশুর দেহ ও শক্তি সামর্থ্য যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তার মানসিক পরিপক্কতা ততটা আসেনা। ফলে তার আচরণে স্বাবলম্বিতা অর্জনের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ ও প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

অতিরিক্ত সংরক্ষণশীল বাবা-মা তাদের সন্তানদের জন্য বেশ উদ্বিগ্ন থাকেন। তাদের যত্ন ও স্বাস্থ্যবিধি পালনে বেশ কঠোর মনোভাব পোষণ করেন এবং সন্তানের জন্য অতিমাত্রায় দুঃশ্চিন্তা গ্রস্থ থাকেন। এই ধরণের পরিচালনায় বাবা-মা ও শিশুর মধ্যে অস্বাস্থ্যকর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এতে শিশুর স্বাধীন আগ্রহ ও ইচ্ছার দমন হয়। শিশু বাবা মার উপর নির্ভরশীল হয় স্বীয় সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম হয় এবং পরনির্ভর ও ভীরু প্রকৃতির হয়। তাদের মধ্যে উদ্যম, উৎসাহ ও তৎপরতার অভাব দেখা যায় এবং নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। অনেক বাবা-মা শিশুকে পরিবারের মধ্যমণি ভেবে তাকে সব কিছুতেই প্রশ্রয় দান করেন ফলে শিশু সবার উপর তার অপরিণত কর্তৃত্ব আরোপ করতে থাকে। এসব পরিবেশে শিশু অবাধ্য, দায়িত্বহীন, স্বাধীনচেতা ও দূর্বোধ্য হয়ে উঠে। শিশুর প্রতি বাবা মার অবহেলা, উদাসীনতা বা প্রত্যাখান যে কোন বয়সের শিশুকে নিরাপত্তাহীন, আস্থাহীন ও অসহায় করে তোলে। এসব পরিবারে বাবা-মা মূলতঃ আক্রমণাত্মক, অস্নেহপরায়ণ হয়ে থাকেন এবং শিশুর প্রতি কঠোর মনোভাব পোষণ করেন। সাধারণতঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অসন্তোষ , পারিবারিক জীবনে বিশৃঙ্খলা, অর্থনৈতিক জীবনে অসচ্ছলতা ইত্যাদি কারণে বাবা-মা শিশুদের আদর, আবদার ও চাহিদার প্রতি উদাসীন হয়। এইসব প্রত্যাখিত শিশুর মধ্যে নির্ভরশীলতার চিহ্ন যেমনঃ বিছানা ভিজানো, নখ কামড়ানো , খাবার নিয়ে সমস্যা করা প্রভৃতি দেখা যায়।

এছাড়াও পরিবারের আকার, ধরণ ও সন্তানদের জন্মক্রমও নির্ভরশীলতাকে ত্বরান্বিত করে। ছোট পরিবারের চেয়ে বড় পরিবারের আন্তঃপারিবারিক সম্পর্কের বিস্তৃতি ঘটে। পরিবারের একমাত্র সন্তান দু'ধরনের হতে পারে, হতে পারে সে আত্মকেন্দ্রিক, জেদী, অমিশুক, প্রশ্রয়ে লালিত আদুরে দুলাল যে নিজের কাজ করতে অনুৎসাহী অথবা নিঃসঙ্গ, স্পর্শকাতর এবং পরনির্ভরশীল শিশু। অবশ্য বাবা-মার পরিচালনা ও উৎসাহ শিশুকে স্বাবলম্বী ও সামাজিক হতে উদ্বুদ্ধ করে। বড় পরিবারের সবকিছুই যৌথ স্বার্থে করা হয় ফলে ব্যক্তিগত স্বার্থ উপেক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বড় পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়। ফলে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয় যদিও ঝগড়া-ঝাটিরও প্রভাব দেখা যায়। তবে যেহেতু পরিবারের মধ্যে সবাইকে বাস করতে হয় সেহেতু একে অন্যের সাথে খাপ খাইয়ে নেয় এবং স্বনির্ভর হয়ে উঠে। জন্মক্রমের ক্ষেত্রে Freud (1949) লক্ষ্য করেন যে, ভাই বোনের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে শিশুর স্থান শিশুর পরবর্তী জীবনকে প্রভাবিত করে। প্রথম সন্তান বাবা-মা হতে অধিকাংশ যত্ন ও আকর্ষণ পেয়ে থাকে এবং পরবর্তী শিশুর আগমনে তার প্রতি মনোযোগ কিছুটা কমে যায়। ফলে অনেক শিশু হতাশা ও হিংসার বশবর্তী হয়ে আক্রমনাত্নক আচরণ করে। তবে প্রথম শিশুর প্রতি বাবা-মার দায়িত্ব ও প্রত্যাশা সবসময় বেশী থাকে। এই কারণে পরিবারের প্রথম সন্তানের মধ্যে নির্ভরশীলতা বেশী দেখা যায় এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্ব দানের ক্ষমতার অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং তাদের স্বার্থপর হতে দেখা যায়। দ্বিতীয় সন্তান অনেকটা হাসি খুশি ও স্বাবলম্বী প্রকৃতির হয়। পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তান হয় অবহেলিত নয়তো আদরের, সে সবার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে এবং নিজের স্থান ও দাবী আদায়ের জন্য অনেকসময় জেদী হয়। এদের মধ্যে নির্ভরশীল আচরণ বেশী দেখা যায়।

শিশুর নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে পিতা-মাতার মৃত্যু, দুর্ঘটনা বা বিবাহ বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে পরিবারের ভাঙ্গন, প্রভৃতি বিশেষ প্রভাব ফেলে। এ অবস্থায় শিশু নিরাপত্তার অভাব বোধ করে এবং উপস্থিত বাবা অথবা মায়ের উপর বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

শিশুকে সুস্থ, দায়িত্বশীল ও সমাজের একজন উপযোগী ব্যক্তি হিসাবে গড়ে তুলতে হলে পরিবার অর্থাৎ বাবা-মার উপস্থিতি এবং তা যদি সম্ভব না হয় তবে অন্তত একজনের উপস্থিতি বা মায়ের নিঃস্বার্থ, স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহ মমতার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। কারণ শিশু জন্মের পর মায়ের উপরই নির্ভরশীল থাকে। ক্রমে বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার ক্ষমতা ও নিপুণতা বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, সে নিজে সব কিছু করতে চায়। অর্থাৎ সে স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হতে চায়। তবে শিশু বড় হলেও অনেক মায়েরা শিশুর জন্য সবকিছু করে দেন যেমনঃ গোসল করিয়ে দেন, খাইয়ে দেন। তারা চান তাদের ছেলেমেয়েরা কিছুটা হলেও অসহায় বোধ করুক এবং তাদের উপর নির্ভরশীল হোক। এতে শিশুর ভালমন্দ ভাববার দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভাবে বাবা-মার হাতে থাকে। শিশুর নির্ভরশীলতা তার সামাজিক আচরণে প্রকাশ পায়। তাই

Dhaka University Institutional Repository

পরনির্ভরশীল শিশু অন্যের সাহায্য প্রত্যাশা করে, অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায়, অনুমোদন প্রার্থনা করে, কম সাহসী হয় এবং দায়িত্ব ভার গ্রহণ করতে চায় না। অন্যদিকে স্বাবলম্বী ছেলেমেয়েরা আগ্রহ সহকারে নতুন কাজে হাত দেয়, নিজের কাজ নিজে করে এবং সাহসী হয় (Bandura and Walters, 1963)।

শিশু পরিচালনা পদ্ধিতির উপর প্রাক-স্কুলগামী শিশুর স্বাবলম্বিতার বিকাশ নির্ভর করে। Baldwin(1959) প্রাকস্কুলগামী শিশুর চরিত্রে গণতান্ত্রিক ও শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালনার প্রভাব নিয়ে অধ্যয়ন করে দেখেন যে গণতান্ত্রিক পরিবেশে লালিত ছেলেমেয়েরা সক্রিয়, প্রতিযোগী, উদ্যোগী এবং মিশুক হয়। এই পরিবারের স্নেহ মমতার ছায়ায় শিশুর নিরাপত্তাবোধ সুদৃঢ় হয়। ফলে এদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হয় এবং এরা স্বাবলম্বী হয়, প্রয়োজনে এরা নেতৃত্ব দানে সফলকাম হয়। তিনি গণতান্ত্রিক পরিবারের ছেলেমেয়ের মধ্যে কিছু কিছু সদগুণ লক্ষ্য করেন। যেমনঃ এরা মিশুক ও বন্ধুসুলভ হয়, নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়, উত্তেজনা ও উদ্যোগ কম থাকে,আত্মবিশ্বাসী, প্রভাবশালী ও সমঝোতামূলক হয়।

Bandura and Walters (1963) দুইটি বিপরীত ধরনের নির্ভরশীলতার কথা বলেন, একটি হচ্ছে কর্মসংক্রান্ত এবং অন্যটি হচ্ছে ব্যক্তিসম্পর্কিত নির্ভরশীলতা। কর্মসম্পর্কিত নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে শিশু লক্ষ্য অর্জন বা কার্যসম্পাদনের জন্য অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শিশু অন্য ব্যক্তির সাহচর্যে মানসিক পরিতৃপ্তি লাভ করতে চায়। উভয় ক্ষেত্রে শিশুর সুষ্ঠ সামাজিক বিকাশ ব্যাহত হয় ও শিশু খাপখাওয়াতে অসুবিধায় পড়ে। শিশুর বয়স বাড়ার সাথে তার আচরণের পরিবর্তন আসে, একেবারে অসহায় পরনির্ভরশীল শিশু ক্রমে স্বাবলম্বী, আত্মবোধসম্পন্ন, আত্মসচেতন হয়ে উঠে। শিশুর স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সাথে বাবা-মা তাকে আর আগের মত মনোযোগ দেন না। ফলে শিশু নির্ভরশীল আচরণের মাধ্যমে বাবা-মার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। তবে পিতামাতার আচরণ সন্তানের আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। Escalona (1953) গবেষণায় দেখেন যে মেজাজী মায়ের সন্তানেরা অশান্ত, মেজাজী হয় এবং শান্ত, ধীর ও সুখী মায়ের সাহচর্যে শিশু শান্ত ও সুখী হয়। মায়ের স্নেহের অভাব ও শীতলতা শিশুর মধ্যে খাবারের সমস্যা, বিছানা ভিজানো, প্রভৃতি নির্ভরশীল আচরণের জন্ম দেয়। অপরপক্ষে যেসকল মায়েরা প্রশ্রাব পায়খানা, দূর্ঘটনা বা অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

অসাবধানতায় কঠোরভাবে শাস্তি দেয়, সেসব ছেলেমেয়ের মধ্যে স্নায়বিক দূর্বলতা ও নির্ভরশীলতা বেশী দেখা যায়।

Heathers (1955) এর মতে শিশুর প্রতি মায়ের উদ্বিগ্নতা শিশুর নির্ভরশীলতাকে উৎসাহিত করে। নির্ভরশীল ও অনির্ভরশীল আচরণ নির্ভর করে পারিবারিক পরিবেশের উপর। পরিবারে শিশুদের অতিযত্ন ও শিশুর প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ প্রদান করা হলে শিশুদের নির্ভরশীলতার হার উচ্চতর হয়।

Stein and Wright (1964) এর মতে শিশুর চাহিদা পূরণ না হলে শিশু নির্ভরশীল হয়। পিতামাতার অজ্ঞতা, সঠিক লালন-পালন প্রকৃতি ও আন্তরিকতার অভাবে শিশু হতাশাগ্রস্থ হয়। ফলে শিশু আবেগীয় ভাবে স্বাবলম্বী হয় না, আবার শিশুরা বড়দের অনুকরণ করেও নির্ভরশীল আচরণ প্রকাশ করে। শিশুদের অনুকরণের কারণ হল নির্ভরশীলতার কারণে উদ্ভূত উদ্বিগ্নতা দূর করা অর্থাৎ সে পারিপার্শ্বিক নিরাপত্তা বিধান করতে চায়।

Rheingold and Eckerman(1973) গবেষণায় দেখেন যে শিশুকে মার কাছ থেকে পৃথক করা হলে যদিও সে বঞ্চিত হয় তথাপি তার মাঝে মানসিক স্বনির্ভরতার প্রক্রিয়া শুরু হয়। স্বনির্ভর আচরণ শিশুদের বলবর্ধক হিসাবে কাজ করে। শিশু স্বনির্ভর আচরণের মাধ্যমে সঙ্গীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং অনুকূল পরিবেশ ও চাহিদা অর্জনের মাধ্যমে সন্তুষ্টি লাভ করে। সাধারণতঃ বয়সের সাথে সাথে স্বনির্ভর আচরণ বৃদ্ধি পায় (Steth and Conner,1962)। যদিও আবেগীয় অথবা মানসিক স্বনির্ভরতা, শারীরিক অথবা যান্ত্রিক স্বনির্ভরতার সাথে সম্পৃক্ত নয়।

Skeel (1938) দেখেন যে, মা'র কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন শিশুর মধ্যে অরুচি, বিমর্ষতা, নির্ভরশীলতা প্রভৃতি আচরণ দেখা যায়। প্রতিষ্ঠানে লালিত শিশু পরিবারে লালিত শিশুদের চেয়ে বেশী অসামাজিক হয়, ভাষার দখল তুলনামূলক কম হয়। শিশুর জীবনের প্রথম তিন বৎসর মায়ের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি শিশুকে স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে এবং আবেগীয় ভাবে নির্ভরশীল করে তোলে। Bayle(1955) দেখেন যে,

Dhaka University Institutional Repository

বাবার চেয়ে মায়ের অনুমোদন ও প্রশংসা শিশুর সৃজনশীলতাকে বেশী প্রভাবিত করে। আবার বাবার অনুপস্থিতিতে ছেলেদের নির্ভরশীল, অপরিণত ও কলহপ্রবণ হতে দেখা গেছে। বাবার সঙ্গ ও পরিচালনায় শিশু নিজস্ব চাহিদা পূরণে হয়ে উঠে জেদী ও নির্ভরশীল। Mueller (1966) কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের পরনির্ভরতা ও মা-বাবার প্রতি তাদের মনোভাব পর্যালোচনা করে দেখতে পান যে, পরনির্ভরতা অভীক্ষায় নিম্নসাফল্যাংক অর্জনকারী ছেলেরা মা-বাবাকে দৃঢ় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং নিস্ক্রিয় ব্যক্তি হিসেবে প্রত্যক্ষ করে। বাবা প্রচুর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নির্লিপ্ত থাকেন বলে পুত্র স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠার সুযোগ পায়, তবে সে বিশ্বাস করে যে প্রয়োজনে বাবা তাকে রক্ষা করবে। মেয়েদের মধ্যে এরকম প্রবণতা দেখা গেলেও অর্থবহ পার্থক্য পাওয়া যায়নি। Winder and Rau (1962) দেখেন যে, সবচেয়ে বেশী পরনির্ভরশীল তরুণরা মাকে বেশী উদ্বিগ্ন এবং অস্বীকৃতিসূচক মনোভাবের অধিকারী বলে মনে করে এবং বাবা অত্যন্ত কম আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বলে তাদের ধারণা।

পিতামাতার সংস্পর্শ বা শিশুর শৈশব কালীন চাহিদা সম্পূর্ণ হবার সাথে শিশুর স্বাভাবিক নির্ভরশীল আচরণের বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান। যদি পিতামাতা নির্ভরশীল আচরণকে পুরস্কৃত করেন এবং স্বনির্ভর আচরণকে প্রতিরোধ বা নিরুৎসাহিত করেন তবে স্বনির্ভর আচরণ হ্রাস পায়। একই ভাবে শিশুর অতি শৈশবের নির্ভরশীলতার চাহিদার অপূর্ণতা শিশুর নির্ভরশীল আচরণ বৃদ্ধি করে।

১.৪ শিশু পরিচালনা ও স্বাবলম্বী আচরণের বিকাশ

প্রাক-বিদ্যালয় শিশুর জীবনে পরিচালনা একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব হিসাবে কাজ করে। শিশুর স্বনির্ভরতা, নৈতিকতা, সামাজিক বিকাশ ইত্যাদি এই পরিচালনা দ্বারা প্রভাবিত হয়। এ সময় শিশু বল্গাহীনভাবে অনেককিছুই করতে চায়। শিশুটি থাকে বেশ চঞ্চল, পৃথিবীর নানা জটিলতার আবর্ত থেকে অনেক দূরে। এই সময় শিশু লক্ষ্য অর্জনের জন্য সামাজিক আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হতে আরম্ভ করে। শিশু যেমন মাকে

Dhaka University Institutional Repository

ছাড়িয়ে অন্যান্য বড়দের উপর নির্ভর করতে শেখে তেমনি অন্যের সাথে ভাগাভাগিও করতে শিখে। তাই শিশুর স্বনির্ভর আচরণ বিকাশে পরিচালনার বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান। তিন বছরের শিশু অন্যের মত আচরণ করে এবং অন্যের ভাব ভঙ্গিমা নিজের করে নেয় যাকে আমরা একাত্মতা বা আত্মীকরন বলি। শিশু মা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের স্বনির্ভর আচরণের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং অনুকরণ শুরু করে। যার ফলে সে আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী হতে শিখে। প্রাক-স্কুল সময়ে শিশুর মধ্যে বিবেকবোধ উদয় হয়। এ বয়সে শিশুর মধ্যে কোন কিছু করার ইচ্ছা জাগে এবং শিশু তার অপরাগতার জন্য অপরাধবোধ করে। শিশু খেলাধুলার মধ্য দিয়ে নতুন দক্ষতা লাভ করে যা তার পূর্বে অর্জিত আস্থাবোধকে দৃঢ়তর করে। যেসব ছেলেমেয়েরা বাবা-মা কর্তৃক কঠোর শাসনে লালিত হয়, তাদের মধ্যে কোন কিছু করার উদ্যম কমে যায় এবং শিশু নিজেকে অক্ষম ও অসহায় ভাবে (Erikson, 1950)। তাই স্বনির্ভর হওয়ার জন্য শিশুকে নূন্যতম সাহায্য দিয়ে স্বাধীনভাবে চলার সুন্দর সুযোগ করে দিতে হবে। প্রাক-বিদ্যালয় বয়স হচ্ছে শিশুর শেখার বয়স। এই বয়স থেকেই তাকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হয়। অনেক ছোটখাটো কাজ আছে যেগুলো শিশু ঠিকমতো করতে পারেনা। কিন্তু কাজগুলো করে দেওয়া হলে তাকে শিখবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। তাই না পারলেও তাকে চেষ্টা করতে দিতে হবে। যদি বড়রাই সব কাজ করে দেয় তবে শিশুটি সারা জীবন পঙ্গু হয়েই থাকবে। সে জন্য সাধারণ কাজে অংশ নিতে বলেও উৎসাহিত করা সম্ভব। যে কোন কাজের দায়িত্ব নিতে হলে শিশুর যথেষ্ট সাহস প্রয়োজন। তাই শিশুকে নিজের কাজ করানো ও শিখানোর চেষ্টা করতে হবে যেমনঃ তার নিজের কাপড় পরার কায়দাটি তাকে শিখানো, জুতার ফিতা বাঁধা শিখানো হয় তবে শিশু স্বাবলম্বী হতে শিখে। Stone and Church (1973) এর মতে শিশুকে মা-বাবা অতিরিক্ত সাহায্য করলে বা প্রশ্রয় দিলে শিশুর জন্য বিষয়টি খুব ক্ষতিকারক হতে পারে। তাই শিশুকে তার নিজস্ব বা পারিবারিক ছোট খাট কাজ করতে দিয়ে তার খুঁত খোজা যাবে না বরং ভুল হলে তা শিশুর গ্রহণযোগ্য করে শুধরে দিতে হবে। এছাড়াও কোন সমস্যা দিয়ে শিশুকে ঐ সমস্যার সমাধান বের করতে বলা, খেলার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান

Dhaka University Institutional Repository

করতে দেয়া সাধারণতঃ শিশুরা খুবই পছন্দ করে। শিশুর সব কাজ করে না দিয়ে কিছু কাজের দায়িত্ব তাকে দেওয়া হলে শিশুর স্বাবলম্বিতা ত্বরান্বিত হয়। শিশুরা যখন কোন কাজ নিজেরাই করে তখনও বড়দের সাহায্য তাদের প্রেরণা দেয়। শিশুর কাজে যদি উৎসাহ বা অনুপ্রেরণা দেওয়া হয় তাহলে সেই কাজ দ্রুত সমাধা হয় এবং ইতিবাচক কাজের প্রতি যদি পুরস্কার প্রদান করা হয় তবে তা বলবৃদ্ধির কাজ করে।

Montessori (1964) শিশু স্বাবলম্বিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে শিশু শিক্ষায় ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চিহ্নিত করেন। তার শিশু বিদ্যালয়ে শিশুরা নিজেরাই হাত-মুখ ধোয়, জামা পরে, জুতার ফিতা বাঁধে, জামা কাপড় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখে এবং জামার বোতাম লাগায় ফলে শিশুরা স্বাবলম্বী হয়ে উঠে এবং তাদের সুক্ষ্ম পেশী চালনে নিপুণতা আসে। তার শিক্ষা পদ্ধতিতে অতি অল্প বয়সেই লেখাপড়া ও গণনার কথা বলা হয়েছে। তিনি শিশুর প্রস্তুতি হিসাবে ছবি আঁকা ও রং করা, পড়ার প্রস্তুতি হিসাবে ফ্লাশ কার্ড এর ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন।

শিশুর স্বাবলম্বিতা বিকাশে ‘শিশু-বিদ্যালয়ের’ বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। Dewey (1935) বলেন প্রাক-বিদ্যালয় শিশুর স্বাবলম্বিতা বিকাশে শিশু-বিদ্যালয় এক বিশিষ্ট সংগঠন হিসাবে কাজ করে। তাই সেখানে থাকবে স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত জীবন যাপনের স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত সুযোগ ও শিক্ষা। তাই শিশুর জীবনের সম্যক বিকাশই হবে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। শিশু-বিদ্যালয়ের প্রভাবে শিশুর স্বাধীন আচরণ ত্বরান্বিত হয়, দৈহিক সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং সৃজনশীলতার উন্মেষ ঘটে। Hebb (1949) এবং Harlow (1956) তারা শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে নার্সারী বিদ্যালয়ের কথা বলেন, তাদের মতে ‘শিশু-বিদ্যালয়ের’ শিক্ষা শিশুর পরবর্তীকালের বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষার স্তরকে সুদৃঢ় করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য যে সব দক্ষতার প্রয়োজন হয়, সেগুলো হলো ভাষার দখল যেমনঃ

Dhaka University Institutional Repository

শুদ্ধ করে কথা বলতে পারা, সংখ্যার ধারণা, বিভিন্ন আকার ও রং এর মধ্যে পার্থক্য চেনা, সাধারণ আদেশ ও নিয়ম পালন করা এবং স্কুলের পরিবেশ, শিক্ষক ও সঙ্গীসাথীদের সাথে মোটামুটিভাবে খাপ খাওয়ানো। দেখা যায় স্বাবলম্বী আচরণের বিকাশের ক্ষেত্রে যে শিশুরা নার্সারী বিদ্যালয় হতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসে, তারা অনেকদিক দিয়ে অন্য শিশুর তুলনায় অগ্রগামী থাকে।

যদিও প্রাক-স্কুলগামী শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে নার্সারীস্কুলে যাওয়া বাধ্যতামূলক নয়, তথাপি শিশুর আচরণ বিকাশে 'শিশু-বিদ্যালয়ের' বিশেষ ভূমিকা আছে। এক কথায় বলতে গেলে বলা যায় যে, শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে শিশু পরিচালনা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। প্রাক-বিদ্যালয় সময় হল শিশুর শিখার বয়স। এই সময শিশুকে যেভাবে পরিচালনা করা হয় সেভাবেই তার ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে। অর্থাৎ শিশুর আচরণের স্বাবলম্বিতা শিশু পরিচালনার উপর নির্ভর করে।

১.৫ শিশুর সামাজিক বিকাশ ও স্বাবলম্বিতা অর্জন

প্রাক-বিদ্যালয় বয়সের সামাজিক বিকাশ স্বাভাবিকভাবেই একটি শিশুর জীবনে বৃহত্তর জগতের প্রতিচ্ছায়ারূপে প্রতিফলিত হয়। ২ থেকে ৫ বৎসরের মধ্যে শিশুরা সামাজিক ভূমিকা, ভাষা শিক্ষা এবং বস্তু নিয়ে খেলার ব্যাপারে বেশ দ্রুত এগিয়ে যায়। ৪ বৎসরের শিশু সঙ্গীর জন্য উদগ্রীব এবং কাল্পনিক খেলাতে সে বেশ আদান প্রদান করতে পারে। ৩ বৎসরের মধ্যে শিশুরা বড়দের মতো কথা বলতে শিখে। অন্যের সঙ্গ পাওয়া, অন্যের সমর্থন চাওয়া অথবা অন্যের সঙ্গে মেলামেশা এসবই আসে শিশুদের সামাজিক আচরণের মাধ্যমে। সাধারণতঃ ২ বৎসরের শিশুরা সমান্তরাল খেলা খেলতেই বেশী পছন্দ করে। এই বয়সে শিশুরা অন্যের অপেক্ষা নিজে নিজে খেলতেই বেশী ভালবাসে। ৩ বৎসরের পর থেকে তার জীবনে খেলার সাথীরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিশুদের সামাজিক করে গড়ে তোলার জন্য বাড়ীর পরিবেশ তথা মা-বাবার ভূমিকা অনেক বেশি। সমবয়সীদের সঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

যোগাযোগ করার ইচ্ছা অনেকাংশেই নির্ভর করে তার বাড়ীর শিক্ষণের উপর। যে ধরণের আচরণের জন্য তাকে পুরস্কৃত অথবা আদর করা হয় সে সব আচরণ সে বেশী করে থাকে যেমনঃ সকলের সঙ্গে মেলামেশা করা, বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া, বিনয়ী হওয়া, নিজে নিজের কাজ করা ইত্যাদি। একথা স্বতঃস্বীকার্য যে পরিবেশ ও পরিচালনা যদি শিশুদের সামাজিকতার অনুকূলে হয় তাহলে তারা সামাজিক হয়ে উঠে।

যে পরিবারে শিশুরা অনেক ভাই-বোনের সঙ্গে মানুষ হয় তাদের যেমন সংকোচ কেটে যায়, ঠিক তেমনি যে শিশু প্রাক-বিদ্যালয়ে সমবয়সী খেলার সাথীদের সঙ্গ পায় তারাও অনেক বেশী সামাজিক হয়। কারণ তারা বন্ধুভাবাপন্ন হয় এবং একে অন্যের উপরে নির্ভর করতে পারে। খেলার মধ্য দিয়েই প্রাক-বিদ্যালয় সময়ে সামাজিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ শিশুরা একে অন্যের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানও করে থাকে।

ছেলে এবং মেয়ে ভেদে সামাজিক ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণে খুব একটা তারতম্য হয় না। মেয়েদের বেলায় দেখা যায় তারা সমবয়সী বন্ধু অপেক্ষা বড়দের উপর নির্ভর করেই আনন্দ পায় বেশী। কিন্তু ছেলেরা যেহেতু স্বাধীনচেতা তাই তারা শিশু বয়সেই বড়দের উপরে নির্ভরশীলতা বর্জন করে। প্রাক-বিদ্যালয় বয়সে অতিমাত্রায় পরনির্ভরশীলতা কতকগুলো কারণের উপর নির্ভর করে যেমনঃ ছোট বেলায় অনাদর হলে, জীবনে হতাশা আসলে, অতিসংরক্ষণশীল মা–বাবার কারণে এবং অন্যের সঙ্গে মিশবার ব্যর্থতার জন্য। প্রাক-বিদ্যালয় শিশুর শারীরিক এবং মানসিক পরিপক্কতা তার দীর্ঘমেয়াদী এবং জটিল সামাজিক প্রতিক্রিয়ার ভিত্তি স্থাপন করে। তবে তার সামাজিক জীবনে অংশ গ্রহণের ক্ষমতা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভাবে সামাজিক কার্যকলাপের জন্য পুরস্কার অথবা শাস্তির উপরেও নির্ভর করে।

প্রাক-বিদ্যালয় শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশধারায় শিশুদের চিন্তা প্রবাহ যে দীর্ঘ সময় ধরে দুরূহ পথ অতিক্রম করে সে সম্পর্কে Bernstein (1976) গবেষণায়

Dhaka University Institutional Repository

দেখেন যে ৩/৪ বছর বয়স থেকে শুরু করে ১১/১২ বছর বয়স পর্যন্ত জ্ঞান বিকাশের ছয়টি পর্যায় রয়েছে। প্রাকবিদ্যালয় শিশুরা ভাবে শিশু কোথা থেকে আসে এবং মানুষ কিভাবে তাদের তৈরি করে এ'দুটি বিষয় শিশুদের মনে কৌতুহলের উদ্রেক করে ও সে সম্পর্কে বুঝতে চেষ্টা করে। এভাবে শিশু মানসিকভাবে স্বনির্ভর হতে থাকে।

শিশু অনেকসময় দৃষ্টি আর্কষণের জন্যও পরনির্ভরশীলতা প্রকাশ করে। সে নিজেকে অতি আদরের প্রকাশের জন্য বার বার বড়দের শরণাপন্ন হয় এবং নিজ থেকে কোন কাজে উৎসাহ প্রকাশ করে না। অনেক মা-বাবা, পরিচর্যাকারী, অভিভাবক নিজেদের অজ্ঞাতে শিশুদের পরনির্ভরশীল করে তোলে। মেয়ে সন্তানের চেয়ে মা-বাবার কাছে ছেলে সন্তান বেশী প্রিয় হওয়ায় ছেলেরা সব সময় বেশী সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। এজন্য ছেলেরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে মেয়েদের চেয়ে বেশী পরনির্ভরশীল। আরো দেখা যায় যে, প্রাক-বিদ্যালয় শিশুদের মধ্যে ছেলেদের অবাধ্যতা অথবা অসদাচরণ প্রায়ই উপেক্ষা করা হয়। ছেলে মেয়ে ভেদে এ ধরণের পক্ষপাতিত্ব ছেলেদের বেশী মাত্রায় নির্ভরশীল করে তোলে।

ছেলেমেয়েদের বৈশিষ্ট্য জানা থাকলেও প্রাক-বিদ্যালয় শিশুরা ছেলে অথবা মেয়ে হিসাবে নির্দিষ্ট আচরণ করবে তা নিশ্চিত ভাবে বলা যাবে না। সমাজের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী আচরণ করার যোগ্যতা শিশুদের অর্জন করতে হয়। অনুকরণের মাধ্যমে শিশুরা নির্দিষ্ট আচরণ করতে শেখে এবং প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণের সাহায্যে আদর্শ আচরণ কিভাবে অনুকরণ করতে হয় তা তাদের শেখান হয়। অর্থাৎ শিশুরা সামাজিক আচরণ শিখে এবং স্বাবলম্বী হয়ে উঠে।

মায়ের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি জন্মালে তা প্রাক-বিদ্যালয় শিশুর সুষ্ঠু আবেগ বিকাশের অন্তরায় হয়ে পড়ে। কারণ অন্ধ ভালবাসার মোহগ্রস্থ শিশু দুষ্টুমির সময় মায়ের শাসনের কথা ভেবে ভীত হয়। কারণ ভালবাসা হারানোর ভয় তাকে নিরাপত্তাহীন করে তোলে। এভাবে অন্যের ভালবাসার উপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরশীল অবস্থা শিশুকে পরনির্ভরশীল করে তোলে। আবার এ বয়সে খেলনা অথবা অন্যান্য জড় বস্তুর প্রতি আসক্তি না জন্মালে শিশুরা নতুন পরিবেশে নিরাপদ বোধ নাও করতে পারে। প্রাণবন্ত অথবা প্রাণহীন বস্তুর প্রতি ভালবাসা শিশুর উৎকণ্ঠা নিরসনে সাহায্য করে। স্কুল-পূর্ব বয়সের যে সব শিশু তাদের প্রিয় বস্তু অর্থাৎ একটি প্রিয় খেলনা অথবা কাপড়ের টুকরো নিয়ে ঘুরে বেড়ায়

Dhaka University Institutional Repository

স্কুলের অপরিচিত পরিবেশে তারা কম ভয় পায় এবং অভিযোজনও সহজতর হয়। অর্থাৎ শিশু বেশ স্বাবলম্বী হয়ে উঠে (Passman, 1977)।

প্রাক-স্কুলগামী বয়সে ছেলেমেয়েদের সমবয়সী দলের সদস্য পদ লাভের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন, শিশুদের পক্ষে অন্যতম বিকাশমূলক কাজ। সেজন্য প্রাক-স্কুলগামী পর্যায়কে "দল-পূর্ব" বয়স বলা হয়। পরবর্তী প্রত্যেকটি বছর অতিক্রম করার সাথে সাথে সঙ্গীসাথীর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ বেড়ে যাওয়ায় শিশুরা সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে শেখে। শিশুরা যে এসময় শুধু একসাথে খেলাধুলা করে তা নয়, একে অন্যের সাথে কথাবার্তাও বলে এবং সামাজিকরণের মাধ্যমে স্বাবলম্বিতা অর্জন করে (Marshall 1961; Mueller ,et .al., 1977)।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশের ক্ষেত্রে সামাজিকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিশুর সামাজিক বিকাশ যত স্বতঃস্ফূর্ত ও সুষ্ঠু হবে শিশু তত বেশী ও দ্রুত স্বাবলম্বী আচরণ অর্জন করবে।

১.৬ শিশুর আত্মধারণা ও স্বাবলম্বিতা

প্রাক-বিদ্যালয় শিশুর মনোস্তাত্ত্বিক আত্মপ্রতিবিম্ব আসে তার নিজস্ব চিন্তাধারা, অনুভূতি, আবেগ এবং শিশুর পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর দক্ষতা থেকে। এই সমস্ত দক্ষতার মধ্যে আছে সাহস, সাধুতা, স্বাবলম্বন, আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি। নিজের সম্বন্ধে শিশুর ধারণা বা অনুভূতি তার পরিবেশের বিশেষ ব্যক্তি, শিশুর বাবা-মা, ভাইবোন, তার সমবয়সী বন্ধু এবং তার শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা প্রভাবিত হয়। শিশু এইসব ব্যক্তিদেরকে আরশী হিসাবে গ্রহণ করে। Frank (1950) বলেন, ছোট শিশুটি অন্যের দৃষ্টিতেই নিজের চিন্তাধারা ও অনুভূতি গড়ে তোলে। নিজের ব্যক্তিগত বিশ্বে সে নিজেকে একজন প্রধান অভিনেতা রূপে দেখতে পায়। তার এই প্রতিবিম্বের উৎস হচ্ছে তার মা বাবা, তার শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং তার ক্ষুদ্র জগতের গণ্যমান্য আরও অনেক ব্যক্তিবর্গ। তারা তাকে যেভাবে বর্ণনা করেন, যেভাবে শাস্তি দেন, যেভাবে প্রশংসা বা ভালবাসেন তার উপরেই ভিত্তি করে শিশু তার আত্মধারণা গড়ে তোলে এবং স্বনির্ভরতার মাত্রা নির্ধারণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

শিশুর স্বনির্ভর আচরণের বিকাশ নিরাপত্তার উপর নির্ভর করে। শিশু নিরাপত্তার জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীলতার একমাত্র কারণ হলো শক্তিশালী অথবা প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে নিজেকে সনাক্ত করে সে নিরাপদবোধ করে। আর সেই পরনির্ভরশীলতাই তাকে সঠিক ভাবে মূল্যায়নে বাধা সৃষ্টি করে।

শিশু তার নিজের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে ধারণা লাভ করে। নিজের দক্ষতা ও আকৃতি সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার বেশ আগেই সে অন্যের সঙ্গে তার নিজের পার্থক্য বের করতে পারে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশুর সামাজিক জগৎ বিস্তৃত হয় এবং বাড়ীর বাহিরে তার যোগাযোগ হয়। সে নিজের সম্বন্ধে তখন অন্যান্য ধারণাও অর্জন করে। শিশু ও তার মা-বাবার সম্পর্ক ভাল হলে শিশু তার দ্বারাই বেশী প্রভাবান্বিত হয়, তাদের সরাসরি যোগাযোগ অথবা ভাল সম্পর্ক শিশুকে ভবিষ্যতে চলার পথ নির্দেশ করবে। একই ভাবে মা-বাবার মধ্যে সমঝোতার অভাব পরবর্তী জীবনে শিশুকে বিনষ্ট করে এবং সুস্থ ব্যক্তিত্ব ও সচেতনতা গঠনে বাধা হয়ে দাড়ায়। এই সমঝোতার অভাব এবং সন্তানের সঙ্গে যোজনব্যাপী ব্যবধানই শিশুদের করে তোলে পরনির্ভরশীল ও অবাধ্য।

যে গৃহে মা-বাবা অতিরিক্ত উৎকণ্ঠায় ভুগেন, যেখানে অসামাঞ্জস্যপূর্ণ শাসন নীতি, চটুল পরিবেশের অভাব সে পরিবারের সন্তান অতিমাত্রায় প্রক্ষোভিক সমস্যায় ভুগে এবং কথায় কথায় উত্তেজিত হয়, খাবারে অনাসক্তি, বিছানা ভিজানোর মত সমস্যা দেখা যায় যা নির্ভরশীলতার প্রতীক। শিশুর প্রতি বড়দের যে ভালবাসা ও স্নেহের মনোভাব, শিশুর প্রতি তাদের বিশ্বাস এবং ব্যক্তি হিসাবে কতটা সে প্রশংসা পাচ্ছে তার উপরই নির্ভর করে ভবিষ্যৎ জীবনে তার স্বাবলম্বন। যে পরিবারে মা-বাবা অতি মাত্রায় প্রভাবশালী এবং যেখানে আদর ভালবাসার বদলে সন্তানের জন্য আছে শুধু অবহেলা আর অতিসংরক্ষণশীলতা সে পরিবারের শিশু তার সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে না ফলে অসামাজিক ও নির্ভরশীল হয়। আত্মধারণা গঠনে মা-বাবার ভালবাসা একটি গুরত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু ভালবাসা বলতে যদি অতিসংরক্ষণশীলতা হয় তাহলে শিশু পরনির্ভরশীল হবে এবং তার প্রতি অসামাঞ্জস্যপূর্ণ শাসন নীতি তার দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী হবে। Freud (1949) এর মতে, যেসব মা-বাবা তাদের সন্তানকে অতিসংরক্ষণশীলতায় আটকে রাখেন অথবা অতি আদরে মাথায় তোলেন তারাই সন্তানকে অস্বাভাবিক ও পরনির্ভরশীল করে তোলার জন্য মূলতঃ

Dhaka University Institutional Repository

দায়ী। অতিমাত্রায় প্রশংসা এবং প্রশ্রয় দুই-ই শিশুর প্রতি অবহেলার মতই ক্ষতিকর। একই ভাবে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ শাসননীতির অভাব অতিকড়া শাসন নীতির মতই ক্ষতিকর।

শিশুর সুষ্ঠু আত্মধারণার ভিত্তি পরিবারের মধ্যে প্রথমে স্থাপিত হয়। শিশু যদি পরিবারের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ করে তবে সে সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব গ্রহণ করে, নিজ সম্পর্কে অন্যের গঠনমূলক সমালোচনার যথার্থ মূল্যায়ন করতে শিখে, তাহলেই শিশুর আত্মধারনার ভিত্তি সুদৃঢ় হবে এবং সে আত্মনির্ভরশীলতা ও আস্থার সাথে পরিবারের বাহিরে চাপের মুখে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবে। সুতরাং শিশুকে যথার্থ ভাবে মূল্যায়ন করে তার শক্তি সামর্থ্য সম্পর্কে তাকে অবগত করা এবং যতদূর সম্ভব গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করার মাধ্যমে শিশুকে স্ব-নির্ভর এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা সম্ভব।

১.৭ শিশুর খেলা ও স্বাবলম্বিতা

খেলা হচ্ছে শিশুর প্রকৃতি, খেলার মধ্য দিয়েই শিশুর সমস্ত প্রাণশক্তি প্রকাশ পায়। আধুনিক শিক্ষাবিদরা তাই খেলাধুলা এবং স্বাধীন আগ্রহের মাধ্যমে শিশুর স্বনির্ভরতা অর্জনকে উৎসাহিত করেছেন। শিশু বিভিন্ন খেলায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই সে বৃহত্তর সমাজের দায়িত্ব গ্রহণে আগ্রহী হয়। সক্রিয় খেলার মাধ্যমে শিশু ক্রমবর্ধমান দেহ শক্তি এবং দেহের পেশী গুলোর উপর কর্তৃত্ব লাভ করে বিশেষ করে চোখ, বাহু ও হাতের আঙ্গুলের সঞ্চালনের সমন্বয় সাধন করতে শিখে, ফলে শিশু স্বাবলম্বী হয়ে উঠে। Axline (1947) বলেছেন "Play therapy is based upon the fact that play is the medium of self expression" অর্থাৎ খেলাই হচ্ছে শিশুর আত্ম প্রকাশের উত্তম পথ। শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে খেলাধুলা হচ্ছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া। প্রাক-বিদ্যালয় শিশুদের (২ থেকে ৬ বৎসর) স্বনির্ভরতা বিকাশ লাভ করে খেলার মাধ্যমে। শিশুরা খেলায় নিজের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য নেতৃত্ব দান করে ও সক্রিয় হয়ে উঠে। যা শিশুকে একাগ্র ও স্বনির্ভর করে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

খেলার মাধ্যমে শিশুদের মানসিক বিকাশ ঘটে এবং শিশু নির্ভরশীলতা পরিত্যাগ করে সামাজিক ভূমিকা অর্জন করে। নানারকম খেলার উপকরণের ব্যবহারে শিশুরা আকার, রং, আকৃতি প্রভৃতি বস্তুগত গুণাবলী সম্পর্কে জানতে পারে। খেলার মধ্য দিয়ে শিশুরা চিন্তা করতে শেখে, পার্থক্য নির্ণয় করতে শেখে, তুলনা করতে শেখে এবং বৌদ্ধিক বিষয়গুলি রপ্ত করতে শেখে, খেলাচ্ছলে শিশুরা বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে শেখে। খেলতে খেলতে শিশু একসময় নিজ সমস্যা সমাধানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নিজের কাজ নিজে করতে শিখে (Ahmed, 1994)।

খেলাধুলার ভেতর দিয়ে শিশুরা পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা প্রকাশ করে। অন্যের জিনিসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং অন্যকে খেলার সুযোগ দেওয়া, অন্যের সাথে সহযোগিতা করে খেলা ইত্যাদি সামাজিক গুণাবলী শিশুরা খেলার ভিতর দিয়েই শিখে। Crow and Crow (1962) এর মতে এভাবে শিশু নিজেকে সমাজ জীবনের অংশীভূত অথচ স্বাধীন ব্যক্তি হিসাবে জানতে শিখে। শিশু তার ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সামাজিক ভূমিকা বুঝতে পারে।

Groos, et.al., (1995) এর মতে খেলা শিশুর পরিণত জীবনের কর্ম প্রস্তুতির সহজাত প্রকাশ পথ। অনেক সময় খেলার মধ্য দিয়ে শিশু তার ভবিষ্যৎ জীবনের গুরুতর কর্তব্যের জন্য প্রস্তুত হয়। ছোট ছেলেরা ড্রাইভার সেজে গাড়ী চালাচ্ছে, ছোট মেয়েরা মা সেজে পুতুলকে খাওয়াচ্ছে এ থেকে মনোবিজ্ঞানীগণ ধারণা করেন যে, এসব অভিনয়ের ভেতর দিয়ে শিশুরা তার ভবিষ্যৎ কাজের জন্য কুশলতা অর্জন করছে। খেলার ভিতর দিয়ে ছোটরা নতুন কৌশল রপ্ত করে যেমনঃ ছেলেরা মার্বেল খেলে, মেয়েরা সূচের কাজ শেখে এর মধ্য দিয়ে তাদের পেশী সঞ্চালনের নিপুণতা আসে। এ প্রসঙ্গে Mussen, Conger and Kagan (1956) লিখেছেন, "Such behaviour is a product of the child's need for mastery and competence", অর্থাৎ উপযুক্ত ভাবে পরিচালনা করলে খেলার মধ্য দিয়েই শিশু তার ভবিষ্যৎ জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াগুলির জন্য প্রস্তুত হতে পারে। এছাড়াও খেলার মধ্য দিয়ে শিশু সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, সহানুভূতি ইত্যাদি গুণাগুণ অর্জন করে এবং খেলার নিয়মকানুন পালনের মধ্য দিয়ে নৈতিক মূল্যবোধও অর্জন করে যা শিশুকে পরিবারের বা সমাজের অন্যদের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনতে সাহায্য করে। Bruner (1975) মনে করেন যে খেলা শিশুর জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া অনেকে একত্রিত হওয়ার

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান উপায় হচ্ছে খেলা। নিয়ম মাফিক খেলা করার মাধ্যমে শিশুরা সাংস্কৃতিক বিধিনিষেধের বাধা অতিক্রম করে স্বীয় ইচ্ছা পূর্ণ করে, ফলে স্বনির্ভর হয়।

প্রাক-বিদ্যালয়ের শিশুরা খেলাধুলার মাধ্যমে সার্থক ভাবে সামাজিক অভিযোজনের প্রয়োজনীয় আচরণ করার যোগ্যতা অর্জন করে। তবে এসব নৈপুণ্য সুষ্ঠুভাবে অর্জন করতে না পারলে সব সামাজিক পরিস্থিতিতে অন্যান্যদের সাথে যথার্থ ভাবে মেলামেশা করতে পারে না। অবশ্য সামাজিক আচরণ বিকাশের ক্ষেত্রে এরকম প্রতিক্রিয়া করতে শেখার গুরুত্ব খুব বেশি কারণ এ বয়সটি সামাজিক মনোভাব ও সামাজিক আচরণ বিধি অর্জনের উপযুক্ত সময়। যা শিশুকে পরনির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি দেয়।

২/৩ বছর বয়সে যেসব শিশু প্রাথমিক সামাজিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে ৪ বছর বয়সে তারা সাধারণত: দলীয় খেলার প্রাথমিক রীতিনীতি বুঝতে পারে। এসময় একটি শিশু অন্যান্য শিশুর মতামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে নিজের নৈপুণ্য সাড়ম্বরে দেখিয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে। শৈশবে অবশিষ্ট সময় ধরে নিজের সামাজিক আচরণের দোষ ত্রুটি শুধরে দলের স্বীকৃতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন নতুন সামাজিক আচরণ করে। অর্থাৎ শিশু সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হয়ে উঠে।

শিশু খেলার মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন করে। কোন খেলা ছেলে অথবা মেয়েদের উপযুক্ত বিষয়টির উপর নির্ভর করে শিশুরা কোন ধরনের খেলা খেলবে। অর্থাৎ কোন ধরনের অঙ্গসঞ্চালন ও মানসিকতা গ্রহণ করবে। ছেলে ও মেয়েদের খেলার ধরন বিশ্লেষণ করে Lever (1978) তাদের স্বাবলম্বিতা অর্জনে পার্থক্য নির্দেশ করেন।

- মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের দলে খেলোয়াড়ের সংখ্যা বেশী হয়।
- ছেলেদের দল বিভিন্ন বয়সের খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত, মেয়েদের দলে সাধারণত সমবয়সী খেলোয়াড় দেখা যায়।
- মেয়েরা সমাজে ছেলেদের জন্য নির্ধারিত অনেক খেলা খেলে কিন্তু ছেলেরা মেয়েদের উপযোগী খেলা তেমন খেলে না।
- মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা বেশী প্রতিদ্বন্দ্বীতা পূর্ণ খেলা করে।
- মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের খেলা অনেক বেশী দীর্ঘস্থায়ী।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত পার্থক্য লক্ষ্য করে Lever মন্তব্য করেছেন যে ছেলেমেয়েদের খেলার মধ্যে এরকম পার্থক্যের কারণে শিশুর সামাজিক নৈপুণ্যের ক্ষেত্রে পার্থক্য সূচিত হয়। পরিণতিস্বরূপ ছেলে ও মেয়ে ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতার অধিকারী হয়, তিনি আরও বলেন একারণে ছেলে ও মেয়ের ক্ষমতা একররকম হতে পারে না। সেজন্য ছেলে-মেয়েদের স্বাবলম্বী আচরণ অর্জনে ভিন্নতা দেখা যায়। আবার শিশুর স্বাবলম্বিতা অর্জনে খেলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা পরবর্তী জীবনেও প্রভাব বিস্তার করে। Bruner (1975) এর মতেও শিশুর স্বাবলম্বিতা অর্জনে খেলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

খেলার মাধ্যমেই শিশুরা তাদের রাগ, ভালবাসা প্রকাশ করে। ছোট শিশুটি পুতুল দিয়ে খেলার সময় বিভিন্ন আকারের পুতুলের সঙ্গে সে যে আচরণ করে তা থেকেই বুঝা যায় বাড়ীর কার প্রতি শিশুর কি ধরনের প্রতিক্রিয়া। পুতুলের সঙ্গে খেলতে খেলতে সে তার পিঠাপিঠি ভাই বোনের সঙ্গে হিংসা বা আক্রোশ প্রকাশ করে ফেলে। সেখানে বাচ্চা পুতুলটিকে সে কখনো বা মারে আবার কখনো বা তাকে আদর করে। এভাবেই সে তার ইচ্ছে প্রকাশ করার একটা পথ খুঁজে পায় এবং খেলাধুলায় ব্যক্তির রুদ্ধ আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আমাদের কতগুলি অপ্রীতিকর ব্যাপার যেমনঃ ঝগড়া-কলহ রেষারেষি ইত্যাদি সমাজ জীবনে চাপা পড়ে যায়, কিন্তু কৃত্রিম কলহ ও কাল্পনিক যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা সেই চাপা পড়া আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে শিশুর বিকাশ ধারাকে স্বাভাবিক করা সম্ভব হয়। ফলে শিশু আবেগীয় ভাবে স্বনির্ভর হয়ে উঠে।

দলগতভাবে খেলার মাধ্যমে শিশুরা সামাজিক শিক্ষা লাভ করে থাকে। দলের মধ্যে এসে শিশু শিখে কিভাবে অন্যের সঙ্গে মিশতে হয়, কিভাবে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হয়। সমবায়ের ভিত্তিতে যে খেলা হয় তা থেকে তারা অন্যের সঙ্গে আদান প্রদান করতে শিখে। খেলার মাধ্যমে তারা দলের রীতিনীতি এবং কায়দা-কানুন আয়ত্ত করে ও স্বাবলম্বিতা অর্জন করে।

১.৮ মায়ের পেশা ও শিশুর স্বাবলম্বী আচরণের বিকাশ

সামাজিক পরিবর্তনের সাথে মেয়েদের শিক্ষা ও কাজে নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে শিক্ষার প্রভাবে ও অর্থনৈতিক কারণেও অনেক মায়েরা চাকুরীতে নিয়োজিত হচ্ছেন। চাকুরীজীবি মায়েদের

Dhaka University Institutional Repository

দ্বৈত ভূমিকা চাকুরী ও সংসার, বিশেষ করে যদি প্রাকবিদ্যালয় শিশু (২-৬ বৎসর) থাকে তবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মায়েদের চাকুরীর ফলে সংসারে যদিও সচ্ছলতা আসে তবুও গৃহস্থালীর কাজে কর্মে ও সন্তান পালনে জটিলতা সৃষ্টি হয়। নিম্নবিত্ত পরিবারের ছোট ছেলেমেয়েদেরকে বড় ভাই-বোন, দাদী অথবা নানী দেখাশুনা করেন। এসব শিশু মায়ের দুধ হতে বঞ্চিত হয় এবং শিশুর মধ্যে অপুষ্টি ও রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। নিম্নবিত্ত বস্তি এলাকায় মায়েদের চাকুরিতে বড় ছেলে-মেয়েদের উপর তেমন ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে না। তবে বাড়তি অর্থ আসাতে পরিবারের স্বচ্ছলতা বাড়ে বলে অনেক পরিবার কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে।

মধ্যবিত্ত পরিবারে ছোট ছেলে মেয়ের দেখাশুনার ভার কাজের লোক বা আয়ার উপর পড়ে এবং তার আন্তরিকতা ও প্রচেষ্টা শিশুকে হয় তৃপ্ত নয়তো হতাশায় পতিত করে। শিশু জন্মাবার আগে থেকেই যদি মা চাকুরী করে থাকেন তবে জন্মাবার পর মায়ের অনুপস্থিতিকে শিশু সহজেই গ্রহণ করে নেয়। তবে জন্মাবার ১/২ বছর পর মায়ের চাকুরীতে শিশু অনেকটা বিচলিত হয় এবং প্রকাশ্যে প্রতিবাদ ও কান্নাকাটি করে। শিশুর সাথে মায়ের যে সংযুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা হঠাৎ করে মায়ের অনুপস্থিতিতে বৃদ্ধি পায়। ফলে চাকুরী হতে ফেরার পর অনেক শিশু মাকে হারাবার ভয়ে আঁকড়িয়ে থাকে। Crow and Crow (1962) বলেন মায়ের চাকুরী শিশুকে নিরাপত্তাহীন এবং সাহায্যহীন করে তোলে যদি শিশুর পিতামাতা দুজনই শিশু স্কুলে যাবার আগে বাড়ি থেকে বের হন এবং শিশু স্কুল থেকে ফেরার পর তারা বাড়ী ফিরেন।

মায়ের অনুপস্থিতিতে পরিবারের বড় ছেলেমেয়েরা যখন ছোট ভাই বা বোনকে দেখাশুনার দায়িত্ব নেয় তখন তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ জন্মে। যেসব মায়েরা চাকুরী হতে বাড়িতে ফেরার পর গৃহস্থালীর কাজকর্মের জন্য চেঁচামেচি অথবা উত্তেজনা সৃষ্টি করেন সে পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে মায়ের চাকুরীর প্রভাব নেতিবাচক হতে দেখা গেছে।

তবে মা যদি বাড়ী ফিরে ছেলে-মেয়েকে সঙ্গ ও সাহচর্য দেন তাহলে শিশু মায়ের অনুপস্থিতিটা মেনে নেয় এবং মায়ের প্রতীক্ষায় থাকে। মায়ের অনুপস্থিতিতে শিশু অবহেলিত হলে তার মৌলিক আত্মবিশ্বাসসহ নিরাপত্তাবোধ ক্ষুন্ন হয়। ফলে শিশু পরবর্তী জীবনে বাহিরের পরিবেশের সাথে খাপ

Dhaka University Institutional Repository

খাওয়াতে পারে না। চাকুরীজীবি মায়েরা ঘরের বাহিরে ও অভ্যন্তরে একইভাবে অবদান রাখে। তারা মায়ের দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্রের দায়িত্ব সমভাবে পালন করেন। মায়ের অনুপস্থিতি শিশুর আবেগীয় এবং আচরণগত বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে, মায়ের সাময়িক বিচ্ছেদ শিশুর মধ্যে প্রতিবাদ, হতাশা ও বিচ্ছেদের সৃষ্টি করে। Bowlby (1969) এবং Cohen (1978) এর মতে গৃহিণী মায়েদের চেয়ে ফুল টাইম কর্মজীবি মারা তাদের সন্তানদের প্রতি ইতিবাচক মনোযোগ কম দেয়। ফলে শিশুরা নির্ভরশীল হয়। Stewart and Koch (1983) দেখেন যে কর্মজীবি মা ও গৃহিণী মায়ের সন্তানদের সংযুক্তির ক্ষেত্রে তেমন কোন গুণগত পার্থক্য নেই। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মায়ের কাজের ইতিবাচক প্রভাব পাওয়া যায় এবং গৃহিণী মায়ের মেয়েদের চেয়ে চাকুরিজীবি মায়ের মেয়েরা বেশী সক্রিয়, অনির্ভরশীল এবং প্রতিযোগী হয়। কর্মজীবি মায়েরা পরিবারে বেশ সক্রিয় থাকে। পরিবারের ও কর্মস্থলের দায়িত্ব পালনে তাকে বেশ সচেতন থাকতে হয়। ফলে একদিকে মা যেমন ক্লান্ত, খিটখিটে হয়ে পড়ে আবার অন্যদিকে তার সক্রিয় ভূমিকা শিশুকে দায়িত্বশীল করে তোলে।

Hoffman (1973) এর মতে কর্মজীবি মা ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্যই একটি মডেল স্বরূপ, যার কাছ থেকে শিশুরা শিখে কিভাবে সক্রিয় পারিবারিক জীবন যাপন সম্ভব । ধারনা করা হয় যে, চাকুরীজীবি মায়েরা গৃহিণী মাদের চেয়ে বেশী সংরক্ষণশীল। তারা সন্তানদের আগলে রাখতে চায় যদিও তারা সন্তানদের পূর্ণ সময় দিতে পারে না। তবে গৃহিণী মায়েরা কখনো কখনো সংরক্ষণশীল হয়। গৃহিণী মায়েরা চাকুরিজীবি মায়েদের অপেক্ষা সন্তানকে বেশী সময় দেয় তবে চাকুরীজীবি মায়েরা হয় অধিক সচেতন।

Levy (1943) এর মতে অতিসংরক্ষণশীল মায়েরা তাদের সন্তানদের মধ্যে নির্ভরশীল আচরণ সৃষ্টি করেন। তিনি আরো বলেন যে, কর্মজীবি মায়েদের আত্মসম্মানবোধ তাদের সন্তান লালন পালন কৌশল বদলে দিয়েছে। তারা শিশুদের বেশী স্বনির্ভর এবং কম সংরক্ষণশীল রাখে। তবে চাকুরিজীবি মায়েরা তাদের মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের মধ্যে নির্ভরশীল আচরণ বৃদ্ধি করে। শিশুর আত্মধারণা অপরিবর্তনীয়, সে কারণে শিশুর প্রাথমিক জীবনের অভিজ্ঞতাসমূহ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয় (Papousck and Papousck,1974)। তবে নার্সারী স্কুলের শিশুদের মধ্যে গৃহিণী ও কর্মজীবি মায়েদের ক্ষেত্রে সন্তানদের সাথে সময় অতিবাহিত করণের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

কোন পার্থক্য পাওয়া যায়নি (Goldberg, 1977)। তবে শিশু মায়ের সংস্পর্শে থাকতে পছন্দ করে, যদিও দেখা যায় শিশুর সার্বক্ষণিক আদরযত্ন নিতে গিয়ে মায়েরা বিরক্ত হতে থাকে (Nye, 1963)। শিশুর সাথে মায়ের উপযোজনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গৃহিণী মায়েরা বলেন 'শিশু আমাকে বিরক্ত করছে'। অপর পক্ষে কর্মজীবি মায়েরা তাদের সন্তানদের সাথে অল্প সময় অতিবাহিত করায় সন্তানদের প্রতি উদার থাকেন। তারা যে সময়টুকু সন্তানদের জন্য অতিবাহিত করেন তা সচেতনতার সাথে ব্যয় করেন।

Hoffman (1980) এবং Pederson (1983) এর মতে কর্মজীবি মায়েরা তাদের সন্তানদের সাথে যেসময় কথা বলে ও খেলে কাটায় তা সচেতনতার সাথে করেন এবং এই ক্ষেত্রে তারা বেশ আনন্দিত হয়। একটি পরিবারের স্ত্রী চাকুরীতে গেলে শিশুর পরিচর্যার দায়িত্ব পড়ে, হয় কোন আত্মীয়ের উপর অথবা বেতনভূক্ত লোকের উপর। এভাবে নিয়মিত ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের মাধ্যমে আত্মীয় অথবা পরিচর্যাকারীর সাথে শিশুর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলে মা কিন্তু তা সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারেন না। অন্যদিকে শিশুটি যদি তাদের সাহচর্যে নিজেকে সুখী মনে করে তখন নিজেদের অসুখী হওয়ার কারণরূপে মাকে দোষারোপ করে। এরকম পরিস্থিতিতে সন্তানকে অবহেলা করছেন ভেবে মায়ের মনে আত্মগ্লানি দেখা দেয় ফলে মা ও শিশুর মাঝে নিরব দূরত্বের সৃষ্টি হয় যা শিশুকে আবেগীয় ভাবে নির্ভরশীল করে তোলে এবং শিশু তার কৃতকর্তব্য বুঝতে পারে না বলে পরিবারের সদস্যদের উপর নির্ভরশীল হয়। আবার মায়ের চাকুরীর কারণে শিশুর মায়ের স্থানে আত্মীয় স্বজনরা শাসন করলে শিশুর সাথে তাদের সম্পর্কের তিক্ততা দেখা দেয়। আবার মা কাজে গেলে বড় ভাইবোনদের উপর শিশুর যত্নের দায়িত্ব এসে পড়লে বড় বোনের চেয়ে বড় ভাই শিশুর উপর বেশী অত্যাচার করে থাকে, আবার গৃহভৃত্যের উপর শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকলে সেও শিশুর উপর অত্যাচার করে ফলে শিশুর মধ্যে বঞ্চনা সৃষ্টি হয় এবং শিশু আবেগীয় ভাবে স্বনির্ভর হতে পারে না। তাই এই বিষয়টিকে লক্ষ্য রেখে চাকুরীজীবি মায়েরা দ্বৈত দায়িত্ব পালন করেন যাতে সন্তানের মধ্যে বঞ্চনার প্রভাব না পড়ে। এছাড়াও চাকুরীজীবি মায়েদের পারিবারিক ভূমিকা সক্রিয় বলে সন্তানরা এই ধরণের বঞ্চনা কাটিয়ে উঠতে পারেন। John and Parsons (1978) এর মতে চাকুরীজীবি মায়েদের ক্ষেত্রে দ্বৈত দায়িত্ব পালন করতে হয়। দ্বৈত দায়িত্ব সম্পন্ন মায়েদের প্রচলিত মায়েদের মত আচরণ করতে ও তাদের দায়িত্ব পরিপূর্ণ করার জন্য অতিরিক্ত সক্রিয় হতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

Moore and Sawhills (1976) দেখেন যে, চাকুরীজীবি মায়েরা পারিবারিক সিদ্ধান্তে বিশেষ ভূমিকা রাখে এবং তারা সর্বদা সচেতন থাকে। Afrose (1991) দেখেন যে, চাকুরীজীবি মায়েরা শিশু লালন-পালন মনোভাব এবং অনুশীলনের ক্ষেত্রে অতিঅনুমোদশীল এবং কম পরিবর্তনশীল। তিনি এটাকে অপরাধবোধ-অতিসংরক্ষণ তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন। এই তত্ত্বে চাকুরীজীবি মা ঘরের বাহিরে কাজ করার মাধ্যমে সন্তানকে হতাশ করার জন্য অপরাধবোধ করে। তাই সে শিশুর প্রতি অতি আদর ও শৃঙ্খলা প্রদর্শনের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করে কিন্তু শিশু মায়ের এই আচরণ মেনে নেয় না।

Stone and Church (1973) এর মতে মা কাজে গেলে তার অনুপস্থিতিতে সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অন্য কারো সাহায্য নিতে হয়। ফলে মা-বাবা সন্তানের প্রতি বেশী মাত্রায় সহনশীল হয় যা শিশুকে নির্ভরশীল করে তোলে। পিতামাতা উভয়ই চাকুরীজীবি হলে সেই পরিবারের সন্তানের মানসিকতার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় যা তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশকে প্রভাবিত করে অর্থাৎ তারা নিজেরাই স্বনির্ভর হয়ে উঠে। Vogal ,et .al. (1970) এর মতে যখন একটি পরিবারে স্বামী-স্ত্রী দুইজনই চাকুরী করেন অর্থাৎ একই মর্যাদার হয় সেক্ষেত্রে সন্তানদের প্রত্যক্ষনের পরিবর্তন হয়। ফলে এরকম পরিস্থিতিতে সন্তানকে অবহেলা করেছেন তেবে মায়ের মনে আত্মগ্লানি দেখা দেয়। এই নীরব দূরত্ব মা ও শিশুর সম্পর্কের উপর জটিল প্রভাব ফেলে, শুধু চাকুরীজীবি মা'ই নয় গৃহিনী মায়েদের ক্ষেত্রেও এই রূপ সমস্যা দেখা দেয়। আয়া বা কাজের লোক দ্বারা সন্তান পালনের ফলে মা ও সন্তানদের মাঝে অনুরূপ দূরত্ব সৃষ্টি হয়।

Hoffman (1984) এর মতে চাকুরীজীবি অথবা গৃহিনী মায়ের সাথে শিশুর আন্তঃসম্পর্কের কোন পার্থক্য নেই। মায়ের মনোভাব এবং প্রশিক্ষণ শিশুর মনোভাব এবং ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের উপর জটিল প্রভাব ফেলে। ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা কম যোগ্যতার অধিকারী এরূপ একটি বদ্ধমূল ধারণা সমাজে প্রবলভাবে গড়ে উঠেছে। ফলে এই ধারণা মেয়েদের যোগ্যতার অবমূল্যায়ন করছে সেই সাথে তাদের কর্মস্পৃহা কমিয়ে দিয়েছে। আর এই ধারণা তাদের সামগ্রিক জীবনের কৃতিত্বকে ছেলেদের তুলনায় অনেক দূরে ঠেলে দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কর্মজীবি মায়েদের মেয়েরা গৃহিনী মায়ের মেয়েদের তুলনায় বেশী স্বনির্ভর, কর্মঠ এবং বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হয়। অর্থাৎ তাদের পেশা নির্ধারণ এবং কি ধরণের কাজ মেয়েদের জন্য উপযুক্ত, কখন কোন কাজটি করা উচিত ইত্যাদি বিষয়ে নিজেরা অনেক ক্ষেত্রে সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়, যা গৃহিনী মায়ের মেয়েদের বেলায় সম্ভব হয় না বরং এদের মাঝে নির্ভরশীলতার মনোভাবটা বেশী দেখা যায় (Barnett ,1975)। মা পেশাজীবি হলে মেয়েদের পেশা নির্বাচন এবং কোন কাজ মেয়েদের করা উচিত সে বিষয়ে তাদের মনোভাব মায়ের পেশার সাহায্যে প্রভাবিত হয় (Prawat, 1977)। ফলে তারা স্বনির্ভরতা অর্জন করে এবং একাগ্রতার সাথে কাজ করে।

লক্ষ্য করা যায় যে, তরুন মায়েরা তাদের শিশুর বিভিন্ন দিকের বিকাশের প্রতি সচেতন। তরুন মায়েরা তাদের শিশুদের আচরণ প্রশিক্ষণে বেশী উদ্বিগ্ন থাকে (Sarafino and Armstrong,1980)। চাকুরীজীবি মায়ের মেয়েরা বাড়ীর কাজের দায়িত্ব নেয় ফলে মায়ের অনেক সমালোচনার সন্মুখীন হয়। অনেক সময় মায়েরা ছোট শিশুর যত্নের দায়িত্বও মেয়েদের দিয়ে থাকেন। মূলতঃ চাকুরীজীবি মায়ের সন্তানেরা মায়ের অবর্তমানে নিজেদের চাহিদাপূরণের জন্য স্বাবলম্বী আচরণ অর্জন করে।

গৃহিনী ও চাকুরীজীবি, উভয় মায়েরাই শিশুর সার্বিক বিকাশ ও সচেতনতা কামনা করেন এবং এই লক্ষ্যে তারা সাধ্যমত চেষ্টা করে যান। তবে পরিবেশ ও অবস্থানের ভিত্তিতে শিশু প্রতিপালনে কিছু ভিন্নতা থেকে যায়, যা শিশুর উপর প্রভাব বিস্তার করে।

১.৯ ভৌগলিক অবস্থান, কৃষ্টি ও শিশুর স্বাবলম্বিতা অর্জন

কৃষ্টি মানুষের সকল আচরণের একটি সামগ্রিক রূপ। জীবন যাপনের বিভিন্ন উপাদানকে একসূত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে গ্রথিত করে যে জীবন ধারা গড়ে উঠে তারই নাম কৃষ্টি। বংশ পরম্পরায় এই ধারাটি প্রবাহমান থাকে বলে কৃষ্টির অপর নাম সামাজিক উত্তরাধিকার। তবে ভৌগলিক অবস্থান ও সময়ের সাথে সাথে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন হয় বলে কৃষ্টিরও পরিবর্তন হয়। ব্যক্তিত্বের উপর

Dhaka University Institutional Repository

কৃষ্টির প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। ব্যক্তির স্বাবলম্বী হয়ে গড়ে উঠা নির্ভর করে ঐ ব্যক্তির শৈশবকালীন কৃষ্টির উপর।

Mead (1949) বিভিন্ন উপজাতিদের কৃষ্টিগত পার্থক্যের কারণে তাদের স্বাবলম্বী আচরণের পার্থক্য দেখেন। সামোয়া নামক উপজাতির কিশোরদের উপর অনুসন্ধানে দেখেন যে, এই উপজাতিদের সন্তানরা পারিবারিক জীবনে সু-উপযোজিত এবং যৌন বিষয়ে উদারপন্থী। অপরদিকে মনু উপজাতির সন্তানরা অত্যধিক মানসিক চাপগ্রস্থ, যৌনতার অবদমন, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার আকাংখা, শারীরিক সৌকর্য্য প্রদর্শন, পরিশ্রমী হওয়া এবং ক্ষমতাবানদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে। অর্থাৎ কৃষ্টিগত পার্থক্যের কারণে শিশুরা প্রাকবিদ্যালয় সময় থেকে নিজেদের কৃষ্টি উপযোগী করে গড়ে তোলে। ফলে যে কৃষ্টিতে স্বাবলম্বী আচরণ অর্জন বাধ্যগত, দেখা যায় সে কৃষ্টির শিশুরা স্বাবলম্বী আচরণ অর্জনে বাধ্য থাকে। আবার কৃষ্টিগত পার্থক্যের কারণে পূরুষ ও মহিলাদের স্বাবলম্বী আচরণ অর্জন বিপরীত ক্রিয়া প্রদর্শন করে। ফলে যেই সমাজে পুরুষরা বেশী স্বাবলম্বী সেখানে ছেলে শিশুরা স্বাবলম্বিতা অর্জন করে, আবার যে কৃষ্টিতে নারীর অগ্রাধিকার বেশী এবং নারীরা পরিবার তথা সমাজ নিয়ন্ত্রণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে সেই কৃষ্টিতে মেয়ে শিশুরা অপেক্ষাকৃত দ্রুত স্বাবলম্বী হয়ে উঠে।

শিশু প্রচলিত কৃষ্টি উপযোগী স্বাবলম্বী আচরণ অর্জন করে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় ছেলেরা সাহসী ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে থাকে। ফলে ছেলে শিশুরা মেয়ে শিশুদের চেয়ে বেশী স্বাবলম্বী আচরণ অর্জন করে। আবার চাম্বুলীদের মধ্যে নারীরাই প্রাধান্য বিস্তার করে এবং পুরুষরা নির্ভরশীল প্রকৃতির ও অপেক্ষাকৃত কম দায়িত্বশীল হয়ে থাকে। ফলে শিশুরাও সেভাবে গড়ে উঠে। প্রকৃতপক্ষে মানবপ্রকৃতি শিশুকালেই কৃষ্টির প্রভাবে গড়ে উঠে, জন্মের পরপরই শিশুর উপর কৃষ্টির প্রভাবের সূচনা হয় এবং যে সমাজ বা কৃষ্টিতে সে জন্মলাভ করে সেই প্রচলিত ধারায় তার অভ্যাস, বিশ্বাস স্বালম্বন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে। Benedict (1934) মানুষের আচরণ বিকাশে কৃষ্টির শক্তিশালী প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন। তিনি নিউগিনির ডবু, নিউ মেক্সিকোর জুনি, ভানকুভার দ্বীপের কোয়াকিটল সম্প্রদায়ের কৃষ্টিগত পার্থক্য ও তাদের আচরণগত প্রভাব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। Benedict জুনিদের নম্র, ভদ্র ও দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন স্বভাবের বিপরীত, 'ডবু'দের আক্রমনাত্মক, প্রতিযোগী, সন্দেহপ্রবণ ও বিশ্বাসঘাতকতার মনোভাব লক্ষ্য করেন। আত্মকেন্দ্রীকতা, আত্মগৌরব ও প্রতিযোগিতার মনোভাব

Dhaka University Institutional Repository

ছিল কোয়াকিটলদের বৈশিষ্ট্য। তিনি বলেন যে, একেক কৃষ্টিতে একেক ধরণের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য অভিপ্রেত বা অনভিপ্রেত থাকে। কোন কোন কৃষ্টিতে শিশুরা স্বাবলম্বী, আগ্রাসী, প্রতিযোগী হয় আবার কোন কোন কৃষ্টিতে এর বিপরীত ও দেখা যায়। Linton (1945) কৃষ্টি ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্পর্কে কিছু নতুন ধারণা দেন, তার ধারণার নাম "মৌলিক ব্যক্তিত্বের ধরণ"। তিনি বলেন, শিশু প্রতিপালন অর্থাৎ মায়ের যত্ন, মা-বাবার সাথে সম্পর্ক, শাসনের ধরণ, ভাই বোনের সম্পর্ক প্রভৃতির মাধ্যমে শিশুর মৌলিক ব্যক্তিত্ব কাঠামো গড়ে উঠে যা কৃষ্টিতে কৃষ্টিতে ভিন্ন হয়। তিনি তানালা ও মার্কুইসা নামক দুটি কৃষ্টির পার্থক্য উল্লেখ করেন, তানালা কৃষ্টিতে ধর্মীয় অনুশাসন বেশী তাদের শিশুদের ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসন পিতামাতার শাসনের প্রতিরূপ স্বরূপ, তানালার শিশুকে জোরপূর্বক বাধ্য ও অনুগত করা হয়। ফলে তাদের মধ্যে নির্ভরশীলতা বেশী দেখা যায়। অপরপক্ষে মার্কুইসা কৃষ্টিতে ধর্ম বা পরিবার কোথাও এ ধরণের আনুগত্য বা বাধ্যতার উপর গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়নি ফলে তাদের সার্বিক বিকাশ সহজতর। এক কথায় বলা চলে ভৌগলিক অবস্থান ও কৃষ্টিগত পার্থক্যের কারণে শিশুর লালন-পালন পদ্ধতি ভিন্ন হয় এবং পরিবেশের প্রভাবও ভিন্নতর হয় ফলে শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ ও ভিন্ন হয়।

১.১০ স্নেহের আসক্তি/বঞ্চনা ও স্বাবলম্বিতা

শিশুর সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে পারিবারিক সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য বয়সের চেয়ে প্রাক-বিদ্যালয় বয়সে মা-বাবা, ভাই-বোনের সাথে শিশুর সম্পর্কের গুরুত্ব অনেক বেশী । শিশুর সংযুক্তি বা বঞ্চনা শিশুর পরবর্তী জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এই বয়সে স্নেহ, ভালবাসা বঞ্চিত হলে শিশু হতাশ হয়ে পড়ে। ফলে তার কর্মস্পৃহা বা শিক্ষণের স্পৃহা থাকে না।

স্নেহের আসক্তি বলতে মা অথবা মাতৃস্থানীয়া কোন ব্যক্তির সাথে শিশুর ঘনিষ্ঠ আন্তরিক ও সন্তোষজনক সম্পর্ক নির্দেশ করে। তিনিই শিশুর যাবতীয় চাহিদা মিটিয়ে থাকেন। এরকম যত্নের মাধ্যমে শিশুরা যে শুধু নিরাপত্তা বোধ করে তা নয় তারা এও বোঝে যে কিভাবে অন্য একজন ব্যক্তির সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করার মধ্যে দিয়ে পরিতৃপ্তি অর্জন করা সম্ভব। শিশু বয়ঃবৃদ্ধির ধারায় সমবয়স্ক সঙ্গীর সাথে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা ও মা অথবা মাতৃস্থানীয়া ব্যক্তি ছাড়া পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবেশীদের সাথে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী হয়। ফলে শিশু স্বীয় ইচ্ছায় কর্মসম্পাদন করে (Broson ,1974)।

পরিবারের আকার ও গঠন শিশুকে মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করে থাকে। বড় পরিবারে সাধারণতঃ একাধিক সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ায় মধ্যবর্তী বিরতি সংক্ষিপ্ত হয়। এ ধরনের পরিবারে মা অধিকাংশ সময় সাংসারিক কাজে ব্যস্ত থাকায় সন্তানদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অভাব দেখা যায়। সেকারণে ছোট শিশুরা মায়ের সাহচর্য তেমন উপভোগ করতে পারে না এবং এরকম বঞ্চনার জন্য শিশুরা মাকে নিবিড় ভাবে ভালবাসতে পারে না। আবার মাও সন্তানকে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারে না। মায়ের মনোযোগ ও যত্নের অভাবে এসব শিশু নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে ও তাদের কর্মচাঞ্চল্য হ্রাস পায় ফলে শিশু পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

Gewirtz (1956)-দেখেন যে পিতামাতার সাহচর্য পাবার দুষ্প্রাপ্যতা শিশুদের মধ্যে মনোযোগ পাবার উচ্চাকাঙ্খা সৃষ্টি করে বলে শিশুর মধ্যে নির্ভরশীল আচরণ বৃদ্ধি পায়। তখন শিশু বয়ঃপ্রাপ্তদের সাথে মানসিক দূরত্ব উপলব্ধি করে। যদিও সামাজিকরণ প্রক্রিয়া শিশুর অনির্ভরশীল আচরণ বৃদ্ধি করে তবুও পিতামাতার মনোভাব নিশ্চিত ভাবে স্বনির্ভর আচরণ বিকাশে প্রভাব ফেলে।

Stendler (1950) বলেন শৈশবের কিছু সংকটময় সময় থাকে যার ফলস্বরূপ অতিনির্ভরশীলতা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ এই সময় শিশুর প্রথম বছরের শেষের দিকে শুরু হয় যখন শিশুর তার মায়ের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনতে চায়, তার গুরুত্বের জন্য শিশু তার মায়ের উপর সত্যিকারের নির্ভর করতে পারে কিনা তা যাচাই করে দেখে। এই সময়ে বিচ্ছেদ শিশুর ভীতি এবং হতাশা সহ্য করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। দ্বিতীয়তঃ এই সংকটময় সময় হল ২য় ও ৩য় বৎসরের মধ্যেকার সময়। এই সময় কৃষ্টিগত চাপ শিশুর উপর অর্পিত হয় এবং মায়ের সাথে নির্ভরশীল সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়। শিশু এই সময় উদ্বিগ্নতার ফলস্বরূপ অত্যন্ত দৃঢ় ভাবে নিজেকে লুকিয়ে রাখার পদক্ষেপ নেয়। Stendler (1950) বলেন যে, ব্যক্তিত্বের অভিযোজনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার অভাব শিশুর নির্ভরশীল আচরণ বৃদ্ধি করে, পিতামাতার উৎসাহ শিশুকে নির্ভরশীল করে (Heathers , 1955 ; Beller, 1955)। আবার কিছু কিছু শিশুর মাঝে নির্ভরশীল অনির্ভরশীল

Dhaka University Institutional Repository

উভয় ধরনের আচরণ দেখা যায়। Kagan and Moss (1960) তিন এবং দশ বৎসরের শিশুদের কত ধরণের নির্ভরশীল আচরণ আছে তা দেখেন। উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নির্ভরশীল আচরণ মেয়েদের ১০ বৎসরের বেশী সময় স্থায়ী হয় তবে ছেলেদের বেলায় নয়। মেয়েদের উৎসাহিত করা হলে তারা নিষ্ক্রিয় হয় অপরপক্ষে নির্ভরশীল আচরণ পুরুষদের জন্য শাস্তিস্বরূপ। ছেলেরা শৈশবের নির্ভরশীলতা ত্যাগ করে প্রাপ্ত বয়সে মেয়েদের চেয়ে বেশী আত্মনির্ভরশীল হয়।

Marshall and McCandlessg (1957) এবং McCandless,et.al.(1961) দেখেন যে, প্রাক-স্কুলগামী শিশুদের নির্ভরশীলতা এবং দলের মধ্যে জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে নেতিবাচক সম্পর্ক বিদ্যমান। সত্যিকার অর্থে যেসব শিশু বয়ঃপ্রাপ্তদের উপর নির্ভরশীল, তাদের সাথে দলের অন্যান্যদের সম্পর্ক শিথিল থাকে। প্রাপ্তবয়স্কদের উপর নির্ভরশীলতা শিশুর দলের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক কমিয়ে দেয়, প্রাক-স্কুলকালীন সময় স্বনির্ভরতা একটি মূল্যবান বৈশিষ্ট্য। তবে বয়ঃপ্রাপ্ত সময়ে স্বনির্ভরতা ও জনপ্রিয়তা পাশাপাশি থাকে। McCord,et .al.(1962) সঙ্গীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে নির্ভরশীল শিশুদের উচ্চমাত্রার আভ্যন্তরীণ চাপ লক্ষ্য করেন। সাফল্য অর্জন এবং অর্জনের ইচ্ছা স্বনির্ভরতার সাথে সম্পর্কিত। প্রাপ্তবয়স্কদের সাহায্য এবং আবেগীয় সমর্থনের জন্য উচ্চপ্রত্যাশী নার্সারীস্কুলের শিশুরা নিম্নপ্রত্যাশি শিশুদের মত নির্ভরশীল নয় (Crandall , et . al. 1960)।

Todd and Nakamura (1970) একটি গবেষণায় দেখেন যে, প্রাপ্ত বয়স্কদের বলবর্ধকের ক্ষেত্রে নির্ভরশীল শিশুরা অনির্ভরশীল শিশুদের চেয়ে বেশী প্রতিক্রিয়া করে, বিশেষতঃ যদি এটি সমাজ অনুমোদিত হয়। Sontag ,et . al. (1958) এর মতে যেহেতু স্বনির্ভরতা নিরাপত্তার স্বাক্ষর বহন করে ফলে মা শিশুকে সৃজনশীল কাজে উৎসাহিত করেন। প্রাক-স্কুলগামী সময়ে যেসব শিশু আবেগীয় ভাবে উচ্চমাত্রায় স্বনির্ভর তাদের ওজন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। শিশু যদি মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ও স্নেহপরায়ণ পরিচর্যাকারীর সান্নিধ্য না পায় তবে তার মনে নিরাপত্তার অভাববোধ জাগে। নিরাপত্তার অভাববোধ ব্যক্তিত্ব বিকাশকে বিঘ্নিত করে যা পরবর্তীকালে অপঅভিযোজনের কারণ হয়। আবার সে শিশু মা থেকে বিচ্ছিন্ন শিশুদের মতো নিরাপত্তাহীনতা বোধের শিকার হয়। এ ছাড়াও মায়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ও সম্পর্ক যে মনে কত আনন্দের সঞ্চার করতে পারে তাও তারা উপলব্ধি করতে

পারে। এরকম শিশু বড় হলে অন্যদের সাথে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে না এবং অপযোজিত হয় ফলে স্বাবলম্বী আচরণ বিকশিত হয় না।

প্রাক-বিদ্যালয় শিশুর বয়ঃপ্রাপ্তির সাথে সাথে পরিবারের সবার সাথে ঘনিষ্ঠতা কমতে থাকে যা মানসিক দিক থেকে শিশুর জন্য ক্ষতিকর। কারণ তাদের প্রতি বয়স্কদের মনোযোগ যে কমে যাচ্ছে ও তারা তাদের সাথে আগের মতো ব্যবহার করছে না শিশুরা তা বুঝতে পারে। এর ফলে শিশুরা নিজেদের অনাদৃত ও অবহেলিত মনে করে যা পরবর্তীকালে তাদের মনে নিরাপত্তার অভাববোধ জাগিয়ে তোলে যা তাদের পরনির্ভরশীল করে তোলে।

অনেক সময় সন্তানের যে কোন প্রতিক্রিয়াকে দ্ব্যর্থহীন ভাবে স্বীকৃতি জ্ঞাপন অথবা মা-বাবা হিসেবে নিজেকে অযোগ্য মনে করার ফল হিসেবে মা-বাবা অসঙ্গতিপূর্ণ পন্থায় শিশুকে লালন পালন করেন। এরকম প্রক্রিয়ার শিশুরা কিছু শেখার জন্য খুব সামান্য নির্দেশনা পায়। ফলে শিশুর পক্ষে সমাজ নির্ধারিত আচরণ শিখতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। আবার পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে যেসব মা-বাবা আনন্দ পান না অথবা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে সহজ দাম্পত্য জীবন যাপন করে না , কখনো কখনো তারা শিশুকে নির্যাতন করে ব্যক্তিগত অসন্তোষ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এরকম অসুখী পারিবারিক পরিবেশে শিশু অবহেলিত হয় অথবা সবসময় তিরস্কৃত হয়। সাধারণতঃ এক বছর বয়স্ক সন্তানের চেয়ে দু'বছরের শিশু বেশী নির্যাতিত হয়। কারণ দু'বছরের সন্তানকে সামলানো বেশ কষ্টকর হওয়ায় নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের চাপা অসন্তোষের শিকার হয়।

Symonds (1977) ৩২ জন স্নেহে পালিত শিশু ও ৩২ জন স্নেহ বঞ্চিত শিশুর মধ্যে নিরীক্ষা করে দেখেন যে, স্নেহেপালিত শিশুরা সামাজিক, মিশুক, বন্ধু ভাবাপন্ন, সৎ ও প্রফুল্ল হয়, তারা ভাবাবেগে ভেঙ্গে পড়ে না ও স্বাবলম্বী হয়। অপর দিকে স্নেহ বঞ্চিত শিশুরা খুব ভাবাবেগ সম্পন্ন, চঞ্চল হয়, সাধারণ ভাবে তারা কর্তৃপক্ষের শাসন মানে না এবং সামাজিক আইন কানুন ও রীতিনীতির অনুশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, তারা মিথ্যা কথা বলে, বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়, চুরি এবং ঝগড়া-ঝাঁটিতে মেতে থাকে এবং পরনির্ভরশীল হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ছোট শিশুদের মধ্যে আবেগ ও স্নেহ-মমতার আধিক্য দেখা যায়। ফলে যখন তখন আবেগ নিয়ন্ত্রণে অক্ষম শিশুরা মানসিক ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলে। সেজন্য এ সময় তাদের সঙ্গদান অথবা শান্ত করতে বেশী বেগ পেতে হয়। সাধারণত: শিশুরা আড়াই বছর থেকে সাড়ে তিন বছর ও সাড়ে পাঁচ বছর থেকে সাড়ে ছয় বছরের মধ্যে আবেগীয়ভাবে বেশী নির্ভরশীল হয়। এ বয়সী শিশু আত্মীয়স্বজন অথবা পরিচর্যাকারীর চেয়ে মা-বাবার সান্নিধ্যে অনেক বেশী নিরাপদবোধ করে ও আনন্দ পায়। মা-বাবার সাথে সুসম্পর্কের অভাব শিশুর জীবনকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে। মূলতঃ মা এমন একজন ব্যক্তি যার উপর শিশু সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। অতপর তার সাথে ভালবাসার সম্পর্ক সুদৃঢ় না হলে তা অবর্ণনীয় মানসিক দুঃখ দূর্দশার কারণ হয়ে পড়ে।

Hurlock (1978) এর মতে শিশুর দু'বছর হলে ভাই বোনের সাথে নিবিড় সম্পর্ক শিথিল হয়ে আসে, শিশুর ভাইবোনের সাথে সম্পর্ক তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণ বিকাশের উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে, অন্য শিশু যেভাবে নিজেকে মূল্যায়ন করে শিশুও ঠিক সে ভাবে নিজেকে মূল্যায়ন করে। অন্যোরা তাকে যেভাবে দেখছে ঠিক সেভাবে নিজেকে চিনতে শেখে। বড় ভাই-বোনকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে ছোট শিশুটি তাদের গুণাগুণ অনুসরণ করে দলের কাছে গ্রহণযোগ্য ছেলে অথবা মেয়ের উপযোগী আচরণ করতে শেখে পরবর্তীতে পরিবারের সকল শিশুই নিজ নিজ লিঙ্গ, বয়স ও জন্মক্রম অনুযায়ী নির্ধারিত আচরণ করতে শিখে, যা সামাজিকরণ প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। কারণ এ জাতীয় শিক্ষা শিশুকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে এবং সমবয়সীদের দলে বিশেষ মর্যাদা যেমনঃ নেতৃত্ব বা অনুগামিতা অর্জনে সহায়ক। দৈনন্দিন জীবনে পরিবারের সদস্যদের সাথে প্রতিনিয়ত আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর স্বাবলম্বী আচরণের বিকাশ ঘটে। শিশু বুঝতে শিখে কোন কাজটি তার করা উচিত বা কোনটি করা উচিত নয় অর্থাৎ পরিবারের সদস্যদের প্রভাবেই শিশুর অভ্যাস, মনোভাব, আগ্রহ, মূল্যবোধ, ব্যক্তিত্ব তথা সামাজিক সত্ত্বাও বিকাশ লাভ করে। Sears (1957) তার একাত্মী ভবনের নির্ভরশীলতা মতবাদে বলেন যে, শিশু (পর্যবেক্ষণকারী) মডেলের উপর নির্ভরশীল হয় বলেই একাত্মীভবন ঘটে। শিশু তার চাহিদা নিবৃত্তির জন্য মায়ের উপর নির্ভরশীল থাকে বলে মায়ের আচরণ বা কাজ শিশুর কাছে বলবর্দ্ধক স্বরূপ, মা যদি মাঝে মাঝে স্নেহ প্রদর্শন না করেন বা শিশুকে বলবর্দ্ধক থেকে বঞ্চিত রাখেন তাহলে শিশুর নির্ভরশীলতা আরো বৃদ্ধি পায়। মায়ের অবর্তমানে শিশু তার মত আচরণ করে সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে। Sears এর মতে শিশুর

Dhaka University Institutional Repository

একাত্মীভবনের প্রবণতা সর্বাধিক বৃদ্ধি পায় তখনই যখন শিশু তার আদর্শ প্রতীকের কাছ থেকে মাঝে মাঝে স্নেহ ভালবাসা বঞ্চিত হয়, কারণ এই সাময়িক স্নেহ ভালবাসার অনুপস্থিতি শিশুকে তার আদর্শ প্রতীকের আচরণ অনুকরণ করে তা থেকে সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দেয়।

এছাড়া ভগ্ন পরিবারের সন্তানরা সর্বদা বঞ্চিত হয় ফলে সে ঘরের সন্তানদের সমঝোতা খুব একটা ভাল হয় না এবং এরা স্বনির্ভর হতে পারে না (Combs and Snygg , 1959)। আবার মা অথবা বাবা যেকোন একজনের বহুদিন ধরে অনুপস্থিতি পরিবারে অশান্তি আনে এবং সন্তানকে স্নেহভালবাসা থেকে বঞ্চিত করে। বঞ্চিত শিশুর মধ্যে একাধারে শারীরিক, মানসিক এবং প্রক্ষোভিক নির্ভরশীলতা দেখা দেয় যা সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত (Hurlock , 1959)।

অপর পক্ষে সহজ, সরল ও আনন্দঘন পারিবারিক সম্পর্ক শিশুকে সুস্থ, আত্মসচেতন এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলে। অর্থাৎ শিশু যদি স্নেহ ভালবাসায় বড় হয় তার মাঝে আত্মবিশ্বাস জন্মে। বিশেষতঃ প্রাক-বিদ্যালয় বয়সে শিশুদের মধ্যে লিঙ্গ সনাক্তকরণের যে প্রবণতা শুরু হয় তা বিদ্যালয়গামী বয়সে তথা শৈশবে পরিবর্ধিত হয়ে থাকে। শিশুর কিছু প্রেষণা ও আত্মরক্ষামূলক প্রতিক্রিয়া এই বয়সে ক্রমশ শক্তিশালী হতে থাকে যা শিশুর ভবিষ্যত আচরণকে নির্দেশ করে।

১.১১ শিশুর প্রাক্ষোভিক বর্ধন ও স্বাবলম্বী আচরণ

সামাজিক বর্ধনের ন্যায় প্রাক-স্কুল বয়সে শিশুর প্রাক্ষোতিক বর্ধন সম্পন্ন হয়। আবেগ নিয়ন্ত্রণ একটি কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, আবেগ হচ্ছে মানুষের মনের একটি অবস্থা যা বিভিন্ন ভাবে শারীরিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। শিশুর মাঝে আবেগ সুখকর বা দুঃখজনক হয়ে ধরা দেয়। শিশুর রাগ, ক্রোধ, ভয়, হিংসা, কৌতুহল, ভালবাসা, হাসি কান্না এসমস্তই আবেগের আওতাধীন।

রাগ যেকোন বয়সের লোকের জন্য স্বাভাবিক। তবে শিশুরা এই রাগ সাধারণতঃ বড়দের অনুকরণের মাধ্যমে অর্জন করে বা শিশু বঞ্চিত হবার ফলস্বরূপ অর্জন করে। অতএব রাগের প্রধান কারণ হচ্ছে মানুষের হতাশা, দুই তিন বৎসরের একটি শিশু যেমনি বড়দের সাথে সমপর্যায়ে তার অধিকার আদায়

Dhaka University Institutional Repository

করতে পারেনা তেমনি ভাবাগত দূর্বলতার কারনে নিজের অসুবিধাও জানাতে পারেনা, ফলে বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে তার হতাশা কমে আসে এবং নিজেকে অন্যদের সাথে খাপখাওয়ানোর মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলে, পূর্বের ন্যায় চিৎকার করা, লাথি মারা, কামড় দেওয়ার মত নির্ভরশীল আবেগের পরিবর্তে চিন্তার মাধ্যমে নিজেই সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নেয়।

ভীতি বা উদ্বেগ সাধারণত অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার কারণেই অনুভূত হয়। অপরিচিত পরিবেশ বা ব্যক্তি ছোট শিশুকে ভীত করে, বছর খানেক বয়স হতে বিভিন্ন ভয় জাগানো উদ্দীপক শিশুকে প্রভাবিত করে। বুদ্ধি বিকাশের সাথে শিশু বস্তু, পরিস্থিতি এবং ব্যক্তির মধ্যে হুমকির বা অনিশ্চতার আভাস উপলব্ধি করতে শেখে। শিশু পরোক্ষ অভিজ্ঞতা, অনুকরণ ও কাল্পনিকভাবে ভয় অর্জন করে। ২½ থেকে ৩ বছরের শিশুর মধ্যে ভয় ভীতি বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ অপরিচিত ব্যক্তি, জীবজন্তু এবং পরিবেশ শিশুর ভয়ের উল্লেখযোগ্য কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একটু বড় শিশুদের বেলাতে সামাজিক বিষয়াদি যেমন: খেলার প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়ার ভয়, পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার ভয় ইত্যাদি উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার রূপ নেয়। ৫-৬ বছরে শিশু দেহ ভিত্তিক হতে বাস্তব এবং ক্রমশ কাল্পনিক বস্তুকে ভয় করতে শেখে। প্রাক-স্কুলগামী শিশুদের মধ্যে আঘাতের ভয় ও মৃত্যুর ভয় দেখা যায়। বয়স বৃদ্ধির সাথে তার মানসিক বিকাশ ঘটে, ফলে শিশু অনেক কিছু উপলব্ধি করার ক্ষমতা অর্জন করে। সম্ভাব্য বিপদের কথা ভেবে ভীত হয়। একটু বড় শিশুর আবেগ অনুভূতি ততটা প্রকাশ পায় না, শিশু ভয় পেলেও ছোট শিশুর মত পালিয়ে যায় না বা কেঁদে ফেলে না। ক্রোধ এবং ভীতি এ দুটো অনেক দিক দিয়ে পরস্পর সম্পর্কিত, ক্রোধ এবং আগ্রাসনকে ঢাকবার জন্য উদ্বেগ এবং ভীতি কাজ করে যেমন: ক্রোধের বশে শিশু কোন অন্যায় কাজ করলে পরবর্তীতে শাস্তির জন্য ভয় পায়।

শিশুরা বাবা-মাকেও ভীতি সঞ্চারের উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করে। তারা মা-বাবা যা ভয় পায় তা অনুকরণ করে আবার বাবা-মা ভীতিও শিশুকে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে ভীত করে। তাই শিশুর মনে সাহস সঞ্চয় করতে হলে, শিশুকে সাহায্য করতে হবে এবং শিশুর ভয়-ভীতি দূর করতে উৎসাহ দিলে তার মনে আস্থাবোধ জন্মাবে, যা ভবিষ্যৎ এর উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা মোকাবেলায় সহায়ক হবে। শিশুর ভয় ভীতি শিশুকে স্বীয় কাজ থেকে দূরে রাখে ফলে শিশু কৃতকর্তব্য থেকে বিরত থাকে। ধীরে ধীরে শিশু পরনির্ভরশীল হয়ে পরে।

Dhaka University Institutional Repository

অনেক সময় ভাই বোনদের মধ্যে বয়সের পার্থক্যের জন্য হিংসার সৃষ্টি হয়। ছোট জনকে আদর, আহলাদ দেওয়াতে বড় জন ক্ষুব্ধ হয় আবার বড় জনকে অনুমতি দিলেও ছোট জন হিংসায় ভোগে। পরিবারে কোন সন্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করলে অন্য সন্তানেরা হিংসান্বিত হয়। Schachter (1959) এর মতে প্রথম শিশু বেশী আদর পায় সে অত্যন্ত উদগ্রীব ও নির্ভরশীল হয়, কিন্তু পরবর্তী শিশুরা হয় কলহপ্রিয়, হিংসুটে এবং স্বনির্ভর। পরিবারের প্রথম শিশু পরবর্তী শিশু অপেক্ষা অনুগত হয়।

আদর, স্নেহ, মমতা, ইত্যাদি প্রীতিকর অনুভুতি শিশু তার পরিজনদের আদর স্নেহের মধ্য দিয়ে শিখে। একটু বড় হলে শিশু অন্য ছোট বাচ্চাকে কোলে নিতে, আদর করতে, মমতা করতে সচেষ্ট হয়। যেসব বড়রা শিশুর ইচ্ছা পূরণ করেন শিশুকে আদর স্নেহ করেন স্বাভাবিকভাবেই শিশুরা তাদের প্রতি প্রীত হয় ও শিশুর মনে নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাবোধ জন্মে। ছোট শিশু প্রথমে তার মাকে ভালবাসে ক্রমে পরিবারের অন্যান্য সদস্য যারা শিশুকে আদর স্নেহ করেন শিশু তাদেরকেও ভালবাসতে শেখে। শৈশবকালের স্নেহ-মমতা সামাজিক সম্পর্কের বিকাশের সাথে প্রসারিত হয়। শিশু যাদেরকে ভালবাসে তাদের কথায় ও কাজে আস্থাশীল হয় ও তাদের প্রতি অনুগত হয়। সংরক্ষনশীল বাবা-মার ছেলেমেয়েরা সাধারণত স্বার্থপর ও নিজের সুখ, সুবিধা-অসুবিধার প্রতি সজাগ থাকে। এ ধরণের ছেলেমেয়েরা আত্মকেন্দ্রিক হয় এবং অন্যকে দেওয়ার আনন্দ হতে বঞ্চিত হয়। প্রতিষ্ঠানে পালিত শিশুদের মধ্যে এই জাতীয় আবেগের অভাব থাকে, ফলে তাদের মধ্যে মনোযোগ আকর্ষণের মত নির্ভরশীল আচরণ দেখা যায়।

এসব শিশুকে সাধারণত অসুখী ও পরনির্ভরশীল মনে হয়। আবার যেসব শিশু মা-বাবার কাঙ্ক্ষিত নয় মা-বাবা সেসব সন্তানকে হয় পরিত্যাগ করেন নয়ত অবহেলা করেন, অথবা যেসব শিশু মা-বাবার প্রত্যাশা পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয় তারাও প্রতিষ্ঠানে প্রতিপালিত শিশুদের মতো মানসিক বঞ্চনার শিকার হয়। এদের ব্যক্তিত্ব ও আচরণের বৈশিষ্ট্য ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে পারিপার্শ্বিকতার কারণে নয় বরং যত্ন ও পরিচর্যার ধরন সেজন্য দায়ী। বস্তুতঃ মায়ের উপেক্ষা বা অবহেলা শিশুর মধ্যে স্নেহহীন প্রভাব ফেলে (Jacob, 1976)। প্রভূত্বব্যঞ্জক মনোভাবাপন্ন মা-বাবার সন্তান বেশী বদমেজাজী হয় এবং আবেগীয় ভাবে নির্ভরশীল হয় (Escalona,1953)।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং বলা যায় যে শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে আবেগ বিশেষ ভূমিকা রাখে, ইতিবাচক আবেগ শিশুকে স্বাচ্ছন্দ্য দান করে এবং নেতিবাচক আবেগ শিশুর মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। তবে একথা স্বীকার্য যে, আবেগ শিশুকে ভুল-শুদ্ধ, ন্যায়-অন্যায় উপলব্ধির মাধ্যমে স্বীয় কর্মের প্রতি অনুপ্রাণিত করে অর্থাৎ স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে।

১.১২ শিশুর লিঙ্গভেদে স্বাবলম্বী আচরণের প্রভাব

শিশুদের জীবনে লিঙ্গ নির্ধারিত ও সমাজস্বীকৃত ভূমিকা পালন জন্মলগ্ন থেকে শুরু হয় বলা চলে। এক বছর পূর্ণ হওয়ার অনেক আগে থেকেই লিঙ্গ নির্ধারিত ভূমিকার স্বীকৃতি স্বরূপ ঘরদোর সাজান ও পোশাক পরিচ্ছেদে পার্থক্য বিরাজ করে যেমন: ছেলেদের জন্য রাম্পার ও মেয়েদের জন্য ফ্রক তৈরী করা হয়। এর পরে রয়েছে খেলার সামগ্রী নির্বাচন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শিশুর প্রতি মা-বাবা ও অন্যান্য নিকট আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য (Will,et..al.1976)। উদাহরণস্বরূপঃ মোটরগাড়ী ইত্যাদি খেলনা দিয়ে কন্যাকে খেলতে দিলেও এসব সামগ্রী সাধারণত ছেলেদের খেলার সামগ্রী হিসাবে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে, মেয়েলী খেলনা যেমন পুতুল অথবা পুতুলের পোশাক খাট পালঙ্ক ইত্যাদি কখনই ছেলেদের কিনে দেওয়া হয় না (Etaugh,et.al. 1975)। আরও দেখা যায় যে দু'বছরের ছেলে সন্তানকে গল্প শোনানোর সময় এমন গল্প নির্বাচন করা হয় যেখানে পুরুষ চরিত্র বা বীরত্বের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু কন্যা সন্তানের জন্য গল্প নির্বাচনের সময় তেমন কোন সতর্কতা অবলম্বন করা হয় না (Fein,et.al.1975)। যদি সন্তানটি কন্যা হয় তবে দ্বিতীয় বছরে পরনির্ভরশীলতা প্রদর্শন করলে সকলেই খুশী হবে ও তাকে উৎসাহিত করবে। কিন্তু পুত্র সন্তানের পক্ষে পরমুখাপেক্ষিতা প্রদর্শন তেমনভাবে স্বীকৃতি অর্জন করবে না (Marcus, 1975)।

বড় হলে শিশুদের যখন নার্সারীস্কুলে পাঠানো হয় তখন গৃহে লিঙ্গ নির্ধারিত ভূমিকা পালনের অভিজ্ঞতা সেখানকার শিক্ষক ও অন্যান্য পরিচর্যাকারীর সান্নিধ্যে আরও শক্তিশালী হয়। ফলে শৈশবে পদার্পণ করলে সমাজ স্বীকৃত লিঙ্গ-নির্ধারিত আচরণ সম্পর্কে শিশুদের কোন ধারণা না থাকলেও

Dhaka University Institutional Repository

দু'বছর বয়সে প্রতিষ্ঠিত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে এরা ছেলে বা মেয়ের উপযুক্ত আচরণ করে। লিঙ্গ নির্ধারিত ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন ধারণা না দিয়েই বিশেষ বিশেষ আচরণ শিখতে উৎসাহিত করা হয়। সে কারনে ছেলে অথবা মেয়ে কখনো কখনো যথার্থ আচরণ করতে পারে আবার কখনো কখনো এর ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়।

লিঙ্গ নির্ধারিত পন্থায় আবেগ প্রকাশের সামাজিক প্রত্যাশার কারণে ছেলে ও মেয়ের আবেগের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হয়। ছেলেদের বদমেজাজ সবার স্বীকৃতি অর্জন করে, সেজন্য শৈশবে মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা বেশী মেজাজ দেখায়। অন্যদিকে ভয়, ঈর্ষা, ভালবাসা প্রদর্শন ইত্যাদি প্রবণতা পুরুষ সুলভ বৈশিষ্ট্য হিসাবে স্বীকৃত নয় বলে মেয়েদের মধ্যে এসব প্রবণতার আধিক্য দেখা যায় (Croake , 1969)। প্রাক-শৈশব পর্যায়ের চরম নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি পেয়ে প্রাক-স্কুলগামী শিশু নিজেদের জানতে চায়। শিশু ১/২ বৎসর বয়সে সমান্তরাল খেলা শুরু করে এবং আত্মকেন্দ্রিক হয়। সঙ্গীদের সাথে মিলে মিশে খেলাধুলা করার সাথে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার প্রবণতা কমে আসে।

প্রাক-বিদ্যালয় বয়সে ছেলেদের পোশাকের প্রতি আগ্রহ ও মেয়েদের আগ্রহের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও আগ্রহের মাত্রার পার্থক্য বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। উদাহরণস্বরূপ: ছেলেরা ছেলেদের উপযোগী পোশাক হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে খুব আগ্রহী হতে পারে, বিপরীতভাবে মেয়েদের মধ্যে নিজেদের পোশাক পরিচ্ছদের রং ও অভিনবত্বের প্রতি বিশেষ মনোযোগ লক্ষ্য করা যায়। সেজন্য শৈশবের প্রাথমিক পর্যায়কে ছেলেমেয়ের যথোপযুক্ত আচরণ শেখার একটি সংকটময় বয়স হিসাবে গণ্য করা হয়।

শিশুদের আচরণধারা বিকাশের এ পর্যায়ে আশা করা হয় যে তারা ছেলে কিংবা মেয়ের নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনের দুটি দিকে সাফল্য অর্জন করবে। অর্থাৎ কিভাবে ছেলে অথবা মেয়ে হিসাবে নির্দিষ্ট আচরণ করবে তা শিখবে। একই সাথে তাদের এও অবশ্যই বুঝতে হবে যে সমাজে স্বীকৃতি অর্জন করতে হলে ছেলে অথবা মেয়ের নির্দিষ্ট ভূমিকা সম্বন্ধে সামাজিক বদ্ধমূল ধারণা অনুযায়ী আচরণ করতে হবে। এ রকম যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হলে পরবর্তী সামাজিক জীবনে বিশেষ গুরুত্ব বহনকারী সমবয়সীদের দলে সঙ্গতি রক্ষা করা শিশুর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পরে।

পুরুষ ও মহিলা শব্দ দুটি যে যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তারই সমষ্টি হচ্ছে এ জাতীয় পূর্ব-নির্ধারিত ধারণা। একটি ছেলে অথবা একটি মেয়ে বললে একটি নির্দিষ্ট চেহারা সম্পন্ন ও নির্দিষ্ট দৈহিক গঠনের অধিকারী ব্যক্তিকে বোঝায়। উপরন্তু প্রাপ্ত বয়সে বিশেষ ধরনের পোশাক পরিচ্ছদ, কথাবার্তা, আচরণ ধারা, বিপরীত লিঙ্গভূক্ত সদস্যদের সাথে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বনে জীবিকা নির্বাহ ইত্যাদি আচরণধারাও এ জাতীয় অর্থের পরিচায়ক (Williams , et .al. 1975)।

শিশুরা স্ত্রী-পুরুষের জন্য পূর্ব-নির্ধারিত ভিন্ন ভিন্ন আচরণ শিখবে না বৈষম্যহীন প্রতিক্রিয়া করতে শিখবে তা নির্ভর করবে বাড়ীতে তারা যে শিক্ষা ও সুযোগ পাবে তার উপর। মা-বাবা যদি সমাজে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী আচরণ করেন ও মনে করেন যে এ রকম আচরণ করতে শিখলে সন্তান সন্ততিরা সামাজিক জীবনে সুখী হবে তবে তারা আদর্শ নারী-পুরুষের মতো আচরণ করে তাদের সামনে আদর্শ নমুনা তুলে ধরার প্রয়াস পান। পরিবার থেকে নারী পুরুষের প্রচলিত বৈশিষ্ট্যগুলো জানার পরে শিশুরা বাইরের জগতের সংস্পর্শে এলে আরো অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেমন স্কুল, শিশু-পরিচর্যা কেন্দ্র ও বন্ধুর বাড়ীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য থেকে বুঝতে পারে যে স্ত্রী-পুরুষের আচরণ সব সময় এক রকম হয় না।

শিশুরা পূর্ব নির্ধারিত চিরাচরিত আচরণ কিম্বা বৈষম্যহীন আচরণ যে রকম আচরণ করতে শিখুক না কেন ছেলে ও মেয়ের জন্য নির্দিষ্ট বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য একই বয়সে অর্জন করতে পারে না। বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে ছেলে ও মেয়েদের নির্দিষ্ট আচরণ সম্পর্কে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের ফল হিসাবে বাধাধরা ধারণার উদ্ভব হয়।

প্রাক-স্কুলগামী শিশুরা বিভিন্ন উপায়ে এসব নির্ধারিত আচরণ শিখলেও তারা কেন এ ধরনের আচরণ করবে তা আগে থেকেই বোঝা যায়। প্রথমে তারা বুঝতে পারে যে কিছু সংখ্যক শিশুকে মেয়ে ও কিছু সংখ্যক শিশুকে ছেলে বলা হয়। একই ভাবে সমাজে কোন কোন বয়স্ক ব্যাক্তি মহিলা ও বাকী অংশ পুরুষ নামে চিহ্নিত হয়। সাথে সাথে তারা নিজেদের ছেলে অথবা মেয়ে হিসাবে সনাক্ত করতে শেখে। এর পরে শিশুরা কোন কোন জিনিস যেমন, পোশাক, বইপত্র ও খেলার সরঞ্জাম মেয়েদের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য নির্দিষ্ট আর কোন কোনটি ছেলেদের উপযোগী তা বুঝতে শেখে। ক্রমে তারা অনুধাবন করে যে মেয়েদের এমন কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে ও মেয়েরা এমন কতকগুলো আচরণ করে যা ছেলেদের মধ্যে দেখা যায় না। এভাবে শৈশবে ছেলে ও মেয়ের জন্য নির্দিষ্ট আচরণধারা সম্বন্ধে প্রায় সব শিশু সুস্পষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করে (William , 1974; Kuhn, et. al. 1978)।

এ রকম প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণ ছাড়াও অপ্রত্যক্ষ পন্থায় শিশুদের নির্দিষ্ট আচরণ করতে শেখানো হয়। যে সব আচরণ ছেলেদের উপযোগী, অভিভাবকেরা মেয়ে সন্তানকে সে সব আচরণ করা থেকে বিরত রাখেন। যেমন: মেয়ে তার ভাই অথবা ছেলে বন্ধুর সাথে খেলতে চাইলে অভিভাবক তাকে মেয়েদের উপযোগী খেলনা নিয়ে খেলতে বলেন। শৈশবে মা-বাবা ও অন্যান্য বয়স্ক আত্মীয়স্বজন প্রধানতঃ শিশুদের ছেলে অথবা মেয়ের নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করতে শেখান। বিদেশে নার্সারীস্কুল ও শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রে আগত শিশুদের শেখানোর দায়িত্বে নিযুক্ত থাকেন শিক্ষকমন্ডলী অথবা পরিচর্যাকারী।

কিন্ডারগার্টেনের শিশুদের কর্মকান্ড লিঙ্গানুযায়ী প্রতিক্রিয়ার সূচনা নির্দেশ করে। স্কুল পরিবেশে ছোট ছোট মেয়েদের গৃহ পরিচালনার সাজ সরঞ্জাম নিয়ে খেলতে উৎসাহিত করা হয়। আর ছেলেদের ব্লক ও ট্রাক জাতীয় মোটর গাড়ীর দিকে এগিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে স্কুলের খেলাধুলা ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য উপেক্ষা না করে বরং তা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে (Bernstein, 1976)। শ্রেণীকক্ষের বাইরে ছেলে ও মেয়ের খেলাধুলার পার্থক্য নির্দেশ করতে যেয়ে তিনি আরো বলেছেন যে, ছেলে ও মেয়ে ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় অবসর বিনোদন করে যেমন: অবসর সময়ে ছেলেদের বল ও ব্যাট নিয়ে কিভাবে খেলতে হয় তা শেখান হয়। কিন্তু অবসর বিনোদনের উপায় হিসাবে মেয়েদের দড়ির সাহায্য লাফালাফি করতে বলা হয়।

প্রাক-স্কুলগামী শিশু মেয়ে অথবা ছেলের ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করতে শেখে। এ বয়সে শিশুরা যে শুধু দলের কাছে কোন কোন লিঙ্গ নির্দিষ্ট আচরণ স্বীকৃতিলাভ করবে তা বুঝতে পারে তা নয় প্রচলিত নিয়মে যথোপযুক্ত আচরণও করতে শেখে। মেয়েরা ছেলেদের শক্তিশালী, বুদ্ধিমান ও যে কোন কাজ করতে পারে বলে মনে করে। ছেলেরা মনে করে যে মেয়েরা ছেলেদের কাছে তাদের

Dhaka University Institutional Repository

পছন্দনীয় এমন খেলা খেলতে চাইবে না। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে ছেলে শিশু আর মেয়েদের সাথে খেলা করতে চায় না (Fischer and Torney, 1976 ; William , et .al . 1975)।

এ বয়সে শিশুরা বাইরে অন্যান্য শিশুদের সাথে খেলাধুলা শুরু করলেও পরিবারের কাছ থেকে প্রধানত: সামাজিক আচরণের কৌশল শেখে। অন্যান্য শিশুর চেয়ে পরিবারের সদস্যদের সান্নিধ্যে শিশু বেশী সময় অতিবাহিত করে বলেই যে এরকম আচরণ করতে শেখে তা নয়। বরং অন্য ব্যক্তির সাথে যেরকম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হয় মা-বাবা ভাই-বোনদের সাথে শিশু তার চেয়ে অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ ও স্নেহের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় বলেই এরকম হয়। তাই অন্যান্য সামাজিক প্রভাবের চেয়ে এরকম নিবিড় ও মধুর সম্পর্কের প্রভাব অনেক শক্তিশালী। শিশুর জীবনে লিঙ্গ নির্ধারিত আচরণ কিরূপ হবে তা নির্ভর করে পরিবারের সাথে শিশুর কিরূপ নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তার উপর।

মা-বাবার সাথে শিশুর সম্পর্কের মূলে রয়েছে মা-বাবার কাছ থেকে নিশ্চিত স্বীকৃতি ও নিরাপত্তার আশ্বাস। এই দুটি ক্ষেত্রে ফাঁক দেখা গেলে এ বয়সে শিশুর আকাঙ্খিত স্বীকৃতি ও নিরাপত্তা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কোনো পরিবারে মেয়ে শিশু যদি বুঝতে পারে যে মা-বাবা ছেলেদের বেশী প্রাধান্য দিচ্ছেন তখন তারা এর বিরোধিতা করে।

ছেলেদের ক্ষেত্রে অনুকরণযোগ্য একজন বাবার অভাব হলে অথবা বাবার সাথে ছেলের স্নেহের সম্পর্ক না গড়ে উঠলে শিশুর মানসিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় শিশু মায়ের গুণাবলী অনুকরণ করতে থাকে। জন্মের পর থেকে শিশুরা যে ছেলে অথবা মেয়ের উপযুক্ত আচরণ করতে শিখে সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই, তবে প্রাক-স্কুল বয়সে এ অভিজ্ঞতা অর্জনের পথে নতুন কিছু শক্তির প্রভাব বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রচার-মাধ্যমগুলোও ছেলে অথবা মেয়ের লিঙ্গ-নির্ধারিত আচরণ শিখতে সাহায্য করে। এ প্রসঙ্গে টেলিভিশনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Nolan, et.al. (1977) বলেছেন যে, সমাজ মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের বেশী মর্যাদা দেয় তা সবার অলক্ষ্যে টেলিভিশন দেখে বড় ছেলে-মেয়ে বুঝতে শেখে। পাঠ্যবই অথবা গল্পের বইয়ে বর্ণিত কাহিনী থেকে তারা বোঝে যে পুরুষ এবং মহিলা চরিত্রকে ঘিরে কাহিনী আবর্তিত হলেও সেখানে পুরুষ চরিত্র প্রধানতঃ ঘটনা পরিচালনা করছে (Heshusiusgilsdorf and Gilsderf , 1975)।

Dhaka University Institutional Repository

শৈশবে ছেলেমেয়েরা দলীয় চাপের মাধ্যমে নারী অথবা পুরুষসুলভ আচরণ করতে শেখে। দলীয় স্বীকৃতি লাভের জন্য ছেলে-মেয়ের জীবনে সঙ্গীসাথীর বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও আচরণধারা অনুকরণ আবশ্যক। এর অর্থ হচ্ছে ছেলে অথবা মেয়েদের আচরণ সম্বন্ধে দলে যে ধারণা প্রচলিত তাকেই তারা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে এবং একটি ছেলে অথবা একটি মেয়ে হিসাবে অন্যান্যরা যে মনোভাব পোষণ করে তারাও সেভাবে অন্যান্য ছেলে অথবা মেয়েদের দেখে। স্কুলে ভর্তি হওয়ার সাথে সাথে গৃহে ছেলেমেয়ের জন্য চিরাচরিত বৈষম্যমূলক বা সমলিঙ্গভিত্তিক যে কোন ভূমিকা পালনের বিধান থাকুক না কেন এ বয়সে ছেলে-মেয়ে সে অনুযায়ী আচরণ করে। অবশ্য স্কুলে এসে সহপাঠীদের সাথে মেলামেশা করে এবং উপরে বর্ণিত দলীয় মনোভাব ও আচরণের আদর্শ বুঝতে পারায় তারা লিঙ্গ নির্ধারিত চিরাচরিত ভূমিকার পরিবর্তে সমলিঙ্গ ভিত্তিক ভূমিকা পালন করে অথবা উল্টোটিও হতে পারে।

শিশু শ্রেণীর পড়াশুনা শেষ হওয়ার আগেই শিশুরা ছেলে অথবা মেয়ে হিসাবে সমাজের প্রত্যাশা বুঝতে শেখে। উদাহরণস্বরূপঃ সবাই মনে করে যে, স্কুলের পড়াশুনায় মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা বেশী কৃতিত্ব অর্জন করতে শিখবে, এবং তাদের বেশী মর্যাদাপূর্ণ পেশা গ্রহণ করতে হবে (Hewitt, 1975; Barnett ,1975 ; Dinkmeyer and Dinmeyer, 1976) ।

এ প্রসঙ্গে Bacon and Lerner (1975) মন্তব্য করেছেন যে, খুব অল্প বয়সেই মেয়েদের মধ্যে নারীর ভবিষ্যত বৃত্তি সম্পর্কে সমাজের বদ্ধমূল ধারণা গড়ে ওঠে। প্রাক-স্কুল সময় থেকেই মেয়েরা বুঝতে পারে যে, কোন কোন পেশা শুধু ছেলেদের উপযুক্ত এবং কোন কোন পেশা মেয়েরা গ্রহণ করতে পারে।

ছোটবেলা থেকেই মেয়েরা নিজেদের যোগ্যতাকে অবমূল্যায়ন করতে শেখে। অতএব যোগ্যতার তুলনায় তারা যে অনেক কম কৃতিত্ব অর্জন করবে সেটি খুবই যুক্তিসম্মত। এজন্য দেখা যায় যে, ছেলেদের সাথে লেখাপড়াও খেলাধুলা করতে যেয়ে মেয়েরা অনেক পিছিয়ে পড়ে। যোগ্যতার তুলনায়

Dhaka University Institutional Repository

কম পরিশ্রম করা ক্রমশ একটি অভ্যাসে পরিণত হওয়ায় সব সময়ই মেয়েরা কম কৃতিত্ব অর্জন করে (Manes and Melnyk , 1974 ; Barnett , 1975)।

ছেলে-মেয়ের নির্দিষ্ট আচরণ করতে শেখার মধ্যে দিয়ে দুই শ্রেণীর মধ্যে শত্রুতার মনোভাব জন্মে। যখন ছেলেদের ধারণা দেওয়া হয় যে তারা মেয়েদের চেয়ে উন্নত শ্রেণীর ব্যক্তি তখন ছেলেরা মেয়েদের প্রতি অবমাননাসূচক মনোভাব পোষণ করে। মেয়েদের সাথে ছেলেদের বিভিন্ন ধরনের মেলামেশা লক্ষ্য করলে এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। পারিবারিক পরিবেশের মাধ্যমে শিশু লিঙ্গ নির্ধারিত আচরণ শিখে। অনেক সময় সঠিক বা লিঙ্গানুগ আচরণ শিখতে পারেনা বলে শিশু প্রতিটি কাজে সংকোচ বোধ করে এবং স্বাবলম্বিতা অর্জনে দেরী হয়। তবে শিশুর সঠিক পরিচালনা শিশুর সঠিক আচরণ অর্জনে ও স্বনির্ভর হতে সাহায্য করে।

১.১৩ শিশু বিকাশ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ

শিশু বিকাশে বিভিন্ন মনীষীর মতামত ও তথ্য শিশুর বিকাশকে তরান্বিত করেছে। শিশু বিকাশ সম্পর্কিত মতামত গুলো নিম্নরূপঃ

ক) মনঃসমীক্ষণ মতবাদঃ

শিশু বর্ধনে Freud ,(1856-1939) এর মনঃসমীক্ষণ মতবাদ বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। তিনি মানসিক ব্যধির কারণ অনুসন্ধানে ও আরোগ্য লাভে শিশু কালের অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব দেন। Freud এর মতে একটি শিশুর পূর্ণাঙ্গ বিকাশে বিভিন্ন মনঃযৌন পর্বের অতিক্রম ঘটে, এসব পর্ব (বাচনিক পর্ব, পায়ুপর্ব, গুঢ়ৈষা, সুপ্তকাল ও যৌন পর্ব) অতিক্রমকালে শিশু নানারকম সমস্যা, উদ্বেগ ও হতাশার সম্মুখীন হয়। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ শিশু নানারকম আত্মরক্ষামূলক আচরণে লিপ্ত হয় যেমন অস্বীকৃতি, কোন ইচ্ছার অবদমন ইত্যাদি। শিশুর বিকাশে তাড়না, ইদ, অহ্ম ও অধিসত্তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রাক-স্কুলগামী শিশুরা অনুকরণপ্রিয় , Freud একে "Identification" বা একাত্মতা বলে অভিহিত করেছেন, এভাবে শিশু অন্যের আচরণ, ভাব-ভঙ্গিমা, পছন্দ অপছন্দ প্রভৃতি নিজের করে

Dhaka University Institutional Repository

নেয়। তাই এ বয়সের শিশুর মধ্যে নাটকীয় খেলা খুব জনপ্রিয়। Freud এর মতে ছেলেদের মধ্যে "Oedipus complex" এবং মেয়েদের মধ্যে "Electra Complex" এর মতো মানসিকতা দেখা দেয়। এই দ্বন্দ্বের ফলে ছেলেরা মায়েদের ঘনিষ্ঠতা অর্জনে সচেষ্ট হয় , মাকে আদর্শ বলে মনে করে। তবে বাবাকে শক্তিশালী, ক্ষমতাবান মনে করলেও বাবাকে ঈর্ষা করতে থাকে। এ সময়ের শেষের দিকে অর্থাৎ ৫/৬ বছরে ছেলে মেয়ে উভয়ই বাবা-মার মতো হওয়ার চেষ্টা করে অর্থাৎ তাদের মধ্যে Sex Identification হয়। ফলে ছেলে বাবার জামা-জুতা পরে বাবা সাজতে চায় এবং মেয়েরা মায়ের গহনা ও জুতা পরে মায়ের মতো হওয়ার খেলা করে। এই সময়ে বাবা-মার আর্দশ, স্নেহ মমতা ও যত্ন শিশুর মনে আস্থা আনে। জন্মের পর কিছুকাল পর্যন্ত শিশু অসহায় অবস্থাতেই থাকে একে Infantile Passive Stage বলে। এ সময়ে শিশু আরামবোধ, ক্ষুধার উপশম ইত্যাদি দ্বারা সুখ ভোগ করে। ২ মাসের শিশুর পরিতৃপ্তির স্থান হচ্ছে মুখ, শিশুর আদিম শক্তিমৌখিক কার্যকলাপে ব্যয়িত হয়, যেমনঃ কোন কিছু মুখে দেয়া এবং চোষা। Freud একে বলেছেন "Sucking give libidinal pleasure" এবং এই সময়কে তাই "Oral Phase" বলে। প্রায় শিশু আঙ্গুল চুষে বা মায়ের স্তনের বোঁটা চুষে আনন্দ লাভ করে। শিশুর যখন দাঁত উঠে তখন সে সবকিছু মুখে দিয়ে কামড়াতে চায় এবং অনেক সময় কামড়িয়ে তার মনের অশান্তি ও ক্রোধ নিবৃত্ত করে। Freud মনে করেন যে, এই পর্বে শিশুর মনে আক্রমনাত্মক মনোভাবের সূচনা হয়। দাঁত ওঠার সময়কে Oral sadistic stage বলা হয়। ব্যক্তিত্ব বিকাশের দ্বিতীয় পর্ব হচ্ছে পায়ু স্তর। দ্বিতীয় বছরের পর শিশু তার দেহের নিম্নভাগ, পায়ু এবং লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং এসব অঙ্গের নাড়াচাড়ায় তৃপ্তি লাভ করে। এ বয়সের শিশু প্রশ্রাব পায়খানার বেগ নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে এবং শৌচ ক্রিয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠে। প্রশ্রাব পায়খানা নিয়ন্ত্রণ, অঙ্গ সঞ্চালনে কিছু কিছু দক্ষতা অর্জন এবং ভাষার স্ফুরণ শিশুর আত্মধারণাকে শক্তিশালী করে। এ ভাবে শিশুর মাঝে স্বাবলম্বিতার চিহ্ন দেখা যায়। এ পর্বের তিনটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, প্রথমতঃ শিশু পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে , হাতে ময়লা লাগলে হাত ধুতে চায় , জামায় কিছু লাগলে জামা বদলাতে চায় ইত্যাদি, দ্বিতীয়তঃ নিজের জিনিসপত্র নিয়ে কার্পণ্য করা যেমন: নিজের জিনিস অন্যকে না দেওয়া, অন্য স্থানে লুকিয়ে রাখা ইত্যাদি এবং তৃতীয়তঃ নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য গোঁড়ামী করা। Freud অনুসন্ধান করে দেখেন যে, শিশুর প্রক্ষালন প্রশিক্ষণে বাবা-মা যদি অতিরিক্ত কঠোরতা পালন করেন এবং শিশুকে ভয়-ভীতি ও লজ্জা দেন, তাহলে শিশুর মধ্যে কৃপণতা, সুচিবায়ুগ্রস্থতা, একগুঁয়ে ও জেদীভাব প্রভৃতি নির্ভরশীল আচরণ দেখা

Dhaka University Institutional Repository

দেয়। ৪/৫ বছর বয়সে শিশুর মধ্যে আনন্দ স্থল মুখ, পায়ু থেকে লিঙ্গে স্থানান্তরিত হয় এবং লিঙ্গের স্পর্শকাতরতাও বৃদ্ধি পায় Freud একে Phallic Stage বলেছেন। এই পর্বে শিশু Complex এর মাধ্যমে সামাজিক কায়দায় অভ্যস্থ হয়, ছেলে মেয়ে প্রভেদ সম্পর্কে সচেতন হয় এবং ছেলেরা তখন বাবার মত হওয়ার জন্য বাবাকে অনুসরণ করতে আরম্ভ করে , একে Desexualization বলে। ছেলে ও মেয়ে উভয়ের মধ্যে অধিসত্ত্বার জন্ম হয়। এই সত্ত্বার অন্যতম দিক হচ্ছে বিবেক, শিশু যখন কোন অন্যায় কাজ করে অনুশোচনা করে তখন তার মনে বিবেকের উদয় হয়। শিশু তার বাবা-মার আর্দশবোধকে নিজস্ব করে ভাবতে শেখে এবং তার মধ্যে অহং আদর্শের সূচনা হয়। শিশু প্রাক-বিদ্যালয় বয়স শেষে Latency Period এ প্রবেশ করে। এখানে ছেলেরা ছেলেদের সাথে এবং মেয়েরা মেয়েদের সাথে খেলতে পছন্দ করে। শিশু বন্ধুবান্ধবের সহযোগিতা কামনা করে, দল বেঁধে খেলতে চায় এবং তার সামাজিক আচরণের যথেষ্ট উন্নতি হয়। অর্থাৎ শিশু পরিবার ও দলের সদস্যদের সাথে আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়।

খ) আচরণগত মতবাদঃ

শিশু বর্ধনে একটি উল্লেখযোগ্য মতবাদ হচ্ছে আচরণবাদী মতবাদ বা শিক্ষণ মতবাদ। আচরণবাদীরা শিশু বর্ধনে শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেন। অর্থাৎ তাদের মতে শিশুর আচরণের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো শিক্ষার মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়। এ শিক্ষা দু'ধরনের হয়, যেমন সাপেক্ষণ ও সহায়ক শিক্ষণ। প্রথমটির উদ্যোক্তা হলেন রাশিয়ান শারীরবিদ Pavlov (1849-1936) তিনি শিশুর বর্ধনে উদ্দীপকের গুরুত্ব আরোপ করেন। দ্বিতীয় মতবাদের প্রবর্তক Skinner (1975) এবং তাঁর মতবাদের সমর্থকরা দাবি করেন যে, উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দিতে যেয়ে শিশু নানা রকম আচরণ করতে শেখে, বিশেষ করে ঐ সকল আচরণ, যেগুলোর প্রকাশ তাকে বলবর্ধিত বা Reinforced করেছে। বস্তুতঃপক্ষে আমরা যখন একটি শিশুর পরিবেশ পর্যালোচনা করি, তখন আমরা বিভিন্ন উদ্দীপকের ভূমিকা লক্ষ্য করি। এই উদ্দীপক পরিবেশগত বিভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তি হতে পারে আবার উদ্দীপকের উৎস মানসিক ও দৈহিক হতে পারে। আমরা যখন শিশুর আচরণ লক্ষ্য করি তখন একই ভাবে আমরা কেবল প্রতিক্রিয়া দেখি। এসব তথ্য হতে আচরণবাদীরা তর্ক করেন যে, অভ্যন্তরীণ তাড়নার চাইতে শিশু বর্ধনকে উদ্দীপনা ও প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে বর্ণনা করা যুক্তিযুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

গ) বর্ধনজনিত কাজের উপর ভিত্তি করে মতবাদ ঃ

Havighurst (1953) শিশু বর্ধনে বিভিন্ন বয়সে বর্ধনজনিত কাজের সমাধানের কথা উল্লেখ করেছেন। এসব কাজের উৎস হচ্ছেঃ

(১) হাঁটতে শেখা, কথা বলতে শেখা, সামাজিক কায়দায় আচরণ করতে শেখা ইত্যাদির উৎস দৈহিক পরিণতি।

(২) লেখা পড়া শেখা, দায়িত্বশীল হওয়া ইত্যাদির উৎস সামাজিক চাপ।

(৩) ব্যক্তিগত উৎস হতে যে সব কাজের উৎস সৃষ্টি হয়, তাদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিণতির সাথে জীবনের মূল্যবোধের জন্য অন্যতম।

উপরোক্ত কাজগুলো সাফল্যের সাথে আয়ত্বে আনলে পরবর্তী ধাপে বা পর্যায়ে স্বাচ্ছন্দ্য আসে, নচেৎ হতাশা ও বর্ধনের ক্রম বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা থাকে।

ঘ) আত্ম-বাস্তবায়ন মতবাদঃ

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে আচরণবাদী ও মনঃসমীক্ষণবাদীদের সাথে একমত হতে না পেরে একদল মনোবিজ্ঞানী শিশু বর্ধনের নতুন মতবাদ উদঘাটনে লিপ্ত হন। তাদের নতুন মতবাদের নামকরণ করা হয় আত্ম-বাস্তবায়ন মতবাদ, অর্থাৎ বর্ধনের পরিণতিতে আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও ব্যক্তিত্বের অস্ফুটন ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে। এ দলের নেতৃত্ব দান করেন আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী Buhler (1952)। এ মতবাদ অনুযায়ী ধারণা করা হয় যে, প্রত্যেক শিশুর পরবর্তী জীবনের সাফল্য তার নিজ সম্পর্কে ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ প্রসঙ্গে শিশুর প্রেষণা, মৌলিক ঝোঁক, গুণাগুণ ও ক্ষমতার

Dhaka University Institutional Repository

উপর জোর দেওয়া হয়। উচ্চ আত্ম-ধারণাকারীদের জীবনে ঝুঁকি গ্রহণ করতে ও সাহসী হতে দেখা গেছে।

ঙ) পরিণতি তত্ত্বঃ

শিশুর বর্ধন সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ আবিস্কৃত হওয়ার পর শিশুর ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষাকে সার্থক ও যথার্থ করার প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পেয়েছে ও সফল হয়েছে। একেবারে অসহায়, পরনির্ভর অবস্থা হতে স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হওয়ার ক্রমকে পরিণতি মতবাদে বা Maturation theory-তে স্থান দেওয়া হয়েছে। এ মতবাদের প্রবর্তক হচ্ছেন Stanley Hall (1966) ; Arnold Gesell(1942) ; Terman (1960) প্রমুখ মনোবিজ্ঞানী।

চ) মনোঃসামাজিক মতবাদঃ

1950 সালে Erikson ব্যক্তিত্ব বিকাশে সামাজিক প্রভাবের গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ব্যক্তিত্ব বিকাশে আটটি সুস্পষ্ট, নির্দিষ্ট স্তরের কথা উল্লেখ করেন। প্রত্যেক স্তরে ব্যক্তিত্বের উপর কিছু চাহিদা ন্যস্ত হয়, সংকট ও দ্বন্দ্বের সূচনা হয় এবং পরের স্তর আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই এই সংকটের অবসান হলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীল হয়। Erikson এর মতে শিশু এসব স্তর অতিক্রম করে পরিণতি লাভ করে। প্রাক-স্কুলগামী শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশের উপর এই মতবাদের প্রভাব আলোচনা করা হলো।

"মৌলিক বিশ্বাস বনাম অবিশ্বাস (Basic Trust vs. Mistrust)ঃ ব্যক্তিত্ব বিকাশের সর্বপ্রথম স্তরে শিশুর মনে আস্থা বনাম অনাস্থা বোধ জন্মে। শিশুর মৌলিক চাহিদা যদি স্নেহ, আদর-যত্নের সাথে মেটানো হয় তাহলে তার মনে নিরাপত্তাবোধ জন্মে এবং সে পরিবেশ ও পরিজনদের প্রতি আস্থাশীল হয়, তাদেরকে সে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে। এর বিপরীত হচ্ছে যে, যখন শিশু অবহেলিত অনাদৃত হয় তখনই সে তার চারপাশের সবাইকে সন্দেহ করে। এই প্রসঙ্গে Erikson শিশু ও মায়ের সম্পর্কের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। মা ও শিশুর সম্পর্ক যত নিবিড় হবে শিশু তত সহজে

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে। ভারতীয় মনোবিজ্ঞানী Kuppuswamy (1976) লিখেছেন " When there is trust and security, the infant will not cry when the mother goes out of sight, because she has become an inner certainty as well as an outer predictability."

শৈশবকালে Erikson যে দুটো বিপরীত দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করেছেন, সে দুটো হচ্ছে স্বনির্ভরতা বনাম লজ্জা ও দ্বিধাবোধ (autonomy vs. shame and doubt)। অঙ্গ সঞ্চালনের নিয়ন্ত্রণের সাথে শিশু স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছামত সবকিছু করতে পারে। কিন্তু এ সময়ে মা যদি শিশুর স্বাধীন চলাফেরায় বাধা দান করেন তাহলে মা ও শিশুর মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এ সময়ে শিশুর প্রতি মায়ের মনোভাব নানান দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। Erikson মনে করেন যে - "If a child is to develop autonomy, he must experience over and over again that he is a person who is permitted to make choices. He must have to have the right to choose, whether to sit or to stand, to use his toilet or to wet his pants."

অতি শাসনে লালিত শিশুরা তাদের অপরিণত শিশুকালের অভ্যাস কাটিয়ে এগিয়ে যেতে পারে না। শিশু নিজের প্রতি সন্দিহান হয়ে পড়ে এবং দ্বিধা ও লজ্জাবোধ করে। Freud এর মতো Erickson ও শিশুর লজ্জা ও হতাশার মূলে প্রক্ষালণ প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্রাক-স্কুলগামী (৩/৫ বছর)ঃ এ বয়সের শিশুর মধ্যে হয় কোন কিছু করার ইচ্ছা জাগে নয়তো শিশু এমন কিছু করে যার জন্য সে অপরাধবোধ করে। শিশু খেলাধুলার মধ্য দিয়ে নতুন দক্ষতা লাভ করে যা তার পূর্বে অর্জিত আস্থাবোধকে দৃঢ়তর করে। যেসব ছেলেমেয়েরা বাবা-মা কর্তৃক কঠোর শাসনে লালিত হয়, তাদের মধ্যে কোন কিছু করার উদ্যম কমে যায়, শিশু নিজেকে অক্ষম এবং অসহায় ভাবে অর্থাৎ "he is immobilized by guilt".

স্কুল-গামী শিশু (৬/১২ বছর)ঃ ব্যক্তিত্ব বিকাশে ৬/১২ বছরের শিশুর মধ্যে শ্রমশীলতা নয়তো হীনমন্যতা (industry vs inferiorit) দেখা দেয়। এ বয়সের শিশুকে লেখাপড়াসহ খেলাধুলায় নানারকম দক্ষতা অর্জন করতে হয়। শিশুর স্বাধীনভাবে কোন কাজ সম্পাদন করার প্রয়োজন হয়। যে

Dhaka University Institutional Repository

শিশু স্বাধীন ও উদ্যোগী মনোভাব অর্জন করে, সে সহজেই শ্রমশীল হয়, অন্যথায় শিশুর মধ্যে লজ্জা, পরাজয় মনোভাব এবং হীনমন্যতা সৃষ্টি হয় ; Erickson যেমন লিখেছেন- "but the child with misrtrust may doubt his future; shame and guilt may drive him to defeat and to feelings of inferiority".

যে ব্যক্তি এই ধাপগুলো সফলভাবে অতিক্রম করে সে বিশ্বাসী, উদ্যোগী, শ্রমশীল ও সামাজিক হয়, সে নিজের ভূমিকা সম্পর্কে আস্থাশীল হয় এবং তার আত্মধারণা সুসমন্বিত হয় এবং সে দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

ছ) **Sears** এর শিক্ষণ মতবাদঃ

Sears (1957) ব্যক্তিত্ব বিকাশে শিক্ষার উপর জোর দেন। তিনি নির্ভরশীলতা, একাত্মতা এবং শিশু পালনে শিক্ষার ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। তিনি ব্যক্তিত্বের বিকাশের তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করেন। The phase of rudimentary behaviour based on innate needs and learning in early infancy. অর্থাৎ শিশুকালের সহজাত চাহিদা এবং শিক্ষার উপর ভিত্তি করে প্রাথমিক আচরণ শিশুর জীবনের প্রথম ছয় মাস পর্যন্ত তার অভ্যন্তরীণ তাড়নার উপশমই প্রাধান্য পায়, যেমনঃ ক্ষুধা, মলমূত্র ত্যাগ, আদর-স্নেহ ইত্যাদি। ক্রমে শিশুর আচরণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয় যেমন-ক্ষুধার সময়ে কাঁদা এবং দুধের সাথে ক্ষুধার সম্পর্ক শিশু উপলব্ধি করতে পারে। শিশু আরও শেখে যে ক্ষুধা লাগলে সে কাঁদবে এবং মা তার ক্ষুধা নিবৃত্ত করার জন্য কোলে নিবে, দুধ দেবে, আদর করবে ইত্যাদি। আরও একটু বয়স বাড়লে শিশু তার ইচ্ছা পূরণের জন্য নানারকম কৌশল প্রয়োগ করতে এবং পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে।

এক বছর বয়সের কাছাকাছি সময়ে শিশু সামাজিকতায় সাড়া দিয়ে উঠে। শিশু মায়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠে এবং খাবারের সাথে সাথে সাহায্য কামনা করে। এই নির্ভরশীলতাকে মা যদি প্রশ্রয় দেন তাহলে শিশুর স্বাধীন সামাজিক বিকাশ ব্যাহত হয়। মা যদি শিশুর ক্ষুধা ও আরামের প্রতি উদাসীন হন, তাহলেও শিশু হতাশার বশবর্তী হয়ে আক্রমণাত্মক ও নির্ভরশীল হয়ে উঠে।

Dhaka University Institutional Repository

মনোবিজ্ঞানী Sears এর মতে "the mother's handling of dependency and control provides the beginning for the process of identification".

Secondary motivational systems-Family-centered Learning ঃ এই পর্বে শিশুর প্রাথমিক তাড়না যেমনঃ ক্ষুধা যদিও শিশুকে লক্ষ্য অর্জনের জন্য উদ্বুদ্ধ করে, গৌণ তাড়না যেমনঃ সামাজিক আচরণকে প্রভাবিত করতে আরম্ভ করে। শিশু যেমন: মাকে ছাড়িয়ে অন্যান্য বড়দের উপর নির্ভর করতে শিখে তেমনি অন্যের সাথে ভাগাভাগি করতেও শেখে। শিশু অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অসামাজিক আচরণ যেমনঃ মারামারি ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়। তবে বড়দের হস্তক্ষেপে শিশু তার আগ্রাসন আচরণকে সামাজিকভাবে প্রকাশ করতে এবং কখনো কখনো কল্পনায় তার পুতুল বা খেলনার উপর চড়াও হয়ে তার মনের ক্ষুদ্ধতা নিরসন করে।

তিন বছর বয়সের সময় শিশু অন্যের মত আচরণ করে এবং অন্যের ভাব-ভঙ্গিমা নিজের করে নেয় যাকে "একাত্মতা" বলে। Bandura and Walters (1963) এ দু'জন মনোবিজ্ঞানীর মতে শিশুর প্রথম অনুকরণ অনেকটা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংঘটিত হয়, শিশু মাকে যা করতে দেখে তাই অনুকরণ করে এবং ক্রমে বড়দের অনুরূপ আচরণ করতে শেখে। এভাবে অন্যের উপর নির্ভর বা পরনির্ভর হতে শিশু আত্মনির্ভরশীল হয় এবং স্বাবলম্বী হতে শেখে।

এ সময়ে শিশুর মধ্যে বিবেকের উদয় হয়। শিশু লোভ সংবরণ করতে চেষ্টা করে এবং অন্যায় আচরণে অনুশোচনা করে। বিবেকের বিকাশে Sears তিনটি পর্যায়ের কথা বলেছেন, ভীতি-যেমন শিশু কর্ম ফলাফল সম্পর্কে সচেতন হয় ; লজ্জা-অভিজ্ঞতা ও শাস্তিভোগে শিশু লজ্জিত হয় এবং অপরাধবোধ-অন্যায়ের জন্য অনুশোচনা করে।

তাহলে দেখা যায় যে ব্যক্তিত্বের বিকাশে শিশু নির্ভরশীল হতে স্বাবলম্বী হয়, অসামাজিক হতে ক্রমশঃ সামাজিক কায়দায় ক্ষোভ প্রকাশ করে, ভীতি এবং লজ্জা হতে অনুশোচনা করতে ও অনুতপ্ত হতে শেখে। ৫/৬ বছরের শিশুর মধ্যে ব্যক্তিত্বের এই বিকাশ পরিবার ও পারিবারিক সম্পর্ক ও শিক্ষার ফলেই সম্ভব হয়।

Dhaka University Institutional Repository

Secondary motivational system-Extra familial Learning ঃ ৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর সামাজিকতা ও অন্যান্য শিক্ষা লাভ পরিবারের ভেতরেই সংগঠিত হয়। ৬ বছরের পর শিশু স্কুল, বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষক বা শিক্ষিকা দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। যদিও এই বয়সের ছেলেমেয়েরা তাদের বাবা মার উপর নির্ভর করে; তবুও তারা শিক্ষক এবং সমবয়সীদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ বয়সের ছেলেমেয়েরা পরিবারের বাইরে বড়দের সন্তুষ্ট করা ও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তাদের আশানুরূপ আচরণ করে। পরিবারের গন্ডির বাইরের বিস্তৃত জগৎ শিশুর মূল্যবোধ অর্জনে যথেষ্ট সহায়তা করে। শিশুর মৌলিক তাড়নার পরিবর্তে গৌণ প্রেষণা বা Secondary motivational factors তার আচরণের ধরণ নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে।

শিশু বিকাশ সম্পর্কিত বহু মতবাদ প্রচলিত । তবে এই মতবাদগুলোর মধ্যে ভিন্নতা থাকলেও সবগুলোর সমন্বয়ে একটি শিশুকে সার্বিকভাবে জানা এবং তাকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা সম্ভব।

১.১৪ বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য

"শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ" - তাই শিশুর বিকাশকে সর্বাত্মক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। শিশুর সর্বাধিক সুষ্ঠু বিকাশ নিশ্চিত করতে হলে শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ নির্ধারণ ও উক্ত আচরণ বিকাশের সাথে জড়িত উপাদান গুলো অনুসন্ধান করা জরুরী। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য স্থির করা হয়েছে প্রাক-স্কুলগামী শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশের সাথে জড়িত উপাদান অনুসন্ধান।

প্রাক-স্কুলগামী শিশুরা (২-৬ বৎসর) স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে চেষ্টা করে, স্বাবলম্বিতা অর্জন করতে না পারায় শিশু যখন ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাজটি করতে পারে না, তখন হতাশ হয়ে পড়ে। একই ভাবে শিশুর কাজ করার যোগ্যতা অর্জনের পূর্বে পেশাগত কারণে মায়ের অনুপস্থিতিও শিশুর সামাজিক অভিযোজনে অন্তরায় হয়ে উঠে। কর্মজীবি মা গৃহিণী মাদের চেয়ে কম সময় দিতে পারে বলে তাদের সন্তানরা নিজেদের কাজ নিজেরা করতে বাধ্য হয়, ফলে গৃহিণী মায়ের সন্তানদের চেয়ে চাকুরীজীবি মায়ের সন্তানদের স্বাবলম্বী হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। তবে চাকুরীজীবি মায়েরা যদি সন্তানদের প্রতি কঠোরতা বা প্রশ্রয় প্রদর্শন করে তবে শিশুর নির্ভরশীলতার মাত্রা বেড়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণায় দেখা যায় যে, কর্মজীবি মায়ের সন্তানরা মায়ের কাজের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করে এবং বেশী সক্রিয় হয় (Stewart and Koch ,1983)। কর্মজীবি মা ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের জন্য একটি মডেল স্বরূপ। শিশুরা তাই মায়ের কাছ থেকে সক্রিয় জীবন যাপন শিখে (Hoffman, 1973)। আবার ধারনা করা হয় যে, গৃহিণী মায়েরা তাদের সন্তানদের সার্বক্ষনিক তত্ত্বাবধান ও সকল কাজে অতি মাত্রায় সাহায্য করে থাকে। তাই তাদের সন্তানেরা অপেক্ষাকৃত কম স্বাবলম্বী হয় (Moore and Sawhill, 1976)।

শিশুরা প্রাক-বিদ্যালয় বয়সেই ছেলে অথবা মেয়ে হিসাবে সমাজের প্রত্যাশা বুঝতে শেখে। তারা মনে করে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের উচ্চশিক্ষিত হতে হবে এবং উন্নত মানের পেশা গ্রহণ করবে। এর অর্থ হচ্ছে মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা বেশী কৃতিত্ব অর্জন করতে শিখবে এবং তাদের বেশী মর্যাদাপূর্ণ পেশা গ্রহণ করতে হবে (Barnett ,1975)। ফলে মেয়েরা তাদের যোগ্যতাকে অবমূল্যায়ন করে। সে কারণে ছেলেদের সাথে লেখাপড়া বা অন্য যে কোন কাজ করতে যেয়ে মেয়েরা অনেক পিছিয়ে পরে। যোগ্যতার তুলনায় কম পরিশ্রম করা ক্রমশ একটি অভ্যাসে পরিণত হওয়ায় সবসময়ই মেয়েরা কম কৃতিত্ব অর্জন করে (Bacon and Lerner , 1975)। অর্থাৎ ছেলে মেয়েরা তাদের লিঙ্গানুরূপ সামাজিক প্রত্যাশা বুঝতে শেখে। ফলে তাদের স্বাবলম্বিতা অর্জনে পার্থক্য দেখা যায় (Kunh ,et. al.,1978)।

আবার শিশুর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে লিঙ্গ ভেদে স্বাবলম্বী আরচণ অর্জনেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে মেয়েদের উপর সামাজিক চাপ বাড়তে থাকে ফলে তারা তাদের স্বকীয়তা প্রকাশ করতে পারে না। তাই মেয়েরা তুলনামূলক ভাবে ছেলেদের চেয়ে কম স্বাবলম্বী হয়। অপরপক্ষে পিতামাতা শৈশবের শুরুতে ছেলেরা যাতে তাদের জন্য নির্ধারিত সমাজ স্বীকৃত নৈপুন্য শিখতে পারে সে বিষয়ে সর্তকতা অবলম্বন করেন। মেয়েদের ক্ষেত্রে বিশেষতঃ গার্হস্থ্য সংক্রান্ত কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় (Etaugh ,1974)।

শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে শিশুর লিঙ্গ, বয়স, জন্মক্রম ও মায়ের পেশা বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রেক্ষিতে বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য হল শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে শিশুর লিঙ্গ, বয়স, জন্মক্রম ও মায়ের পেশার প্রভাব অনুসন্ধান করা।

Dhaka University Institutional Repository

১.১৫ বর্তমান গবেষণার যৌক্তিকতা

বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য হলো প্রাক-বিদ্যালয় শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশের সাথে জড়িত উপাদান সমূহ অনুসন্ধান। গবেষণার বিষয়বস্তু হিসাবে প্রাকবিদ্যালয় শিশু ও তার স্বাবলম্বী আচরণের বিকাশকে গ্রহণ করা হয়। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে শিশুর স্বাবলম্বী হয়ে গড়ে উঠা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অন্যথায় সমবয়স্ক দলের সাথে তাল মিলিয়ে চলা সম্ভব হবে না। অথচ সামাজিক বিকাশে দেখা যায় যে, সবশিশুদের মধ্যে স্বাবলম্বী আচরণ সমানভাবে বিকাশ লাভ করে না। জন্মগত ব্যক্তিত্বের গুণাবলীর স্থিতিশীলতা সম্পর্কিত আলোচনায় দেখা যায় যে, জীবনের সূচনায় ব্যক্তিত্বের যে ছাঁচ প্রতিষ্ঠিত হয় শিশু বড় হলেও তা অপরিবর্তনীয় থাকে। বড় হওয়ার সাথে সাথে পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও গুণাবলীর তীব্রতা বৃদ্ধি অথবা দূর্বল করে দিতে পারে। অন্য ভাবে বলা যায় যে, শিশুর প্রতিক্রিয়া ও আচরণ সংশোধিত হতে পারে খুব অল্প বয়সে। নতুবা বয়স বেড়ে গেলে নির্ভরশীলতা হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে বৃদ্ধি পায় (Fenson,et.al. 1974) । শিশুর আত্মধারণা অপরিবর্তনীয় সে কারণে শিশুর প্রাথমিক জীবনের অভিজ্ঞতা সমূহ শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিবেচিত (Papousck and Papousck, 1974)। প্রাক-বিদ্যালয় শিশুরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে চেষ্টা করে। স্বাবলম্বিতা অর্জন করতে না পারায় শিশু যখন ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাজটি করতে পারে না তখন হতাশ হয়ে পড়ে। একই ভাবে শিশু কাজ করার যোগ্যতা অর্জনের পূর্বে মা-বাবা যদি পেশীনিয়ন্ত্রণ করা বা হাত-পা ব্যবহারের কৌশল শিখাতে সচেষ্ট হন তবে সেটিও শিশুর সামাজিক অভিযোজনের অন্তরায় হয়ে উঠে। শিশুর নিজের চেষ্টায় কাজ করার আগ্রহ বা ইচ্ছা নষ্ট হয়ে যায়, ফলে শিশু পরনির্ভরশীল হয় কিন্তু এরকম চাপ না দিলে কাজটি সে নিজে করতে আগ্রহী হতো অর্থাৎ শিশুর বিকশিত বৈশিষ্ট্যগুলো পরবর্তীতে শিশুর স্বাবলম্বিতার উপর প্রভাব বিস্তার করে। উক্ত বিকশিত বৈশিষ্ট্যগুলোর সুষ্ঠু বিকাশের ধারাকে তরান্বিত করার লক্ষ্যেই স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে প্রভাবিত উপাদান সমূহ অনুসন্ধান প্রয়োজন। বর্তমান গবেষণার গুরুত্বের সমর্থন পাওয়া যায় Waldrop and Halverson (1974) এর একটি গবেষণায়। তারা বলেন যে, আড়াই বছর বয়সে যেসব শিশু বন্ধুভাবাপন্ন ও সামাজিকভাবে তৎপর অর্থাৎ স্বনির্ভর, সাড়ে সাত বছর বয়সেও তাদের মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য একই ভাবে উপস্থিত। গবেষকরা মনে করেন আড়াই বছর বয়সে শিশুর বিকাশিত গুণাবলীর ভিত্তিতে তার সাড়ে সাত বছর বয়সের গুণাবলী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। তাই স্বাবলম্বী আচরণ

Dhaka University Institutional Repository

অর্জনের জন্য শিশু সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। অর্থাৎ প্রাক-স্কুল বয়স থেকেই স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশের সাথে জড়িত উপাদানসমূহ অনুসন্ধান প্রয়োজন।

স্কুল-পূর্ব বয়সে শিশু মা-বাবার সহযোগিতায় স্বাবলম্বিতা অর্জন করে যেমনঃ বই পড়া, লেখা, সংখ্যা গণনা, স্কুল ও সমাজের প্রতি মনোভাব ইত্যাদি শেখানো মা-বাবা ও পরিবারের সদস্যদের গুরুদায়িত্ব, মা-বাবা প্রধানতঃ নৈপুণ্য শেখানোর পরিবেশ সৃষ্টি করলেও শিশুরা সাধারণতঃ সমবয়স্ক দলের কাছ থেকে এসব অভিজ্ঞতা অর্জন করে। আবার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উন্নত পরিবেশ, পরিপক্কতা ও অভিজ্ঞতা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে শৈশবের প্রথম পর্যায়ে ব্যক্তিত্বের কোন কোন গুণাবলীর পরিবর্তন হয়। এ ধরনের পরিবর্তন শিশুর আবেগ ও অন্যের সাথে একাত্মতাবোধের উপরও নির্ভরশীল যেমনঃ শিশুর রগচটা হয়ে যাওয়া, আবেগীয় ও অন্যর উপর নির্ভরশীলতা বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি। Emmerich (1966) এর মতে ২ থেকে ৫ বছরের মধ্যে ব্যক্তিত্বের প্রধান প্রধান দিকগুলো স্থিতিশীলতা অর্জন করে শিশু স্বাবলম্বী হতে থাকে। অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের তারতম্য শৈশবেই নির্ধারিত হয় ও একই ভাবে তা পরবর্তী জীবনে সুস্পষ্ট রূপধারণ করে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে প্রাক-বিদ্যালয় বয়সে শিশু পরবর্তী জীবনে যুবক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও নৈপুণ্য অর্জন করে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাল্যকালে কৃতিত্ব অর্জনের মাত্রা ও প্রাপ্ত বয়সের কৃতিত্ব অর্জনের মাত্রার মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে (Lee and Gropper, 1974)। শিশুর ভবিষ্যৎ সুন্দর ও সুষ্ঠু করে গড়ে তোলার জন্য স্বাবলম্বিতা অর্জনের উপাদান অনুসন্ধান তাই যুক্তিযুক্ত। প্রাক-বিদ্যালয় বয়স পার হয়ে শিশু যখন প্রথম আবশ্যিক ভাবে স্কুলে যাওয়া শুরু করে তখন অধিকাংশ শিশুর জন্য আসে ছঁক বাধা জীবনে একটি বিরাট পরিবর্তন। শিশুর স্কুলে উপযোজন নির্ভর করে শিশুর স্বাবলম্বী আচরণের উপর। শিশু প্রাক-বিদ্যালয় সময়ে স্বাবলম্বন অর্জন না করলে শিশুশ্রেণীতে ভর্তি হলে শিশুদের আচরণের তারসাম্য নষ্ট হয়। সেজন্য এদের মধ্যে আবেগের প্রাধান্য ঘটে এবং পরবর্তী বয়সে তাল মিলিয়ে চলা মুশকিল হয়ে পড়ে। তাই প্রাক-বিদ্যালয় বয়স শিশুদের মনোভাব, মূল্যবোধ ও স্বাবলম্বন অর্জনের উপযুক্ত বয়স। সুতরাং শিশুকে স্কুল উপযোজনের জন্য প্রস্তুত করার লক্ষ্যে বর্তমান গবেষণার যথার্থতা বিদ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

অপরপক্ষে, সামাজিক প্রত্যাশা অনুযায়ী শিশুর লিঙ্গানুরূপ কৃতিত্ব ও নৈপুণ্য অর্জনে মায়ের পেশা, শিশুর বয়স,লিঙ্গ ও জন্মক্রম কতটুকু কার্যকরী প্রভৃতি জানার জন্য, শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে ও শিশুর পরবর্তী জীবনে উপযোজন ও সফলতা লাভের উদ্দেশ্যেই বর্তমান গবেষণার বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করা যায়।

বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এবং একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এসে দেখা যাচ্ছে যে আগের তুলনায় এখন অনেক বেশী মায়েরা চাকুরী করেন এবং অনেক বেশী সময় ঘরের বাহিরে অতিবাহিত করেন। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশেও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ ব্যাপক। ফলে শিশুদেরকে ডে-কেয়ার সেন্টার বা অন্যকোন পরিচর্যাকারীর উপর নির্ভরশীল হতে হয়। ১৯৮১ সালের কনসাস অনুযায়ী বর্তমানে ১-২ মিলিয়ন মহিলা কর্মজীবি। কর্মজীবি মায়েরা ঘরের বাহিরে ও অভ্যন্তরে একই ভাবে অবদান রাখে। তাদের মায়ের দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্রের দায়িত্ব সমানভাবে পালন করতে হয়। অপরপক্ষে, বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে মায়ের অনুপস্থিতি শিশুর আবেগীয় এবং আচরণগত বিকাশে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। মায়ের সামগ্রিক বিচ্ছেদ শিশুর মধ্যে প্রতিবাদী, হতাশা ও বিচ্ছেদের সৃষ্টি করে। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, যেহেতু স্বাবলম্বী আচরণের বিকাশ নির্ভর করে শিশুর পরিবার, সামাজিক প্রভাব ও শিশুর বিকাশের সাথে জড়িত অন্যান্য উপাদানের সাথে তাই শিশুর স্বাবলম্বিতা বিকাশে উক্ত উপাদানসমূহের প্রভাব অনুসন্ধান ও সনাক্তকরণ প্রয়োজন।

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক সামাজিক পারিবারিক সর্বোপরি পরিবেশগত প্রতিবন্ধকতার জন্য শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ সুষ্ঠু ভাবে গড়ে উঠছে না। ফলে দেশে যেমনি বয়ঃপ্রাপ্তদের মধ্যে কর্মহীনতা দেখা যাচ্ছে তেমনি শিশুদের আচরণে দেখা যাচ্ছে বিশৃঙ্খলা। পরনির্ভরশীল শিশু কখনোই কোন জাতিকে এগিয়ে নিতে যেতে পারে না, তাই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কান্ডারী তৈরীর লক্ষ্যে শিশুর সুষ্ঠু বিকাশ প্রয়োজন এবং শিশুকে হতে হবে স্বাবলম্বী। শিশুর স্বাবলম্বী আচরণের সাথে জড়িত উপাদানসমূহ সনাক্তকরণ এবং সেই আলোকে শিশুকে পরিচালনা করলে তাদের পক্ষে স্বাবলম্বিতা অর্জন সম্ভব। সুতরাং বাংলাদেশের প্রেক্ষপটে শিশুর সুস্থ বিকাশ

Dhaka University Institutional Repository

নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান গবেষণাটি "প্রাক-স্কুলগামী শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশের সাথে জড়িত উপাদান সমূহ অনুসন্ধান"এর যৌক্তিকতা অপরিহার্য্য।

১.১৬ বর্তমান গবেষণার নমুনা নির্বাচনের যৌক্তিকতা

শৈশবকালে মায়ের নিঃস্বার্থ স্নেহ, মমতা, যত্ন শিশুর মধ্যে মৌলিক বিশ্বাস স্থাপন করে (Erikson, 1950)। মা ও শিশুর মধ্যে নিবিড় ও অন্তরঙ্গ সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে শিশু মায়ের প্রতি আসক্ত হয়। এসময়ে মায়ের অনুপস্থিতি বা অবহেলা শিশুকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে এবং ঐসব শিশু পরবর্তীতে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে সমবয়স্কদের থেকে পিছিয়ে থাকে। যেহেতু শিশুর নিজ সম্পর্কে ধারণা অনেকটা মায়ের ধারনার উপর নির্ভর করে, পারিবারিক সম্পর্ক ও শিশুর প্রতি বাবা-মার মনোভাব, আচরণ, পরিচালনা সবই শিশুর আত্মধারণা প্রতিষ্ঠিত করে। সেহেতু মায়ের গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে শাসন পরিচালনা, স্বাধীনতা প্রয়োগ, সন্তানদের স্বাবলম্বী হতে উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি এবং তাদের আগ্রহ, ইচ্ছা, ক্ষমতা ও সম্মানের মাধ্যমে শিশুকে স্বাবলম্বী করে তোলে। যেহেতু মা'ই শিশুর পরির্চযা করেন এবং তিনিই শিশু সম্পর্কে সার্বিক তথ্য দিতে পারেন। তাই বর্তমান গবেষণার নমুনা হিসাবে শিশুর মাদের নির্বাচন যথার্থ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

বর্তমান গবেষণার নমুনা হিসাবে ২-৬ বৎসর বয়সী ৪৮০ জন শিশু ও তাদের মাদের (৪৮০ জন) নির্বাচন করা হয়, যাদের বয়স ২৫-৩০ বৎসর। যেহেতু প্রাক-স্কুলগামী শিশু (২-৬বৎসর) হলো ব্যক্তি জীবনের মূল ভিত্তি অর্থাৎ 'আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ'। তাই শিশুদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হলে আমরা প্রথমেই মায়ের কথা ভাবি। কারণ তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যে শিশুকে খুব কাছ থেকে বা নিবিড় ভাবে অবলোকন করেন এবং শিশুর আচরণ বিকাশে তার ভূমিকার প্রভাব সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই দিক থেকে বিবেচনা করলে, প্রাক-বিদ্যালয় শিশু ও তার স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশের সাথে জড়িত উপাদান অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে নমুনা হিসাবে (২-৬) বৎসরের শিশু ও তাদের মা'ই যথার্থ। এছাড়া নমুনা হিসাবে ২৫ থেকে ৩০ বৎসর বয়সী মাদের নির্বাচন করা হয় যাতে সন্তানদের উপর মায়ের বয়সের প্রভাব প্রায় একই হয়। কারণ ধারণা করা হয় যে, তরুণ মায়েরা

Dhaka University Institutional Repository

তাদের শিশুর বিভিন্ন দিকের বিকাশের প্রতি সচেতন ও আচরণ নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন (Sarafino and Armstrong ,1980)।

পেশার ক্ষেত্রে উভয় ধরণের (চাকুরী ও গৃহিণী) মাকেই গ্রহণ করা হয়। কারণ গৃহিণী মা শিশুকে সার্বক্ষণিক ভাবে যত্ন নেন এবং তার আচরণ বিকাশে সর্বাত্মক ভূমিকা রাখেন। অপরপক্ষে, চাকুরীজীবি মায়েরা দিনের বেশীর ভাগ সময় বাড়ীর বাহিরে থাকেন এবং উক্ত সময় অন্যকোন পরিচর্যাকারীকে শিশুর যত্ন নিতে হয়। ফলে উভয় ধরণের শিশুর আচরণ বিকাশে পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। Islam and Rahman (1991) ২২ জন কর্মজীবি এবং ২২জন গৃহিণীর উপর শিশুর লালন পালন সংক্রান্ত তুলনামূলক এক গবেষণায় দেখেন যে, গৃহিণী মায়েরা তাদের সন্তানদের নির্ভরশীলতা এবং প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ যত্নশীল। এরা আরও দেখেন যে, গৃহিণীরা তাদের কন্যা সন্তানকে পুত্র সন্তান অপেক্ষা আগলে রাখেন কিন্তু শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রে মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের বেশী উৎসাহিত করেন। অপরপক্ষে কর্মজীবি মায়েরা নির্ভরশীলতা এবং শব্দ ব্যবহারে কন্যা সন্তানের চেয়ে পুত্র সন্তানকে বেশী উৎসাহিত করেন। শুধুমাত্র তাদের নির্ভরশীলতা এবং সংরক্ষণশীলতার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ শিশু লালন পালন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যা শিশু ও মায়ের আন্তঃসম্পর্ক তৈরী করে। এর মাধ্যমে শিশু নির্ভরশীল হয়ে গড়ে উঠে। অর্থাৎ শিশুর লালন পালন পদ্ধতি শিশুর আচরণ ও ব্যক্তিত্বের ধরণ নির্ধারণ করে (Baumrind, 1973)।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, শিশুর সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক বিকাশ ও স্বাবলম্বী আচরণ অর্জনে মায়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান গবেষণার নমুনা নির্বাচন যথাযথ হয়েছে।

সর্বোপরি, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিশুর বিকাশ একটি জটিল রূপধারণ করেছে। মায়েদের অতিসচেতনতা ও অতিসংরক্ষণশীলতার কারণে শিশুরা পরনির্ভরশীল হয়ে উঠছে। এছাড়াও কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমনঃ অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা ও পরিবেশগত সুযোগের অভাবে শিশুরা পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। শিশুদের সকল প্রকার স্বনির্ভরতার উৎস হচ্ছে শিশুর মা। তাই বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিশু সম্পর্কে সচেতন হবার লক্ষ্যে এবং স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশের সাথে জড়িত উপাদান অনুসন্ধানের জন্য নমুনা হিসাবে প্রাক-স্কুলগামী শিশুর মাদের নির্বাচন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ২ঃ পদ্ধতি

Dhaka University Institutional Repository

পদ্ধতি

২.১ নমুনা নির্বাচন

বর্তমান গবেষণার নমুনা হিসাবে প্রাক-বিদ্যালয় বয়সী অর্থাৎ ২-৬ বৎসর বয়সী ৪৮০ জন শিশুকে এবং এই শিশুদের মাদের (৪৮০ জন) ঢাকা শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্বাচন করা হয়। এদের বয়স ছিল ২৫ থেকে ৩০ বৎসর এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল ৫ম শ্রেণী থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত। এদের মধ্যে ২৪০ জন গৃহিণী এবং ২৪০ জন চাকুরীজীবি। এ সকল মায়েদের মধ্যে ১২০ জন চাকুরীজীবি ও ১২০ জন গৃহিণী কন্যা সন্তানের মা এবং ১২০ জন চাকুরীজীবি ও ১২০ জন গৃহিণী পুত্র সন্তানের মা (ছক নং-১)। চাকুরীজীবি মায়েরা বিভিন্ন ধরনের পেশাজীবি ছিলেন যথা ঃ ডাক্তার (২৪ জন), প্রকৌশলী (১১ জন), উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা (৯৩ জন), শিক্ষিকা (৪৭ জন) ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সাধারণ কর্মকর্তা ও কর্মচারী (৬৫ জন) এবং এদের সবাই ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। এই মায়েরা প্রত্যেকেই গর্ভকালীন সময়ে সুস্থ ছিলেন এবং তাদের সন্তানদের কেউই প্রতিবন্ধী নয়।

ছক নং-১, শিশুর বয়স, লিঙ্গ ও মায়ের পেশাভেদে নমুনার বন্টন ঃ

মায়ের পেশা	শিশুর লিঙ্গ	বয়স			
		২-৩ বৎসর	৩-৪ বৎসর	৪-৫ বৎসর	৫-৬ বৎসর
চাকুরীজীবি	ছেলে	৩০	৩০	৩০	৩০
	মেয়ে	৩০	৩০	৩০	৩০
গৃহিনী	ছেলে	৩০	৩০	৩০	৩০
	মেয়ে	৩০	৩০	৩০	৩০

২.২ প্রয়োজনীয় উপকরণ

বর্তমান গবেষণাটি পরিচালনার জন্য গবেষক কর্তৃক প্রণীত প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়। এতে শিশুদের স্বাবলম্বী নির্দেশক আচরণ ও মাদের শিশু লালন পালন পদ্ধতি সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রশ্ন আছে (পরিশিষ্ট-১)। এছাড়াও মা ও শিশুর ব্যক্তিগত তথ্য, যথা: মা ও শিশুর বয়স, শিশুর লিঙ্গ ও জন্মক্রম, মায়ের পেশা প্রভৃতি সংগ্রহ করার ব্যবস্থা আছে (পরিশিষ্ট-১)।

২.২.১ প্রশ্নপত্রের বর্ননা

প্রাক-স্কুলগামী শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ সম্পর্কিত উপাত্ত সংগ্রহের জন্য শিশুর বয়সভেদে মায়েদের জন্য পৃথক পৃথক প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়। ২ থেকে ৩ বৎসর বয়সের শিশুর মাদের প্রশ্নমালাটি ৬৪টি প্রশ্ন, ৩ থেকে ৪ বৎসর বয়সের শিশুর মাদের প্রশ্নমালাটি ৭২টি প্রশ্ন, ৪ থেকে ৫ বৎসর বয়সের শিশুর মাদের জন্য ব্যবহৃত প্রশ্নমালাটি ৮১টি প্রশ্ন এবং ৫থেকে ৬ বৎসর বয়সের শিশুর মাদের প্রশ্নমালা ৮৫টি প্রশ্ন সম্বলিত ছিল। প্রতিটি প্রশ্নের তিনটি সম্ভাব্য উত্তর ছিল, যথা ঃ 'হ্যাঁ', 'না' এবং '?' এবং নমুনাদের বলা হয়েছিলো প্রতিটি বক্তব্যের ক্ষেত্রে তার প্রতি যে উত্তরটি প্রযোজ্য সেই ঘরে টিক চিহ্ন (✓) দিতে। অর্থাৎ প্রশ্নের বক্তব্যটি যদি তার শিশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তবে 'হ্যাঁ' এর পাশে, প্রযোজ্য 'না' হলে, 'না' এর পাশে এবং তিনি কোন সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে '?' এর পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিতে হবে।

২.২.২ প্রশ্নপত্রের বিকাশ

বর্তমান গবেষণা পরিচালনার জন্য গবেষক কর্তৃক প্রণীত প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়। শিশুর বয়স ভিত্তিক বৈশিষ্ট্য ও মায়ের লালন-পালন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন বয়সের যথা : ২-৩, ৩-৪, ৪-৫ এবং ৫-৬ বৎসরের জন্য পৃথক পৃথক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়।

প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য শিশুর আচরণ বিকাশ সংক্রান্ত বই, পূর্ববর্তী গবেষণা, বিভিন্ন নার্সারী স্কুলের শিক্ষক, ২ থেকে ৬ বৎসরের শিশু আছে এমন মাদের সাথে আলোচনা এবং শিশু আচরণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হয়। গবেষক কর্তৃক প্রণীত খসড়া প্রশ্নপত্রে ৮৭টি প্রশ্ন উপস্থাপন করা হয়। ৮৭টি প্রশ্ন সম্বলিত একই প্রশ্নপত্র সব বয়সের শিশুর মাদের উপর প্রয়োগ করা হয়। মাদের তার শিশুর ক্ষেত্রে যে প্রশ্নগুলো প্রযোজ্য সে প্রশ্নগুলোকে চিহ্নিত করতে বলা হয়েছিল। প্রশ্নপত্রে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য ব্যতীত শিশুর মাঝে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য থাকলে নমুনাদেরকে সে সকল বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

প্রশ্নপত্রটির পাইলট ষ্টাডির জন্য ঢাকা শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ১২০ জন মাকে নির্বাচন করা হয়। এদের বয়স ছিল ২৫ থেকে ৩০ বৎসর এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা পঞ্চম শ্রেণী থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত। এদের সবাই ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। এদের মধ্যে ৬০ জন গৃহিণী ও ৬০ জন বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ছিলেন যেমন ঃ ডাক্তার, প্রকৌশলী, শিক্ষক, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও সাধারণ কর্মচারী। নিম্নে ছকের মাধ্যমে নমুনা বন্টন উপস্থাপন করা হলো।

ছক-২ ঃ শিশুর বয়স ও লিঙ্গ ভেদে মায়েদের বন্টন।

শিশুর বয়স	শিশুর লিঙ্গ	
	ছেলে	মেয়ে
২-৩ বৎসর	১৫	১৫
৩-৪ বৎসর	১৫	১৫
৪-৫ বৎসর	১৫	১৫
৫-৬ বৎসর	১৫	১৫

নূন্যতম ৭৫% মাদের দ্বারা সমর্থিত বয়সোপযোগী শিশু বৈশিষ্ট্য এবং মাদের সন্তান লালন পালন পদ্ধতি ও পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয় এমন বৈশিষ্ট্যগুলো মূল প্রশ্নপত্রের জন্য নির্বাচন করা হয় এবং মাদের দ্বারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য গুলোর মধ্যে বেশীর ভাগ মাদের দ্বারা উল্লেখিত শিশুর নিম্নের বৈশিষ্ট্য দুইটি সকল বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়।

- আপনার শিশু কি গল্প বলতে ও শুনতে ভালবাসে ?
- আপনার শিশু কি বেড়াতে ভালবাসে ?

কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে সকল বয়সের শিশুর মায়েরা অপ্রয়োজনীয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। উক্ত প্রশ্নগুলো সকল বয়সের ক্ষেত্রে বাদ দেওয়া হয়।

- আপনার শিশু কি জন্মগতভাবে অসুস্থ (যেমন-বধির, অন্ধ, পঙ্গু)?
- আপনার শিশু কি মানসিক প্রতিবন্ধী ?

Dhaka University Institutional Repository

- আপনি কি গর্ভকালীন অবস্থায় অসুস্থ ছিলেন (যেমন ঃ জন্ডিস, হাম, টাইফয়েড, ডায়রিয়া, ধনুষ্টংকার) ?
- আপনার শিশুটি কি সুঁই সুতা ব্যবহার করতে পারে (যেমন ঃ জামায় বোতাম লাগান, দুটো কাপড় জোড়া দেওয়া, ছোট ছোট নক্সার কাজ) ?

মায়েদের সমর্থিত বৈশিষ্টের ভিত্তিতে শিশুর ভিন্ন ভিন্ন বয়সের জন্য (২-৩ বৎসর, ৩-৪ বৎসর, ৪-৫ বৎসর, ৫-৬ বৎসর) পৃথক পৃথক প্রশ্নপত্র নির্বাচন করা হয়। ২ থেকে ৩ বৎসর বয়সের শিশুর মাদের জন্য ৬৪টি প্রশ্ন নির্বাচন করা হয়, গবেষক প্রদত্ত ৮৭টি প্রশ্নের ২৩টি প্রশ্ন বাদ দেওয়া হয় এবং মাদের প্রদত্ত ২টি বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা হয়। বাতিলকৃত প্রশ্নের ২/১টি উল্লেখ করা হলো।

- অন্যের সাহায্য ছাড়া কি গোসল করতে পারে ?
- বেড়াতে যাবার সময় কি একা একা তৈরী হতে পারে ?
- দেখে দেখে কি ছবি আঁকতে পারে ?

৩ থেকে ৪ বৎসর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে গবেষক প্রদত্ত ৮৭টি প্রশ্নের ১৭টি প্রশ্ন বাদ দেওয়া হয় এবং মাদের প্রদত্ত ২টি বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ উক্ত বয়সের শিশুর মাদের জন্য ৭২ টি প্রশ্ন নির্বাচন করা হয়। বাতিলকৃত প্রশ্নের ২/১টি উল্লেখ করা হলো।

- একা একা কি পাশের বাড়ী যেতে পারে ?
- বিশেষ বিশেষ নক্সা কি চিনতে পারে (তিন কোনা, চার কোনা, গোল) ?
- কাগজ দিয়ে কি খেলনা তৈরী করতে পারে ?

৪ থেকে ৫ বৎসর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে গবেষক প্রদত্ত ৮৭টি প্রশ্নের ৮টি প্রশ্ন বাদ দেওয়া হয় এবং মাদের প্রদত্ত ২টি বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ উক্ত বয়সের শিশুর মাদের জন্য ৮১টি প্রশ্ন নির্বাচন করা হয়। বাতিলকৃত প্রশ্নের ২/১টি উল্লেখ করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

- নিজের জামার বোতাম কি নিজেই লাগাতে পারে ?
- অসম্পূর্ণ ছবিকে কি সম্পূর্ণ করতে পারে ?
- আপনার শিশু কি রং তুলি দিয়ে ছবি আঁকতে পারে ?

৫ থেকে ৬ বৎসর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে গবেষক প্রদত্ত ৮৭টি প্রশ্নের ৪টি প্রশ্ন (যে চারটি প্রশ্ন সকল মায়ের ক্ষেত্রে বাদ দেওয়া হয়) বাদ দেওয়া হয় এবং মাদের প্রদত্ত ২টি বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ উক্ত বয়সের শিশুর মাদের জন্য ৮৫টি প্রশ্ন নির্বাচন করা হয়।

পরবর্তীতে প্রশ্নপত্রের বিষয়বস্তুগত যথার্থতা নিরূপনের জন্য মনোবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের ' শিশু পালন ও পারিবারিক সম্পর্ক বিভাগ' এর শিক্ষক ও শিশু আচরণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ দ্বারা যাচাইয়ের পর নমুনাদের উপর প্রয়োগ উপযোগী বলে নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেক বয়সের প্রশ্নপত্রে শিশু ও মায়ের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা রাখা হয়।

২.৩ স্কোরিং

বর্তমান গবেষণাটি পরিচালনার জন্য গবেষক কর্তৃক প্রণীত প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়। এতে শিশুদের স্বাবলম্বী নির্দেশক আচরণ এবং মায়েদের শিশু পালন পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রশ্ন ছিল। শিশুর বয়স উপযোগী আচরণ ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে ভিন্ন ভিন্ন (২-৩ বৎসর, ৩-৪ বৎসর, ৪-৫ বৎসর, ৫-৬ বৎসর) বয়সের জন্য ভিন্ন সংখ্যক প্রশ্ন সম্বলিত প্রশ্নমালা প্রণয়ণ করা হয়। এই প্রশ্নমালায় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা এবং মা ও শিশুর জীবন বৃত্তান্তের সংগ্রহের ব্যবস্থা রাখা হয় এবং পরবর্তীতে নমুনার উপর প্রয়োগ করা হয়। উপাত্ত সংগ্রহের জন্য শিক্ষিত মায়েরা নিজেরাই প্রশ্নপত্র পূরণ করেন। স্বল্প শিক্ষিত মায়েদের ক্ষেত্রে তা মৌখিকভাবে গ্রহণ করা হয়। প্রশ্নপত্রে নমুনাদের জন্য শিশুর আচরণ পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যে কতকগুলো বৈশিষ্ট্য দেওয়া ছিল এবং মাকে পর্যবেক্ষক হিসাবে সন্তানের জন্য যে বৈশিষ্ট্য গুলো যথার্থ সে ক্ষেত্রে 'হ্যাঁ' স্থানটিতে টিক (✓) চিহ্ন এবং কোন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংশয় থাকলে '?' স্থানটিতে টিক (✓) চিহ্ন এবং যথার্থ না হলে 'না' স্থানটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিতে বলা হয়েছিল। 'হ্যাঁ' স্থানে প্রতি টিক (✓) চিহ্নের জন্য ১ নম্বর নির্ধারণ করা হয় এবং প্রতিটি নমুনার ক্ষেত্রে 'হ্যাঁ' স্থানের টিক (✓) চিহ্ন প্রদানের জন্য সর্বমোট নম্বর বা সাফল্যাংক গণনা করা হয়। এই

Dhaka University Institutional Repository

সাফল্যাংক শিশুর স্বাবলম্বী আচরণের নির্দেশক। ২ থেকে ৩ বৎসর বয়সের শিশুর মাদের প্রশ্নমালাটিতে ৬৪টি প্রশ্ন ছিল এবং সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সাফল্যাংক ছিল '৬৪' ; ৩ থেকে ৪ বৎসর বয়সের শিশুর মাদের জন্য ৭২টি প্রশ্ন ছিল, সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সাফল্যাংক ছিল '৭২' ; ৪ থেকে ৫ বৎসর বয়সের শিশুর মাদের জন্য ব্যবহৃত প্রশ্নমালাটিতে ৮১টি প্রশ্ন ছিল, সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সাফল্যাংক ছিল '৮১' এবং ৫থেকে ৬ বৎসর বয়সের শিশুর মাদের প্রশ্নমালাটি ৮৫টি প্রশ্ন সম্বলিত ছিল , সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সাফল্যাংক ছিল '৮৫'। সব বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সর্বনিম্ন সাফল্যাংক ছিল '০'। স্বাবলম্বী নির্দেশক আচরণ হিসাবে উচ্চ সাফল্যাংক অধিক স্বাবলম্বিতা এবং নিম্ন সাফল্যাংক নিম্ন মাত্রার স্বাবলম্বিতা নির্দেশ করে।

২.৪ প্রক্রিয়া

বর্তমান গবেষণার জন্য ২-৬ বৎসর বয়সের (৪৮০ জন) শিশু ও তাদের মাদের ঢাকা শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে নির্বাচন করা হয়। এদের আর্থসামাজিক অবস্থান মধ্যবিত্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতা পঞ্চম শ্রেণী থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত এবং বয়স ছিল ২৫-৩০ বৎসরের মধ্যে। নমুনা সংগ্রহের জন্য নার্সারী স্কুল ও বিভিন্ন সংস্থার সাহায্য নেয়া হয়। বর্তমান গবেষণাটি পরিচালনার জন্য গবেষক কর্তৃক প্রণীত প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়। এই প্রশ্নমালায় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা এবং মা ও শিশুর জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল। তা পরবর্তীতে নমুনাদের উপর প্রয়োগ করা হয়। উপাত্ত সংগ্রহের জন্য শিক্ষিত মায়েরা নিজেরাই প্রশ্নপত্র পূরণ করেন, স্বল্প শিক্ষিত মায়েদের ক্ষেত্রে মৌখিকভাবে গ্রহণ করা হয় । ব্যক্তিগত এবং দলীয় উভয় ভাবেই উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। নমুনাদের সকলেই প্রশ্নপত্র পূরণে ৩০ থেকে ৪০ মিনিট সময় নিয়েছিল এবং প্রত্যেকেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল। পরিশেষে তাদের ধন্যবাদ দেওয়া হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ৩ঃ ফলাফল

Dhaka University Institutional Repository

ফলাফল

বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল প্রাক-স্কুলগামী শিশুদের স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশের সাথে জড়িত উপাদানসমূহ যথাঃ শিশুর লিঙ্গ,বয়স ও জন্মক্রম এবং মায়ের পেশার প্রভাব অনুসন্ধান করা। এই উদ্দেশ্যে বর্তমান গবেষণায় ৪৮০জন প্রাক-বিদ্যালয় শিশু (২-৬ বৎসর) এবং তাদের ৪৮০ জন মাকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ৪৮০ জন মায়েদের মধ্যে ২৪০ জন চাকুরিজীবি এবং ২৪০ জন গৃহিণী ছিলেন। এ সকল মায়েদের মধ্যে ১২০ জন চাকুরিজীবি ও ১২০ জন গৃহিণী কন্যা সন্তানের মা এবং ১২০ জন চাকুরিজীবি ও ১২০ জন গৃহিণী পুত্র সন্তানের মা। নমুনাদের বয়স ২৫-৩০ বৎসর এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা পঞ্চম শ্রেণী থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত ছিল। এদের সবাই ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর।

প্রাক-স্কুলগামী শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশের সাথে জড়িত উপাদানসমূহ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে গবেষক কর্তৃক প্রণীত প্রশ্নপত্র শিশুর বয়স ভেদে (বিকাশ মূলক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে) নমুনাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রদান করা হয়। সংগৃহিত উপাত্ত নিম্নের পরিসংখ্যান ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়ঃ

(১) শিশুর স্বাবলম্বী আচরণের উপর শিশুর লিঙ্গ, জন্মক্রম ও মায়ের পেশার প্রভাব এবং এই তিনটি উপদানের আন্তঃক্রিয়ার প্রভাব নির্ণয় করার জন্য ২×৩×২ ত্রিমূখী ভেদাঙ্ক বিশ্লেষণ করা হয় (ছক নং ৩, ৫, ৭, ৮)।

(২) শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশের উপর শিশুর লিঙ্গ ও বয়সের প্রভাব এবং এই দুইটি উপাদানের আন্তঃক্রিয়ার কোন প্রভাব আছে কিনা দেখার জন্য ২×৪ ত্রিমুখী ভেদাঙ্ক বিশ্লেষণ করা হয় (ছক নং ১০)।

(৩) এছাড়াও শিশুর লিঙ্গ, জন্মক্রম, বয়স এবং মায়ের পেশার ভিত্তিতে গঠিত উপাদানের গড়মান নির্ণয় করা হয়েছে (ছক নং- ৪, ৬, ৯, ১১)।

(৪) বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে আন্তঃক্রিয়া রেখাচিত্রে (চিত্র নং- ৩, ৪) এবং গড়মান স্তম্ভ চিত্রে (চিত্র নং- ১,২) প্রদর্শন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, চারটি প্রশ্নপত্রের প্রশ্নের সংখ্যা অসম হওয়াতে প্রতিটি নমুনার প্রাপ্ত সাফল্যাঙ্কের শতকরা নির্ণয় করা হয়েছিল এবং এই নির্ণীত সাফল্যাঙ্ক ব্যবহার করে পারিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ করা হয়েছিল।

ছক-৩ ঃ ২ থেকে ৩ বছর বয়সী শিশুদের জন্মক্রম, লিঙ্গ এবং মায়ের পেশাভেদে সাফল্যাঙ্কের ভেদাঙ্ক বিশ্লেষণ।

SV	Ss	df	Ms	F
লিঙ্গ	৮৮৫.০৯	১	৮৮৫.০৯	৫.১৬*
জন্মক্রম	৭২৯.৫৮	২	৩৬৪.৭৯	২.১২
মায়ের পেশা	৭৯৬.০৯	১	৭৯৬.০৯	৪.৬৪*
লিঙ্গ× জন্মক্রম	৩৮.০২	২	১৯.০১	০.১১
লিঙ্গ × মায়ের পেশা	১৬.৬৯	১	১৬.৬৯	০.০৯
জন্মক্রম × মায়ের পেশা	১৬৫.১৮	২	৮২.৪৯	০.৪৮
লিঙ্গ × জন্মক্রম × মায়ের পেশা	৫.৫৭	২	২.৭৮	০.০১
উইদিন সেল	১৮৫১৯.৯৬	১০৮	১৭১.৪৮	০.০১

* তাৎপর্যপূর্ণ ০.০ ৫ মাত্রায়

ছক নং- ৩ এ উপস্থাপিত ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, ২ থেকে ৩ বৎসর বয়সী শিশুদের স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে লিঙ্গ ভেদে এবং মায়ের পেশা ভেদে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান (যথাক্রমে F = ৫.১৬, df = ১,১০৮ ; P < ০.০ ৫ এবং F = ৪.৬৪ ; df = ১, ১০৮ ; P < ০.০৫)। জন্মক্রম ভেদে শিশুর স্বাবলম্বী আচরণে কোন পার্থক্য পাওয়া যায় নি।

ছক-৪ ঃ ২ থেকে ৩ বৎসর বয়সী শিশুদের জন্মক্রম, লিঙ্গ এবং মায়ের পেশা ভেদে সাফল্যাঙ্কের গড়মান ।

মায়ের পেশা									সর্বমোট
চাকুরিজীবি					গৃহিণী				
লিঙ্গ	১ম	২য়	৩য়	মোট	১ম	২য়	৩য়	মোট	
ছেলে	৫১.৯	৫৩.৭	৫১	৫২.২	৪৯	৫১.৭	৫০.৬	৫০.৪৩	৫১.৩১
মেয়ে	৫১.১	৫১.২	৫০.৯	৫১.০৬	৪৮.৯	৫০.২	৪৮.৯	৪৯.৩	৫০.১৮
মোট	৫১.৫	৫২.৪৫	৫০.৯৫	৫১.৬৩	৪৮.৯	৫০.৯৬	৪৯.৭৫	৪৯.৮২	

Dhaka University Institutional Repository

ছক নং ৪, চিত্র নং ১ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২ থেকে ৩ বছর বয়সে মেয়েদের ($\bar{X}$ = ৫০.১৮) চাইতে ছেলেরা ($\bar{X}$ = ৫১.৬১) এবং গৃহিণী মায়ের সন্তানদের ($\bar{X}$ = ৪৯.৮২) চাইতে চাকুরিজীবি মায়ের সন্তানরা ($\bar{X}$ = ৫১.৬৩) অধিক স্বাবলম্বী হয়।

অর্থাৎ ২ থেকে ৩ বছর বয়সী শিশুদের স্বাবলম্বিতার বিকাশে শিশু ছেলে না মেয়ে এবং মা চাকুরিজীবি না গৃহিণী এই দুটো উপাদান জড়িত। উল্লেখ্য যে, এ বয়সে শিশুদের লিঙ্গ ও মায়ের পেশার আন্তঃক্রিয়ার কোন তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব পাওয়া যায় নাই।

ছক-৫ঃ ৩ থেকে ৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্মক্রম, লিঙ্গ এবং মায়ের পেশা ভেদে সাফল্যাঙ্কের ভেদাঙ্ক বিশ্লেষণ।

SV	Ss	Df	Ms	F
লিঙ্গ	২৪৭.০২	১	২৪৭.০২	৪.৫৫*
জন্মক্রম	১২৮.৪৫	২	৬৪.২২	১.১৮
মায়ের পেশা	৯৭২.৮২	১	৯৭২.৮১	১৭.৯৩**
লিঙ্গ × জন্মক্রম	১০০.৮৩	২	৫০.৮১	০.৯২
লিঙ্গ × মায়ের পেশা	৪৩.৪১	১	৪৩.৪১	০.৮০
জন্মক্রম × মায়ের পেশা	৭০.৮	২	৩৫.৪	০.৬৫
লিঙ্গ × জন্মক্রম × মায়ের পেশা	১৮৩.৯৫	২	৯১.৯৭	১.৬৯
উইদিন সেল	৫৮৫৯.১	১০৮	৫৪.২৫	০.০১

* তাৎপর্যপূর্ণ ০.০৫ মাত্রায়।
** তাৎপর্যপূর্ণ ০.০১ মাত্রায়।

ছক-৫ এ উপস্থাপিত ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, ৩-৪ বৎসর বয়সী শিশুদের স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে লিঙ্গভেদে ও মায়ের পেশাভেদে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য আছে (যথাক্রমে F = ৪.৫৫, df = ১,১০৮, P < ০.০৫ ও F = ১৭.৯৩, df = ১,১০৮ ; P <০.০১)। এই বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রেও জন্মক্রম ভেদে স্বাবলম্বী আচরণে কোন পার্থক্য পাওয়া যায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

ছক-৬ ঃ ৩ থেকে ৪ বৎসর বয়সী শিশুদের জন্মক্রম, লিঙ্গ ও মায়ের পেশাভেদে সাফল্যাঙ্কের গড় মান।

	মায়ের পেশা								সর্বমোট
	চাকুরিজীবি				গৃহিণী				
	জন্মক্রম				জন্মক্রম				
লিঙ্গ	১ম	২য়	৩য়	মোট	১ম	২য়	৩য়	মোট	
ছেলে	৬৪.৫	৬০.৬	৬২.৯	৬২.৬	৫৯.৬	৫৭.১	৫৭.৫	৫৮.০	৬০.৩
মেয়ে	৬২.৬	৬০.৪	৫৭.৭	৬০.১	৫৫.৮	৫৬.৯	৫৭.৯	৫৬.৮	৫৮.৪৩
মোট	৬৩.৩	৬০.৫	৬০.৩	৬১.৩	৫৭.৭	৫৭.০	৫৭.৭	৫৭.৪	

ছক নং ৬ থেকে দেখা যাচ্ছে যে মেয়েদের চাইতে ($\bar{X}=$ ৫৮.৪৩) ছেলেরা ($\bar{X}=$ ৬০.৩) এবং চাকুরিজীবি মায়ের সন্তানদের ($\bar{X}=$ ৬১.৩) চাইতে গৃহিণী মায়ের সন্তানরা ($\bar{X}=$ ৫৭.৪) বেশী স্বাবলম্বী। অর্থাৎ ২ থেকে ৩ বছর বয়সী শিশুদের মত ৩ থেকে ৪ বছর বয়সের শিশুদেরও ছেলে না মেয়ে, মা চাকুরিজীবি না গৃহিনী তার উপর স্বাবলম্বিতার বিকাশ নির্ভর করে। অবশ্য এ বয়সের শিশুদের স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশের উপর শিশুর জন্মক্রম, শিশুর লিঙ্গ ও মায়ের পেশার আন্তঃক্রিয়ার কোন তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব পাওয়া যায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

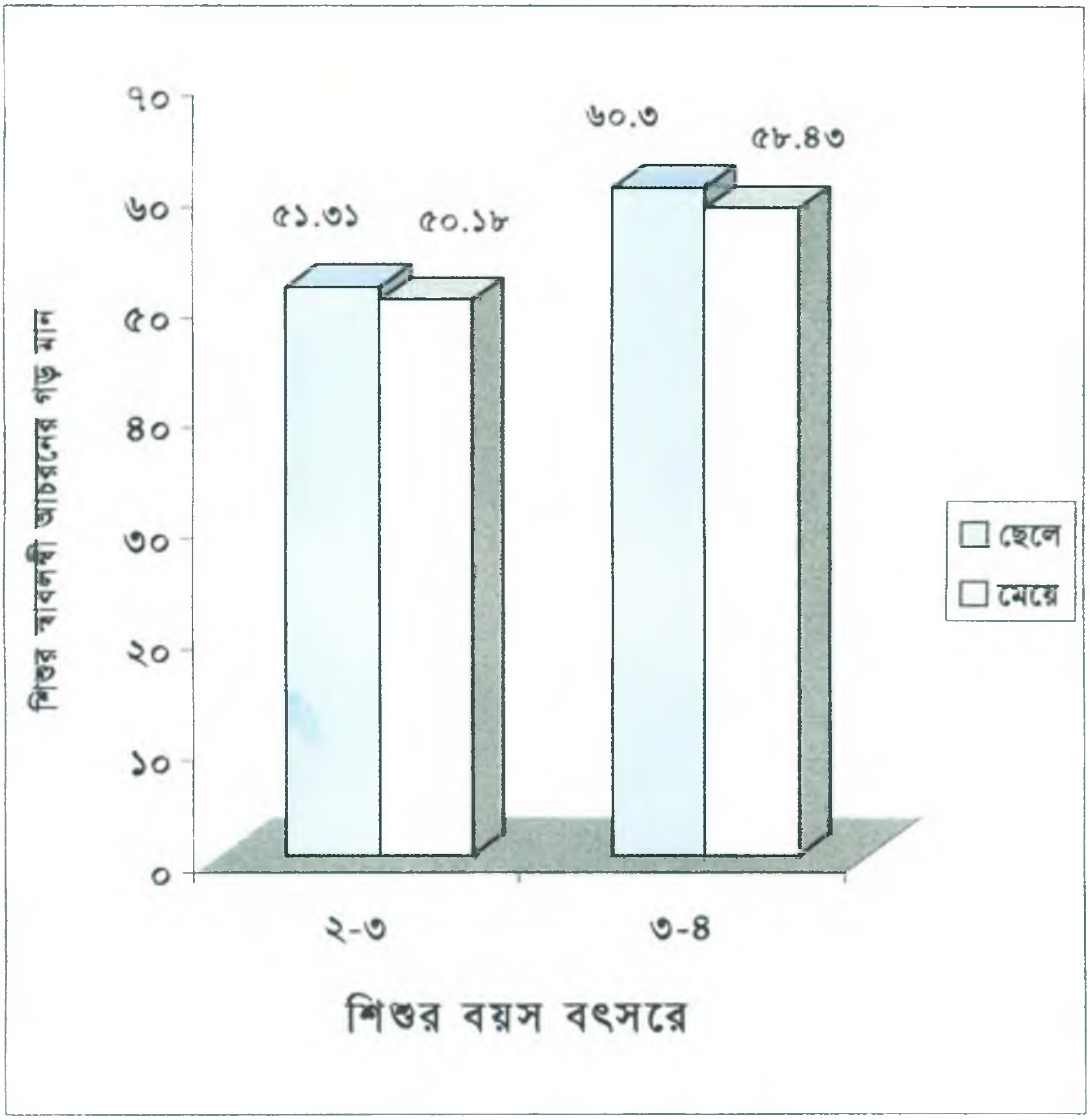

চিত্র নং-১ ঃ ২ থেকে ৪ বৎসর বয়সী শিশুর লিঙ্গ ভেদে স্বাবলম্বী আচরণের গড়।

Dhaka University Institutional Repository

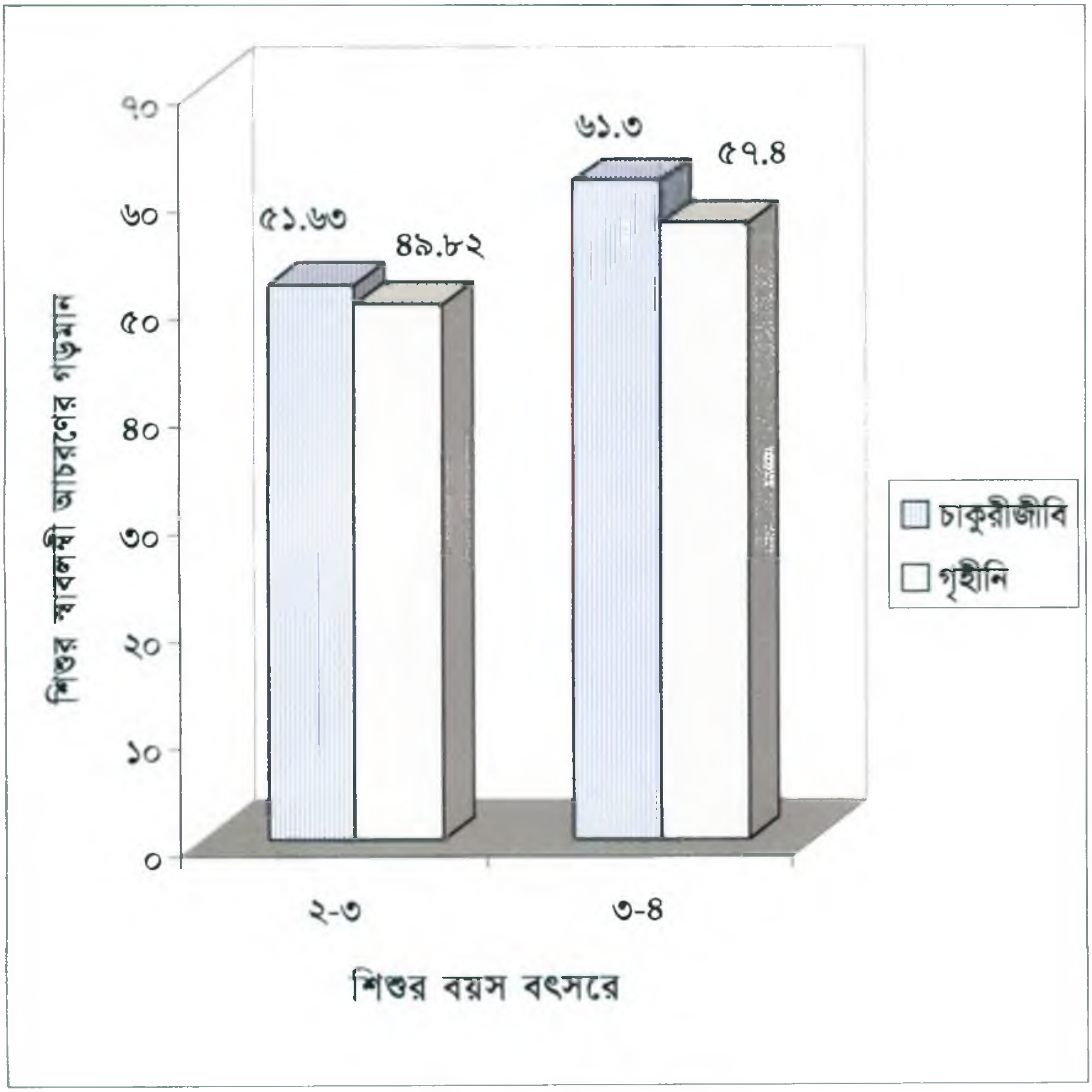

চিত্র নং-২ ঃ ২ থেকে ৪ বৎসর বয়সী শিশুর মায়ের পেশা ভেদে স্বাবলম্বী আচরণের গড়

Dhaka University Institutional Repository

ছক-৭ঃ ৪ থেকে ৫ বৎসর বয়সী শিশুদের জন্মক্রম, লিঙ্গ ও মায়ের পেশাভেদে সাফল্যাঙ্কের ভেদাঙ্ক বিশ্লেষণ।

SV	Ss	df	Ms	F
লিঙ্গ	০.৩৭	১	০.৩৭	০.০০৭
জন্মক্রম	১৫৬.০৩	২	৭৮.০১	১.৫
পেশা	৩.৮৬	১	৩.৮৬	০.০৭
লিঙ্গ × জন্মক্রম	২৯.৬৭	২	১৪.৮৩	০.২৮
লিঙ্গ × পেশা	৪৩.৬৭	১	৪৩.৬৭	০.৮৪
জন্মক্রম × পেশা	৪.৭	২	২.৩৫	০.০৪
লিঙ্গ × জন্মক্রম × পেশা	৭.২১	২	৩.৬০	০.০৭
উইদিন সেল	৫৫২৫.১৭	১০৮	৫১.৫১	

ছক নং ৭ থেকে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে ৪ থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে শিশু ছেলে না মেয়ে, তার জন্মক্রম কত এবং তার মায়ের পেশা কি এসব কোন উপাদানই তার স্বাবলম্বী আচরণের উপর প্রভাব ফেলাতে প্যারেনি। এ ছাড়াও এই বয়সের শিশুদের স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে শিশুর জন্মক্রম, লিঙ্গ, মায়ের পেশা এবং এই তিনটি উপাদানের মধ্যে আন্তঃক্রিয়ার কোন তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব পাওয়া যায়নি।

ছক-৮ ঃ ৫ থেকে ৬ বৎসর বয়সী শিশুদের জন্মক্রম, লিঙ্গ ও মায়ের পেশা ভেদে সাফল্যাঙ্কের ভেদাঙ্ক বিশ্লেষণ।

SV	Ss	Df	Ms	F
লিঙ্গ	৮১.০২	১	৮১.০২	১.৬০
জন্মক্রম	১৩৩.৬৮	২	৬৬.৮৪	১.৩২
পেশা	১৫৫.৫	১	১৫৫.৫	৩.০৮
লিঙ্গ × জন্মক্রম	১৪২.৫	২	৭১.২৫	১.৪১
লিঙ্গ × পেশা	২২৬.৩২	১	২২৬.৩২	৪.৪৮*
জন্মক্রম × পেশা	৬১.৬৬	২	৩০.৮৩	০.৬১
লিঙ্গ × জন্মক্রম × পেশা	৩৪.২৫	২	১৭.১২	০.৩৩
উইদিন সেল	৫৪৪৮.২৭	১০৮	৫০.৪৪	

* তাৎপর্যপূর্ণ ০.০৫ মাত্রায়

Dhaka University Institutional Repository

ছক-৮, এ উপস্থাপিত ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, শিশুর জন্মক্রম, লিঙ্গ অথবা মায়ের পেশা ভেদে ৫ থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের স্বাবলম্বী আচরণে কোন পার্থক্য হয়নি তবে মায়ের পেশা ও শিশুর লিঙ্গের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক (F = ৪.৪৮, df = ১,১০৮ ; P <০.০৫) বিদ্যমান।

ছক-৯ ঃ ৫ থেকে ৬ বৎস বয়সী শিশুদের জন্মক্রম, লিঙ্গ ও মায়ের পেশা ভেদে সাফল্যাঙ্কের গড়মান।

মায়ের পেশা									সর্বমোট
চাকুরিজীবি					গৃহিণী				
	জন্মক্রম				জন্মক্রম				
লিঙ্গ	১ম	২য়	৩য়	মোট	১ম	২য়	৩য়	মোট	
ছেলে	৬৩.৮০	৬৫.৯০	৬৪.১০	৬৪.৬০	৫৯.৭০	৬০.৯০	৬১.৯০	৬০.১০	৬২.৩৫
মেয়ে	৫৮.৯০	৬২.০	৬১.৭০	৬০.৫৬	৫৯.২০	৬১.৯০	৬২.২০	৬১.১০	৬০.৮৩
মোট	৬১.৩৯	৬৩.৯৫	৬২.৯	৬২.৭	৫৯.৪	৬০.৪	৬১.০৫	৬০.৬০	

ছক-৯ ও চিত্র-৩ থেকে দেখা যায় যে, চাকুরিজীবি মায়ের ছেলেরা সবচাইতে বেশী স্বাবলম্বী ($\bar{X}$ = ৬৪.৬০) হয় এবং গৃহিণী মায়ের ছেলেরা সবচাইতে কম স্বাবলম্বী ($\bar{X}$ = ৬০.১০) হয়।

ছক-১০ঃ প্রাক বিদ্যালয় শিশুদের (২-৬ বৎসর) স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে শিশুর লিঙ্গ ও বয়সভেদে সাফল্যাঙ্কের ভেদাঙ্ক বিশ্লেষণ।

SV	Ss	df	Ms	F
লিঙ্গ	৩৪৪.৬৬	১	৩৪৪.৬৬	৪.০৯*
বয়স	১২৭২৯.২২	৩	৪২৪৩.০৭	৫০.৪৩**
লিঙ্গ × বয়স	৮৬৭.৪১	৩	২৮৯.১৩	৩.৪৩*
উইদিন সেল	৩৯৭১৩.৮৮	৪৭২	৮৪.১৩	

* তাৎপর্যপূর্ণ০.০৫ মাত্রায়।

** তাৎপর্যপূর্ণ ০.০১ মাত্রায়।

Dhaka University Institutional Repository

ছক নং- ১০ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রাকস্কুলগামী শিশুদের (২-৬ বৎসর) স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে লিঙ্গ ও বয়সভেদে পার্থক্য আছে (যথাক্রমে F = ৪.০৯, df = ১,৪৭২ ; P <০.০৫ এবং F = ৫০.৪৩, df =৩,৪৭২ ; P < ০.০১)। এছাড়াও শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে বয়স ও লিঙ্গের আন্তঃসম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় (F = ৩.৪৩, df = ৩,৪৭২: P <০.০৫)।

ছক-১১ঃ প্রাক বিদ্যালয় শিশুদের (২-৬ বৎসর) স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে শিশুর লিঙ্গ ও বয়স ভেদে সাফল্যাঙ্কের গড় মান।

লিঙ্গ	বয়স				মোট
	২-৩ বৎসর	৩-৪ বৎসর	৪-৫ বৎসর	৫-৬ বৎসর	
মেয়ে	৭৫.০৭	৮১.২২	৬৯.০১	৭৩.৪৮	৭৪.৬৮
ছেলে	৮০.৫০	৮৪.০৯	৬৯.১২	৭১.৮০	৭৬.৩৭
মোট	৭৭.৭৮	৮২.৬৫	৬৯.০৬	৭২.৬১	

প্রথমত: দেখা যাচ্ছে যে, (ছক নং ১১) ছেলেরা ($\bar{X}$ = ৭৬.৩৭) মেয়েদের ($\bar{X}$ =৭৪.৬৮) চাইতে বেশী স্বাবলম্বী। দ্বিতীয়ত: ৩ থেকে ৪ বছর বয়সী শিশুরা সবচেয়ে বেশী স্বাবলম্বী ($\bar{X}$ = ৮২.৬৫) এবং ৪ থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুরা সবচাইতে কম ($\bar{X}$ = ৬৯.০৬) স্বাবলম্বী।

২ থেকে ৩ বৎসর বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে ছেলেরা ($\bar{X}$ =৮০.৫০) মেয়েদের ($\bar{X}$ = ৭৫.০৭) চেয়ে বেশী স্বাবলম্বী। ৩ থেকে ৪ বৎসর বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রেও ছেলেরা ($\bar{X}$ = ৮৪.০৯) মেয়েদের ($\bar{X}$ =৮১.২২) চেয়ে বেশী স্বাবলম্বী। তবে ৪ থেকে ৫ বৎসর বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে ছেলে ($\bar{X}$ = ৬৯.১২) ও মেয়েদের ($\bar{X}$ = ৬৯.০১) স্বাবলম্বী আচরণের গড়ের মধ্যে খুব কম পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও এক্ষেত্রেও স্বাবলম্বিতার মাত্রা মেয়েদের চাইতে ছেলেদের মধ্যেই বেশী। আবার ৫থেকে ৬ বৎসর বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে এর বিপরীত প্রবনতা লক্ষ্য করা গেছে। দেখা যাচ্ছে যে এ বয়সে ছেলেরা ($\bar{X}$ = ৭১.৮০) মেয়েদের ($\bar{X}$ = ৭৩.৪৮) চেয়ে কম স্বাবলম্বী হয়। অর্থাৎ শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে শিশুর লিঙ্গ ও বয়সের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের একটা ভূমিকা আছে। অর্থাৎ প্রাকস্কুলগামী শিশুদের (২-৬ বৎসর) স্বাবলম্বিতার বিকাশে শিশু ছেলে না মেয়ে এবং মা চাকুরীজিবি না গৃহিণী এ দুটো উপাদান বিশেষভাবে জড়িত। শিশুদের স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশের উপর শিশুর

Dhaka University Institutional Repository

লিঙ্গ, মায়েদের পেশা বিশেষ প্রভাব ফেলে এবং শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে শিশুর লিঙ্গ ও মায়ের পেশা (চিত্র-৩) শিশুর বয়স ও শিশুর লিঙ্গের (চিত্র-৪) মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। লক্ষ্য করা যায় যে চাকুরিজীবি মায়ের সন্তানেরা অপেক্ষাকৃত বেশী স্বাবলম্বী এবং মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা বেশী স্বাবলম্বিতা অর্জন করে।

Dhaka University Institutional Repository

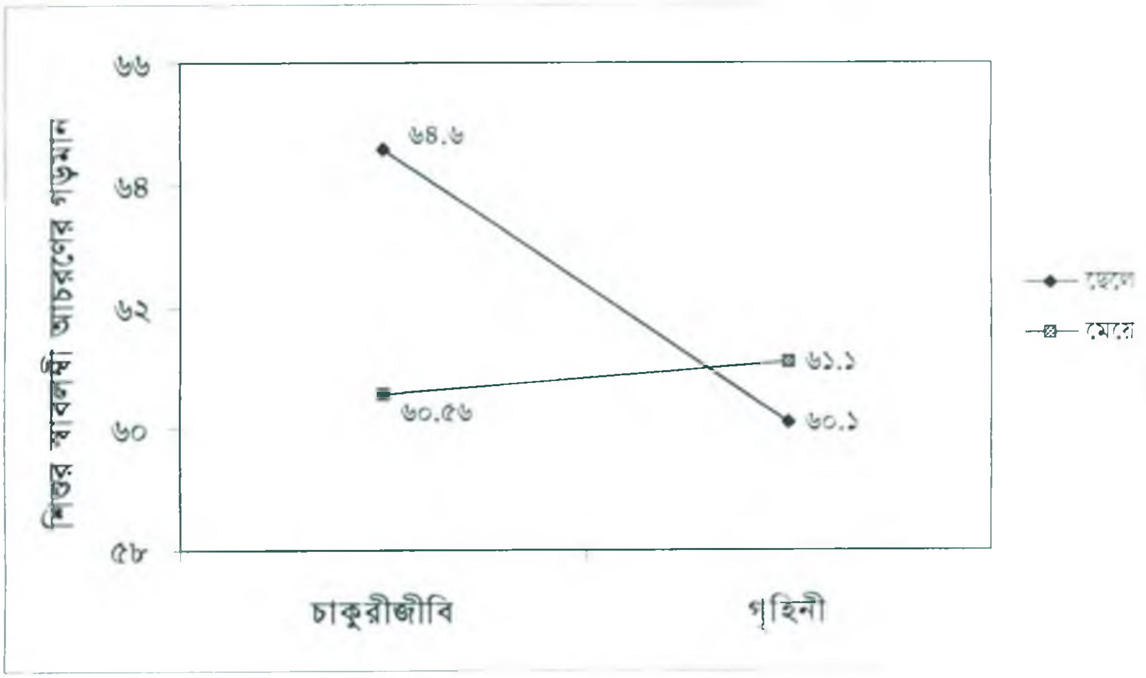

চিত্র নং ৩ঃ শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশের উপর শিশুর লিঙ্গ ও মায়ের পেশার আন্তক্রিয়ার প্রভাব।

Dhaka University Institutional Repository

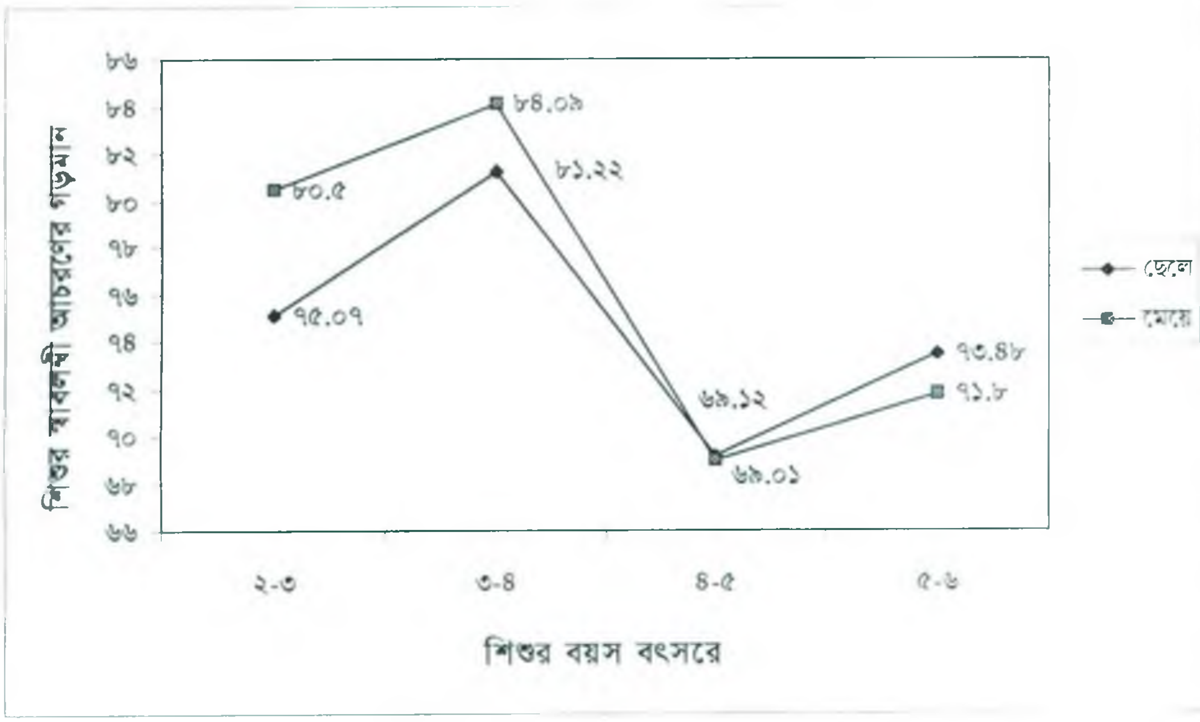

চিত্র নং ৪ঃ শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশের উপর শিশুর বয়স ও লিঙ্গের আন্তঃক্রিয়ার প্রভাব।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ৪ঃ আলোচনা

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনা

বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল প্রাক-স্কুলগামী শিশুদের স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশের সাথে জড়িত উপাদানসমূহ অনুসন্ধান করা। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে প্রত্যেকেই দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলছে। এই প্রতিযোগিতায় যারা বয়সের সাথে উপযোগী কর্মে দক্ষ নয় তারাই পিছিয়ে পড়ছে। "শিশুই জাতির ভবিষ্যত" - তাই শিশুর উপযুক্ত সময়ে যথার্থ আচরণ শিক্ষন ও তার মধ্যে দিয়ে বয়সোপযোগী স্বাবলম্বিতা অর্জন করাও অত্যন্ত জরুরী। কারণ প্রাক-বিদ্যালয় বয়স হলো শিশুর আচরণ বিকাশের ভিত্তি। এই ক্ষেত্রে কিছু কিছু শিশু প্রতিযোগিতায় টিকে থাকলেও অনেকেই পিছিয়ে পড়ছে। তাই বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশের সাথে জড়িত উপাদানসমূহ যেমনঃ শিশুর লিঙ্গ, শিশুর বয়স ও জন্মক্রম, মায়ের পেশা প্রভৃতি অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

প্রাক-বিদ্যালয় শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশের সাথে জড়িত উপাদানসমূহ অনুসন্ধানের জন্য বর্তমান গবেষণায় প্রাক-বিদ্যালয় বয়সী (২-৬ বৎসর) ৪৮০ জন শিশু এবং তাদের মায়েদের (৪৮০ জন) উপর পরিচালিত গবেষণা থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষনের জন্য ভেদাঙ্ক বিশ্লেষণ এবং গড়মান নির্ণয় করা হয়।

প্রথমত: শিশুর স্বাবলম্বী আচরণকে নির্ভরশীল চল হিসাবে এবং শিশুর লিঙ্গ, জন্মক্রম ও মায়ের পেশাকে অনির্ভরশীল চল হিসাবে ধরে নিয়ে শিশুর স্বাবলম্বী আচরণের উপর তার লিঙ্গ, জন্মক্রম এবং মায়ের পেশার প্রভাব এবং এই তিনটি উপাদানের আন্তঃক্রিয়ার প্রভাব নির্ণয় করার জন্য ২×৩×২ ত্রিমূখী ভেদাঙ্ক বিশ্লেষণ করা হয়।

২ থেকে ৩ বৎসর বয়সী শিশুদের স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে (ছক নং-৩) লিঙ্গ ভেদে এবং মায়ের পেশা ভেদে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য হয় এবং ২ থেকে ৩ বছর বয়সে মেয়েদের (X = ৫০.১৮) চাইতে

Dhaka University Institutional Repository

ছেলেরা ($\bar{X}$ = ৫১.৩১) এবং গৃহিণী মায়ের সন্তানদের ($\bar{X}$ =৪৯.৮২) চাইতে চাকুরিজীবি মায়ের সন্তানরা ($\bar{X}$ =৫১.৬৩) অধিক স্বাবলম্বী হয় (ছক-৪)।

৩ থেকে ৪ বৎসর বয়সী শিশুদের স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশেও (ছক-৫) লিঙ্গ ভেদে ও মায়ের পেশা ভেদে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য পাওয়া গেছে এবং এদের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে (ছক-৬) মেয়েদের চেয়ে ($\bar{X}$ = ৫৮.৪৩) ছেলেরা ($\bar{X}$ = ৬০.৩) এবং চাকুরিজীবি মায়ের সন্তানদের ($\bar{X}$ =৬১.৩) চেয়ে গৃহিণী মায়ের সন্তানরা ($\bar{X}$ = ৫৭.৪) কম স্বাবলম্বী হয়।

অর্থাৎ ২ থেকে ৪ বৎসর বয়সী শিশুদের স্বাবলম্বিতার বিকাশে শিশু ছেলে না মেয়ে এবং মা চাকুরিজীবি না গৃহিণী এই দুটো উপাদান জড়িত বলে প্রতীয়মান হচ্ছে । উল্লেখ্য যে, এ বয়সে শিশুদের লিঙ্গ, জন্মক্রম ও মায়ের পেশার মধ্যে আন্তঃক্রিয়ার কোন তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব পাওয়া যায়নি।

Marcus, (1975) ২ থেকে ৩ বৎসর বয়সী শিশুদের স্বাবলম্বী আচরণ সম্পর্কে বলেন যে, মেয়েদের ২ বৎসর বয়সে পরনির্ভরশীলতা প্রদর্শন করলে সকলেই খুশী হবে এবং উৎসাহিত করবে। কিন্তু ছেলেদের পরমুখাপেক্ষিতা প্রদর্শন তেমনভাবে স্বীকৃতি অর্জন করে না। কারন প্রাপ্ত বয়স্কদের মত ২ বছরের শিশুদের কাছেও আশা করা হয় যে, তারা ছেলেদের উপযুক্ত আচরণ করুক। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে এই চাপ কম থাকে। দেখা যায় ছেলেদের এমন গল্প শুনান হয় যেখানে পুরুষ চরিত্র বা বীরের ঘটনা বর্ননা করা হয়েছে। কিন্তু কন্যা সন্তানের জন্য গল্প নির্বাচনের সময় তেমন কোন সতর্কতা অবলম্বন করা হয় না। অর্থাৎ মেয়েদের কাছ থেকে নির্ভরশীলতা প্রত্যাশা করা হয় (Etaugh,et.al.,1975) ।

২ বৎসর থেকে শিশুরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে চেষ্টা করে। স্বাবলম্বিতা অর্জন করতে না পারায় শিশু যখন ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাজটি করতে পারে না তখন হতাশ হয়ে পড়ে। একই ভাবে শিশু কাজ করার যোগ্যতা অর্জনের পূর্বে মা-বাবা পেশী নিয়ন্ত্রণ করা বা হাত-পা ব্যবহারের কৌশল শিখাতে সচেষ্ট হন তবে সেটিও শিশুর সামাজিক অভিযোজনের অন্তরায় হয়ে উঠে। ফলে শিশুর নিজের চেষ্টায় কাজ করার আগ্রহ বা ইচ্ছা নষ্ট হয়ে যায়। বিশেষত: শিশুদের লিঙ্গানুরূপ আচরণের ক্ষেত্রে মেয়েদের উপর চাপ প্রয়োগ করা হয়। ফলে তারা ছেলেদের চেয়ে বেশী মাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

অপরপক্ষে ছেলে ও মেয়ে শিশুর নৈপুণ্য অর্জনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ছেলেরা যে ধরনের নৈপুণ্য অর্জন করে মেয়েরা সে ধরনের নৈপুণ্য শেখে না। শৈশবের শুরুতে ছেলেরা যাতে তাদের জন্য নির্ধারিত সমাজ স্বীকৃত নৈপুণ্য শিখে সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে বিশেষত: গার্হস্থ্য সংক্রান্ত কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় (Etaugh, 1974)।

আবার দেখা যায় যে কর্মজীবি মা, গৃহিণী মায়ের চেয়ে সন্তানদের কম সময় দিতে পারেন। ফলে চাকুরীজীবি মায়েদের সন্তানেরা নিজেদের কাজ নিজেরা করতে বাধ্য হয়। তাই চাকুরীজীবি মায়ের সন্তানেরা তুলনামূলক আগে স্বাবলম্বিতা অর্জন করে। তবে চাকুরীজীবি মায়েরা যদি সন্তানদের প্রতি কঠোরতা অথবা প্রশ্রয় প্রদর্শন করেন তবে শিশুর নির্ভরশীলতার মাত্রা বেড়ে যায়।

Stone and Church (1973) এর মতে, মা কাজে গেলে তার অনুপস্থিতিতে সন্তানদের রক্ষনাবেক্ষনের জন্য অন্য কারো সাহায্য নিতে হয়। তাই মা-বাবা সন্তানের প্রতি বেশীমাত্রায় সহনশীলতা প্রকাশ করে। বাহিরে মায়ের চাকুরী যদি মাকে ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত করে, ঘরে ফিরে সেই মা তার স্বামী ও ছেলেমেয়েকে অসহ্য মনে করে বা অপরাধবোধে ভোগে। ফলে মা হয় সন্তানকে কঠোরভাবে দমন করে অথবা প্রশ্রয় দেয়। তাই শিশু যখন স্বনির্ভরতা অর্জন করতে শিখছে ঠিক সে সময়টিতে মা-বাবার অতিরিক্ত সাহায্য, প্রশ্রয় বা কঠোরতা শিশুকে নির্ভরশীল করে তোলে।

শিশু যদি তার কাজের স্বীকৃতি পায় তবে সে সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে স্বাবলম্বী হয়ে উঠে। চাকুরীজীবি মায়েরা তাদের অনুপস্থিতিতে সন্তানদের সুষ্ঠু কর্ম প্রক্রিয়ার জন্য সুখী বোধ করেন এবং খুশী হন যা শিশুর মাঝে পুরস্কার বা স্বীকৃতি হিসাবে কাজ করে (Gavalas and Briggs, 1966)।

নির্ভরশীল আচরণ বৃদ্ধি পায় নির্ভরশীল কর্মকান্ডকে কিরূপ স্বীকৃতি প্রদান করে তার উপর এবং সাফল্য জনক আচরণকে পুরস্কৃত না করার মাত্রার উপর। চাকুরিজীবি মায়ের সন্তানেরা যদিও দিনের বেশীর ভাগ সময় মায়ের ভালবাসা বঞ্চিত হয় তথাপি তারা নিজেদেরকে স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে প্রস্তুত হতে থাকে। কিন্তু গৃহিণী মায়ের সন্তানেরা উক্ত সময়ে মায়ের সহায়তা উপভোগ করে। তাই

Dhaka University Institutional Repository

দেখা যায়, চাকুরীজীবি মায়ের সন্তানেরা অপেক্ষাকৃত বেশী স্বাবলম্বী (Rheingold and Echerman, 1973)।

৩ থেকে ৪ বৎসরের একটি ছেলে বা মেয়ে স্বনির্ভরতা অর্জন করতে কতটুকু আগ্রহী তা নির্ভর করে তাদের সঙ্গীরা কতটুকু স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে তার উপর। শিশুর সঙ্গীরা মার পেশাকে কিভাবে মূল্যায়ন করেছে তার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠে মায়ের পেশার প্রতি শিশুর মনোভাবের প্রকৃতি। মা বাহিরে থাকার কারণে শিশুকে সংসারের কতটুকু দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে শিশুর স্বাবলম্বিতার পরিমাণ। Bacon and Lerner (1975) দেখেন যে, মেয়েরা তাদের যোগ্যতাকে অবমূল্যায়ন করে। সে কারণে যে কোন কাজে মেয়েরা অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পরে। যোগ্যতার তুলনায় কম পরিশ্রম করা ক্রমশ একটি অভ্যাসে পরিনত হয়। অর্থাৎ মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে কম কৃতিত্ব অর্জন করে।

Dinkmeyer and Dinkmeyer (1976) এর মতে, প্রাক-বিদ্যালয়গামী শিশুরা ছেলে বা মেয়ে হিসাবে সমাজের প্রত্যাশা বুঝতে শিখে। তারা মনে করে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের উচ্চশিক্ষিত হতে হবে এবং উন্নত মানের পেশা গ্রহণ করবে। অর্থাৎ মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের কৃতিত্ব অর্জনকে সামাজিকভাবে প্রত্যাশা করা হয়। ফলে ছেলেদের মধ্যে কৃতিত্ব অর্জনের জন্য স্বাবলম্বিতা অর্জনের মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও ৩ থেকে ৪ বৎসরের ছেলেদের মধ্যে দলীয় আচরন বেশী লক্ষ্য করা যায়। কারন মেয়েদের ক্ষেত্রে নানারকম বাধা নিষেধ থাকলেও ছেলেদের ক্ষেত্রে তেমন কোন পারিবারিক বা সামাজিক বাধা নেই। ফলে ছেলেরা অপেক্ষাকৃত দ্রুত সামাজিক ও স্বাবলম্বী হয়।

Bowlby (1965) এবং Cohen (1978) এর মতে গৃহিণী মাদের চেয়ে ফুলটাইম কর্মজীবি মায়েরা তাদের সন্তানদের প্রতি ইতিবাচক মনোযোগ কম দিতে পারেন, ফলে শিশুরা নিজের কাজ নিজে করতে বাধ্য হয় এবং দ্রুত স্বাবলম্বিতা অর্জন করে।

মূলতঃ গৃহিণী মা তার সন্তানদের প্রতি বেশী সহানুভূতি প্রকাশের সুযোগ পান। তাই সন্তানদের কাজে এবং মানসিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠার ক্ষেত্রে সর্বদা সাহায্যে করেন। ফলে শিশুর মধ্যে নির্ভরশীলতা

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বাবা-মা প্রত্যাশা করেন তাদের সন্তানরা স্বাবলম্বী হোক অন্যদিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দানেও তাদের থাকে আপত্তি। কারন বাবা-মা সন্তানের স্বাবলম্বিতাকে প্রশংসা করলেও অন্যদিকে তাদের বিভিন্ন প্রকার বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য থাকেন উদ্বিগ্ন। বাবা-মার এরকম মিশ্র অনুভূতির কারণ হলো তারা সন্তানদেরকে সুস্থ ও স্বাবলম্বী দেখতে চান কিন্তু সন্তানরা তাদের থেকে দূরে সরে যাবে তা ভাবতে পারেন না।

তবে মা-বাবা মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের স্বাবলম্বিতাকে বেশী পছন্দ করেন। তবে চাকুরিজীবি মায়েরা যেহেতু সন্তানকে প্রয়োজনীয় সময় দিতে পারেন না এবং সন্তান পরিচর্যাকারীর উপর নির্ভরশীল। তাই দেখা যায় যে, চাকুরিজীবি মায়েরা প্রত্যাশা করেন তাদের সন্তানেরা তাড়াতাড়ি স্বনির্ভর হোক অর্থাৎ মায়ের অনুপস্থিতিতে যেন তারা নিজেদেরকে সামলে নিতে পারে।

৪ থেকে ৫ বৎসর বয়সের শিশুদের স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে শিশুর জন্মক্রম, লিঙ্গ, মায়ের পেশা এই তিনটি উপাদানের প্রভাব এবং এই তিনটির মধ্যে আন্তঃক্রিয়ার কোন তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব পাওয়া যায়নি।

সাধারণতঃ ৪ থেকে ৫ বৎসরের শিশুরা নার্সারী স্কুলে যাওয়া শুরু করে। ফলে ছেলে এবং মেয়ে উভয়েই একই ভাবে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পায়। স্কুলেও তাদেরকে শিশু হিসাবেই আচরণ করা হয়, লিঙ্গগত পার্থক্যের কারনে শিক্ষাদানে বা অন্যান্য বিষয়ে দৃশ্যতঃ তেমন কোন পার্থক্য করা হয় না। সম্ভবতঃ শিক্ষকদের এই সমদৃষ্টিসম্পন্ন সাহায্য এই বয়সের ছেলে এবং মেয়েকে একই দক্ষতা সম্পন্ন করে গড়ে তোলে। শিশুরা দিনের বেশ খানিকটা সময় স্কুলে অতিবাহিত করায় তাদের মধ্যে পারস্পরিক আন্তরিকতার সৃষ্টি হয়। তারা দলের মনোভাব বুঝতে শিখে এবং দলের অনুরূপ কাজ করতে চায়।

শিশুরা দিনের বেশ খানিকটা সময় স্কুলে অতিবাহিত করায় তারা নিজেদের কার্যকলাপ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠে। ফলে ঘরে মায়ের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি তাদেরকে ততটা নাড়া দেয় না। তাই নার্সারী

স্কুলের শিশুদের ক্ষেত্রে গৃহিণী ও কর্মজীবি মায়েদের সন্তানদের সাথে সময় অতিবাহিতকরন ও স্বাবলম্বিতার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না (Goldberg , 1977)।

Stewart and Koch (1983) কর্মজীবি মাদের সাথে দিনের বেলায় শিশুর যে বিচ্ছেদ হয় শিশুর উপর তার প্রভাব অনুসন্ধান করে দেখেন যে, ৪ থেকে ৫ বৎসরের শিশুদের ক্ষেত্রে চাকুরিজীবি ও গৃহিণী মায়ের সন্তানদের মধ্যে স্নেহের আসক্তি ও স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে তেমন কোন গুণগত পার্থক্য নাই। বলা যায় যে, এই বয়সের শিশুরা নার্সারী স্কুলের নতুন পরিবেশ ও নতুন সঙ্গীদের সাথে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বেশীর ভাগ নার্সারী স্কুলের শিক্ষকরা মহিলা হওয়ায় কর্মজীবি মায়ের সন্তানদের মত গৃহিণী মায়ের সন্তানরাও পেশার সক্রিয়তা উপলব্ধি করে এবং শিক্ষকের সক্রিয়তা অনুসরণ করতে থাকে। তেমনি ছেলে মেয়ে উভয়ই শিক্ষকদের মডেল হিসাবে গ্রহন করে বলে এই বয়সের শিশুদের মাঝে স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে পার্থক্য দেখা যায় না (Esterbrooks and Gold berg ,1985)।

এই বয়সে শিশুরা প্রথম বাড়ির বাহিরে নতুন পরিবেশে নিজেকে অভিযোজিত করে এবং এই বয়সে হাতে খড়ি দেওয়া হয় বলে শিশুরা স্কুলে আনন্দের সাথে সাথে নতুন চাপও উপলব্ধি করে।

৪ থেকে ৫ বৎসর বয়সী ছেলেমেয়েরা মায়েদের কাছ থেকে আগের মত সকল কাজে সাহায্য পায় না বরং মায়েরা তাদের কিছু কিছু নিজস্ব কাজ করতে বাধ্য করেন। অপরপক্ষে চাকুরীজীবি ও গৃহিণী উভয় ধরনের মায়েরা এই বয়সের ছেলে এবং মেয়েদের স্বাবলম্বিতা অর্জনে সমভাবে উৎসাহিত করেন, স্কুলের পাঠ্যক্রম অনুসরণে তাগিদ দেন, স্কুলের পরিবেশে অভিযোজনে সহায়তা করেন যেমনঃ শিশু নিজে নিজে খাবার খাওয়া, প্রশ্রাব পায়খানার কথা বলতে পারা, ব্যাগে বই খাতা গুছিয়ে রাখা, শিক্ষকের কথা অনুসরণ করা, স্কুলের নিয়মকানুন মেনে চলা প্রভৃতি।

এই বয়সের শিশুরা প্রথম কিছু অর্জন করছে বলে চাকুরিজীবি ও গৃহিণী উভয় ধরনের মায়েরাই সন্তানদের সাথে আরো নিবিড়ভাবে ঘনিষ্টতা রক্ষা করে যা শিশুর জন্য পুরস্কার হিসাবে কাজ করে।

382976
ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

মারা শিশুর যে কোন স্বাবলম্বী আচরণ অর্জনে আনন্দিত হন এবং স্কুলের কার্যক্রমের সাথে অভিযোজনে ছেলেমেয়েদের সমভাবে উৎসাহিত করেন।

শিশু কখনো ছেলে বা মেয়ে হিসাবে পরিবারে বৈষম্যের সম্মুখীন হলেও ' নার্সারী স্কুলে' যাবার পর শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সমরূপ দৃষ্টিভঙ্গি, দলের সাহচর্যে ও স্বনির্ভর আচরন অর্জনের উৎসাহের কারণে তার পারিবারিক বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এড়িয়ে সমরূপ স্বাবলম্বিতা অর্জন করে। Levy (1943) এর একটি গবেষণায় এ ফলাফলের সমর্থন লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ ৪ থেকে ৫ বৎসর বয়সে স্বাবলম্বীসূচক আচরণের প্রশিক্ষণ পূর্ণমাত্রায় চলতে থাকে। তাই এই বয়সের শিশুদের স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে বা মায়েদের পেশার ভিন্নতায় তেমন তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না।

৫ থেকে ৬ বৎসর বয়সী শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে মায়ের পেশা ও শিশুর লিঙ্গের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান। এতে দেখা যায় যে চাকুরিজীবি মায়ের ছেলেরা (X = ৬৪.৬০) সবচাইতে বেশী স্বাবলম্বী হয় এবং গৃহিণী মায়ের ছেলেরা (X =৬০.১০) সবচাইতে কম স্বাবলম্বী হয়। ৫-৬ বৎসর বয়সী শিশুদের স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশের উপর শিশুর জন্মক্রম, লিঙ্গ ও মায়ের পেশার কোন তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নাই।

যদিও এই বয়সের শিশুর মা চাকুরিজীবি বা গৃহিণী যাই হন না কেন তিনি শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ প্রত্যাশা করেন। দেখা যায় গৃহিণী মায়েরা তাদের সন্তানদের স্কুল থেকে আনা-নেওয়া, বাড়ীর কাজ করতে সাহায্য করা, স্কুল থেকে বাড়ী ফিরলে তাদের তত্ত্বাবধান করেন। শিশু স্কুলে ক্লান্ত হয়েছে ভেবে বাড়ী ফেরার পর শিশুর বিশেষ যত্ন নেন। অপরপক্ষে চাকুরিজীবি মা সন্তানকে স্কুলে আনা-নেওয়ার দায়িত্ব বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অন্য কারো উপর প্রদান করেন। বাড়ীতে অন্যকোন পরিচর্যাকারী শিশুর দেখাশুনা করেন, সর্বোপরি বাড়ীর কাজ তৈরীর ব্যাপারে চাকুরিজীবি মা সন্তানকে বেশী সময় দিতে পারেন না বিধায় চাকুরিজীবি মায়ের সন্তানেরা নিজের বাড়ীর কাজ কখনো কখনো মায়ের সাহায্য ছাড়া একাই তৈরী করে।

গৃহিণী ও চাকুরিজীবি মায়েরা বিশেষত: মেয়েদের প্রতি সংরক্ষণশীল বেশী হওয়ায় তাদের কিছুটা আগলে রাখেন এবং তাদের তত্ত্বাবধানে বেশী সময় দেওয়ার চেষ্টা করেন। স্কুলে আনা-নেওয়ার ব্যাপারে সচেতন থাকেন। তবে চাকুরিজীবি মা ছেলেদের স্কুলে আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রে কখনো কখনো অন্যদের উপর নির্ভর করেন। প্রয়োজনে তাদের বাড়ির বাহিরে ছোট খাট কাজ করান যেমন ঃ পাশের বাড়ী যাওয়া, দোকান থেকে ছোট খাট জিনিস কেনা প্রভৃতি। তাই ৫ থেকে ৬ বৎসর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে চাকুরিজীবি মাদের ছেলেরা বেশী স্বাবলম্বী। অপরপক্ষেগৃহিণী মায়ের ছেলেরা অপেক্ষাকৃত কম স্বাবলম্বী হয় কারণ গৃহিণী মা মেয়েসুলভ ছোটখাট কাজ মেয়েদের করতে দেন কিন্তু ছেলেদের ক্ষেত্রে তেমনটা দেখা যায় না। Ahmed (1994) একটি গবেষণায় দেখেছেন যে মূলত: গৃহিণী মা ছেলেমেয়ে উভয়কেই আগলে রাখেন তবে ছেলেদের ক্ষেত্রে বেশী সহানুভূতিশীল। চাকুরিজীবি মায়েদের আত্মসম্মানবোধ অনেক সময় তাদের সন্তান লালন-পালন কৌশল বদলানোর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারা শিশুদের বেশী স্বনির্ভর এবং কম সংরক্ষণশীল রাখেন (Levy ,1943)। বিশেষতঃ ছেলেদের ক্ষেত্রে এই কৌশল বেশী প্রয়োগ করা হয় বলে চাকুরিজীবি মায়ের ছেলেরা অপেক্ষাকৃত বেশী স্বাবলম্বী।

দ্বিতীয়তঃ শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশের উপর শিশুর লিঙ্গ ও বয়সের প্রভাব এবং এই দুইটি উপাদানের আন্তঃক্রিয়ার কোন প্রভাব আছে কিনা দেখার জন্য লিঙ্গ ও বয়সকে অনির্ভরশীল চল এবং স্বাবলম্বী আচরনকে নির্ভরশীল চল ধরে নিয়ে ২×৪ দ্বিমূখী ভেদাঙ্ক বিশ্লেষণ করা হয়।

প্রাকস্কুলগামী শিশুদের (২-৬ বৎসর) স্বাবলম্বী আচরন বিকাশে লিঙ্গ ও বয়সভেদে পার্থক্য পাওয়া গেছে। প্রথমতঃ দেখা যাচ্ছে যে, ছেলেরা ($\bar{X}$ = ৭৬.৩৭) মেয়েদের ($\bar{X}$ =৭৪.৬৮) চাইতে বেশী স্বাবলম্বী। দ্বিতীয়তঃ ৩ থেকে ৪ বছর বয়সী শিশুরা সবচেয়ে বেশী স্বাবলম্বী ($\bar{X}$ = ৮২.৬৫) এবং ৪ থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুরা সব চাইতে কম ($\bar{X}$ =৬৯.০৬) স্বাবলম্বী।

শিশুরা কি ধরনের নৈপুন্য অর্জন করবে তা খানিকটা নির্ভর করে শিশুর বয়স ও পরিপক্কতার উপর। ছেলে এবং মেয়ে শিশুর নৈপুন্য অর্জনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আমেরিকার শিশুরা সাধারণতঃ দেড়

Dhaka University Institutional Repository

থেকে সাড়ে তিন বছরের মধ্যে আগের চেয়ে অনেক সুষ্ঠুভাবে নিজ নিজ পোশাক পরতে পারে। এ বয়সে শিশুরা দাঁত ব্রাশ করতে পারে ও নিজে নিজে গোসল করতে পারে, চুল আঁচড়ানো ও জুতার ফিতে বাঁধতে পারে। পাঁচ ছয় বছরে শিশুরা ছবি আঁকা, কাঁচি দিয়ে কিছু কাটা, গাছ কিম্বা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে পারে, দড়ি ধরে ঝোলা, দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে, স্কেটিং করতে পারে (Hurlock, 1978)। অর্থাৎ স্বাবলম্বিতা অর্জনে বয়সের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

দুই তিন বছরের শিশুরা একসাথে খেলার সময় পরস্পর পরস্পরের প্রতি মনোযোগী হয়ে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করে এবং নিজস্ব পদ্ধতিতে খেলা করে। একটি দলের সদস্য হিসাবে খেলার মাধ্যমে সবার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং স্বাবলম্বী হতে শুরু করে। দুই তিন বছর বয়সে যেসব শিশু এরকম প্রাথমিক সামাজিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে চার বছর বয়সে তারা সাধারণত দলীয় খেলার প্রাথমিক রীতিনীতি বুঝতে পারে। এ সময় শিশু অন্যান্য শিশুর মতামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে নিজের নৈপুণ্য সাড়ম্বরে দেখিয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে। পাঁচ ছয় বছর বয়সে সার্থকভাবে সামাজিক অভিযোজনের প্রয়োজনীয় আচরণ করার যোগ্যতা বিকাশ লাভ করে (Hurlock,1980)।

এছাড়াও শিশুর লিঙ্গ ও বয়সভেদে স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে আন্তঃসম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। শিশু বয়স বাড়ার সাথে সাথে লিঙ্গ নির্ধারিত আচরণ অর্জন করে এবং স্বাবলম্বী হয়ে উঠে। ২ থেকে ৩ বৎসর বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে ছেলেরা ($\bar{X}$ =৮০.৫০) মেয়েদের ($\bar{X}$ =৭৫.০৭) চেয়ে বেশী স্বাবলম্বী, ৩ থেকে ৪ বৎসর বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রেও ছেলেরা ($\bar{X}$ =৮৪.০৯) মেয়েদের ($\bar{X}$ =৮১.২২) চেয়ে বেশী স্বাবলম্বী। তবে ৪ থেকে ৫ বৎসর বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েদের স্বাবলম্বী আচরণের তেমন পার্থক্য পাওয়া যায় না। ৫ থেকে ৬ বৎসর বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে ছেলেরা ($\bar{X}$ =৭১.৮০) মেয়েদের ($\bar{X}$ =৭৩.৪৮) চেয়ে কম স্বাবলম্বী। অর্থাৎ শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে শিশুর লিঙ্গ ও বয়সের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান।

তিন বছর বয়স পূর্ণ হলে একটি শিশু নিজেকে মেয়ে অথবা ছেলে হিসাবে সনাক্ত করতে পারে। নিজের পুরো নাম ও বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাম বলতে পারে। নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে আত্ম-ধারণার

Dhaka University Institutional Repository

অধিকারী হয়। পাঁচ বছরের একটি ছেলে শিশু নিজেকে পুরুষ হিসাবে উপলব্ধি করে। কিন্তু এ বয়সে মেয়েদের নিজেদের করণীয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা হয় না। কারন সমাজে পুরুষদের কাজগুলো নির্দিষ্ট কিন্তু মেয়েদের কাজগুলো সম্পর্কে সঠিক নির্দেশনা নেই। তাই ছেলেদের বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে স্বাবলম্বিতা অপেক্ষাকৃত দ্রুত বিকাশ লাভ করে। পাঁচ থেকে ছয় বছরের ছেলে ও মেয়ের নির্দিষ্ট আচরণ সম্বন্ধে শিশুরা সুস্পষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করে (Kuhn et. al., 1978)।

ছেলেরা স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশ সংক্রান্ত যোগ্যতা অর্জন করে এবং মেয়েদের চেয়ে বেশী পরিপক্কতা অর্জন করে, ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে বেশী শক্তি নিয়োগ করতে হয় এমন কাজ বেশী করে। লিঙ্গ ভেদে প্রাক-স্কুলগামী শিশুদের খেলা করার পদ্ধতিও ভিন্ন হয় (Eysenck, 1960)।

মা-বাবা শিশুর প্রতি ছেলে অথবা মেয়ে হিসাবে যে মনোভাব পোষণ করেন তার পরিপেক্ষিতে একটি ছেলে অথবা একটি মেয়ে নিজেকে মূল্যায়ণ করে। যদি বাবা-মা ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের হেয় মনে করে এবং মেয়েদের আচরণ অথবা অর্জনকে মূল্যহীন মনে করে তবে ছেলে সন্তান নিজেকে স্বীয় যোগ্যতার অতিরিক্ত মূল্যায়ন করে এবং মেয়েদের মধ্যে নির্ভরশীলতার পরিমাণ বাড়তে থাকে। স্বাবলম্বী আচরণ শিশুদের বলবর্ধক হিসাবে কাজ করে। শিশু স্বাবলম্বী আচরণের মাধ্যমে সঙ্গীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং পরিবেশ ও নিজস্ব চাহিদা অর্জনের মাধ্যমে সন্তুষ্টি লাভ করে, সাধারণতঃ বয়সের সাথে সাথে শিশুর স্বনির্ভর আচরণ বৃদ্ধি পায় (Steth and Conner, 1962)।

বর্তমান গবেষণা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে শিশুর লিঙ্গ ও বয়সের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ প্রাক-স্কুলগামী শিশুদের (২-৬ বৎসর) স্বাবলম্বিতার বিকাশে শিশু ছেলে না মেয়ে এবং মা চাকুরিজীবি না গৃহিণী এ দুটো উপাদান বিশেষভাবে জড়িত। এ ছাড়াও শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ নির্ধারণে শিশুর বয়স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সর্বোপরি দেখা গেছে যে শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে শিশুর লিঙ্গ ও মায়ের পেশা এবং শিশুর বয়স ও শিশুর লিঙ্গের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের প্রভাব পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

মায়ের চাকুরী সন্তানের উপর কিরূপ প্রভাব ফেলবে তা নির্ভর করে মা অন্যান্য ক্ষেত্রে কিভাবে সন্তানের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করছে। সব বাবা-মাই চায় তার সন্তানরা ভাল অনুভূতিসম্পন্ন হোক ও তাদের নিজের উপর আত্মনিয়ন্ত্রণ থাকুক এবং স্বাবলম্বী হয়ে উঠুক। মায়ের চাকুরী সন্তানের উপর ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে পারে (Hayes and Kamerman, 1983)। যদিও চাকুরিজীবি মায়েরা তাদের সন্তানদের সাথে কম সময় অতিবাহিত করেন তথাপি তারা উক্ত সময়ে শিশুদের সক্রিয় সহযোগিতা করেন (Esterbrooks and Gold berg, 1985 ; Hoffman, 1984)। চাকুরিজীবি মায়েরা গৃহিণী মাদের চেয়ে স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে সন্তানদের বেশী উৎসাহিত করেন এবং সাংসারিক কাজে বেশী প্রশিক্ষণ দেন (Medrich, et. al., 1982)। এটা আরো বেশী দেখা যায় যখন মা-বাবা দুজনেই চাকুরিজীবি হয় এবং সন্তানরা যদি ১৮ মাস বয়স পর্যন্ত নিরাপদভাবে পিতামাতার সাথে সংযুক্ত থাকে। সেক্ষেত্রে গৃহিণী মাদের চেয়ে চাকুরিজীবি মায়ের সন্তানরা বেশী স্বাবলম্বী হয় (Weinraub, et. al., 1988)। মায়ের চাকুরী মেয়েদের জন্য ইতিবাচক অনুপ্রেরনা যোগায়। চাকুরিজীবি মায়ের মেয়েরা গৃহিণী মায়ের মেয়েদের চেয়ে অধিক স্বাবলম্বী, বহিঃর্মুখী এবং উচ্চাকাঙ্খী হয়। মায়ের প্রশংসা বেশী করে এবং অপেক্ষাকৃত ভাল সামাজিক ও ব্যক্তিগত অভিযোজন করতে পারে . ছেলেদের ক্ষেত্রেও চাকুরিজীবি মায়ের ছেলেরা গৃহিণী মায়ের ছেলেদের চেয়ে ভালভাবে অভিযোজন করতে পারে এবং স্বাবলম্বিতা প্রকাশ করে (Hoffman, 1984)।

শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে আবেগ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অতিরিক্ত আবেগ শিশুর সুষ্ঠু বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ বয়স বাড়ার সাথে সাথে আবেগ জটিল আকার ধারন করতে শুরু করে। তাই আবেগের সুষ্ঠু বিকাশ ও প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রন বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বৃদ্ধি করে (Smart and Smart ,1967)।

প্রাক-স্কুলগামী শিশুরা দলের সদস্যভূক্ত হয়। পরবর্তী প্রত্যেকটি বছর অতিক্রম করার সাথে সাথে সঙ্গী সাথীর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ বেড়ে যাওয়ায় শিশুরা সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে শিখে এবং ধীরে ধীরে স্বাবলম্বী হয়ে উঠে (Marshall , 1961)।

Dhaka University Institutional Repository

শিশু স্বাবলম্বী হবার জন্য মা-বাবা, পরিবার ও সমাজের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর স্বাবলম্বিতা অর্জনের জন্য সমাজের পক্ষ থেকে চাপ আসে। এছাড়াও মনোজগতের কিছু অনুশীলনও পরোক্ষভাবে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করে থাকে। শিশু বয়স বাড়ার সাথে সাথে স্বাবলম্বিতা অর্জন করতে শুরু করে। কারন স্বাবলম্বিতা মূলতঃ নির্ভর করে শিশুর পরিপক্কতা ও পরিবেশের উপর। বর্তমান গবেষণায় দেখা গেছে যে স্বাবলম্বিতা অর্জনে যে সকল উপাদান প্রভাব বিস্তার করে তার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো শিশুর বয়স, লিঙ্গ ও মায়ের পেশা।

উল্লেখ্য যে ২-৩, ৩-৪, ৪-৫ এবং ৫-৬ বৎসর বয়সী শিশুদের স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে চারটি দলের মধ্যে কোন দলের উপরই জন্মক্রমের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। মূলতঃ জন্মের এক বছর অথবা দু'বছরের মধ্যে জন্মক্রম অনুযায়ী পরিবারের নতুন শিশুটির অবস্থান পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু এরপর অবস্থান একরকম থাকে। যেমনঃ কোন পরিবারে যখন দ্বিতীয় সন্তান জন্মগ্রহণ করে তখন সে শিশুটি পরিবারের ছোট শিশুর মর্যাদা লাভ করে। একবছর বা বেশ কয়েক বছরের জন্য সে পরিবারের শেষ সন্তান হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু এর পরে নতুন আর একটি শিশুর আগমনের সাথে সাথে শিশুটির এ জন্মক্রম বদলে যায়। তখন সে পরিবারের কনিষ্ঠ বা একমাত্র সন্তান থেকে দ্বিতীয় সন্তানের মর্যাদা লাভ করে। জন্মক্রম পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিবারের শিশুর অবস্থানের পরিবর্তন সাময়িকভাবে মানসিক বিপর্যয় ঘটিয়ে থাকলেও শিশু এ পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম। তাই জন্মক্রম এককভাবে শিশুর ব্যক্তিত্ব ও আচরণকে প্রভাবিত করে না (Hurlock, 1980)।

শিশুর উপর জন্মক্রম কিরূপ প্রভাব বিস্তার করবে তা নির্ভর করে শিশুর প্রতি মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজনের মনোভাবের উপর অর্থাৎ ব্যক্তির আচরণ সৃষ্টির বিষয়গুলো উদ্দীপক হিসাবে ইন্ধন যোগায়। শিশুর জন্মক্রম অনুসারে আচরণের পরিবর্তন নির্ভর করবে শিশু পরিবারের বিভিন্ন সদস্য এবং বৃহত্তর সমাজের সাথে নিজেকে কিভাবে সমন্বিত করবে বা ভাই-বোনদের মধ্যে সে কততম স্থানে আছে তার উপর। পরিবারের ভাই-বোন ও অন্যান্য সদস্য পারস্পরিকতার মধ্যে দিয়ে নিজ নিজ চাহিদা আশা-আকাঙ্খা পূরণ করে এবং একজন অন্যজনকে প্রভাবিত করে, তাই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত পারিবারিক সদস্যদের ক্ষেত্রে জন্মক্রম তেমন প্রভাব ফেলে না (Forer, 1976)।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান গবেষণায় নমুনাদের সকলেই ২ থেকে ৬ বৎসর বয়সী শিশুর মা এবং তাদের বয়স ২৫-৩০ বৎসর, অর্থাৎ তারা সকলেই তরুণ মাতা। তাই তাদের সন্তান সংখ্যা সীমিত এবং তারা সীমিত সংখ্যক শিশু প্রত্যাশা করে। ফলে শিশুর জন্মক্রম অর্থাৎ ছোট শিশুর জন্মের কারণে জৈষ্ঠ্য শিশুর অবস্থানের পরিবর্তনে তেমন কোন প্রভাব ফেলে না, কারণ সন্তান সংখ্যা কম বিধায় মা সন্তানদের প্রতি সমান মনোযোগ দিতে এবং সাধ্যমত তাদের চাহিদা পূরণ করতে চেষ্টা করেন। তরুণ মায়েরা তাদের কাজের প্রতি সচেতন হওয়ায় বড় সন্তানের প্রতি যাতে কোন ভাবেই অবহেলা না হয় তার প্রতি সচেষ্ট থাকেন।

পরিবারের সন্তানরা যদি সমানভাবে আদৃত হয় এবং তার চাহিদার পরিতৃপ্তি অর্জন করে তবে তারা জন্মক্রম অনুসারে নিজেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করে না বরং নিজেদের পরিবারের সকলের কাছে প্রিয় করে তোলে। যেমনঃ পরিবারের প্রথম সন্তান মা-বাবার ইচ্ছা অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলার ইচ্ছা পোষণ নাও করতে পারে অথবা তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী নিজেকে ছোটদের সামনে আদর্শ হিসাবে নাও তুলে ধরতে পারে। অন্যদিকে প্রথম সন্তান আবার ছোট ভাই-বোনদের আদর্শ ভূমিকা পালন করে ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি লাভ করে (Bigner, 1974)।

প্রাক-স্কুলগামী শিশুরা নার্সারী স্কুলে যাবার ফলে ছোট ভাই-বোনের আগমনে মা'র ব্যস্ততায় তার প্রতি মা যতটুকু কম খেয়াল করেন, শিশু স্কুলে সঙ্গীদল ও শিক্ষকের উপস্থিতিতে তা পূরণ করতে পারে। ফলে শিশু যেমন মা'র সান্নিধ্য পায় বড় শিশুটিও শিক্ষকের সাহচর্যে তার প্রতি মায়ের মনোযোগের শীতলতা ভুলে থাকে। গবেষণায় দেখা যায় যে এ বয়সের শিশুদের স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশের ক্ষেত্রে জন্মক্রম তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে না (Rosenfeld, 1966; Farley, 1967)।

বর্তমান গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল শিশুর লালন পালন ও বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেছে। তবে ভবিষ্যতে যদি ব্যাপক জনগোষ্ঠী তথা শহর ও গ্রামাঞ্চলের শিশুদের নিয়ে বিভিন্ন আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে ও মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতার পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে গবেষণা পরিচালনা করা হয় তবে শিশুর মা, পরিচর্যাকারী ও শিশু স্কুলের শিক্ষকরা দিক নির্দেশনা পাবে এবং গবেষণার ফলাফল আরো তথ্য বহুল হবে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ৫ঃ সারাংশ ও উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

সারাংশ ও উপসংহার

"আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ" শিশুর আগামী দিনগুলোতে সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করার জন্য শিশুকে সক্রিয় ও একাগ্র করে গড়ে তোলা আমাদের দায়িত্ব। স্বাবলম্বী আচরণের পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে শিশু নিজেকে সক্রিয় করে তোলে, সামাজিকর ে র মাধ্যমে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকে এবং সফল হয়।

বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল প্রাক-স্কুলগামী শিশুদের স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশের সাথে জড়িত উপাদান সমূহ যথাঃ মায়ের পেশা, শিশু জন্মক্রম, বয়স ও লিঙ্গ এর প্রভাব অনুসন্ধান করা। এই উদ্দেশ্যে ২ থেকে ৬ বৎসর বয়সের (৪৮০ জন) শিশু ও তাদের মাদের ঢাকা শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্বাচন করা হয়। যাদের শিক্ষাগত যোগতা ছিল পঞ্চম শ্রেণী থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত এবং আর্থসামাজিক অবস্থা ছিল মধ্যবিত্ত। এই মাদের মধ্যে ২৪০ জন গৃহিণী এবং ২৪০ জন চাকুরিজীবি। চাকুরিজীবিরা প্রধানত: ছিল ডাক্তার, প্রকৌশলী, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, শিক্ষক ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সাধারন কর্মচারী ও কর্মকর্তা। উক্ত মাদের প্রত্যেকেই গর্ভকালীন সময়ে সুস্থ ছিলেন এবং তাদের সন্তানরা কেউই প্রতিবন্ধী নয়। নমুনা সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন নার্সারী স্কুল ও বিভিন্ন সংস্থার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। শিশুদের স্বাবলম্বী আচরণ পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে গবেষক কর্তৃক প্রণীত ২থেকে ৩ বৎসর বয়সের শিশুর মাদের ৬৪টি প্রশ্ন সম্বলিত, ৩ থেকে ৪ বৎসর বয়সের শিশুর মাদের জন্য ৭২টি প্রশ্ন সম্বলিত, ৪ থেকে ৫ বৎসর বয়সের শিশুর মাদের ৮১টি প্রশ্ন সম্বলিত ও ৫ থেকে ৬ বৎসর বয়সের শিশুর মাদের ৮৫টি প্রশ্ন সম্বলিত চারটি পৃথক প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়। প্রশ্নমালাগুলোতে শিশুদের বয়সোপযোগী স্বাবলম্বী নির্দেশক আচরণ এবং মায়ের শিশু লালন-পালন পদ্ধতি সংক্রান্ত বক্তব্য অর্ন্তভূক্ত করা হয়। পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণের জন্য ত্রি-মূখী ও দ্বি-মূখী ভেদাঙ্ক বিশ্লেষণ ও গড়মান নির্ণয় করা হয়। ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, ২ থেকে ৩ বৎসর বয়সী শিশুদের স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে লিঙ্গভেদে এবং মায়ের পেশাভেদে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য হয় । আরো দেখা যায় যে, ২ থেকে ৩ বছর বয়সে মেয়েদের চাইতে ছেলেরা এবং গৃহিণী মায়ের সন্তানদের চাইতে চাকুরিজীবি মায়ের সন্তানরা অধিক স্বাবলম্বী হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩ থেকে ৪ বৎসর বয়সী শিশুদেরও স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে লিঙ্গ ভেদে ও মায়ের পেশাভেদে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য হয় । মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা আবার গৃহিণী মায়ের সন্তানদের চেয়ে চাকুরীজীবি মায়ের সন্তানরা কম স্বাবলম্বী। অর্থাৎ ২ থেকে ৪ বৎসর বয়সী শিশু ছেলে না মেয়ে, মা চাকুরিজীবি না গৃহিণী তার উপর শিশুর স্বাবলম্বিতার বিকাশ নির্ভর করে। উল্লেখ্য যে, এ বয়সে শিশুদের স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশের উপর শিশুর জন্মক্রম, শিশুর লিঙ্গ ও মায়ের পেশার আন্তঃক্রিয়ার কোন তাৎপর্যপূর্ন প্রভাব পাওয়া যায় নাই।

৪ থেকে ৫ বৎসর বয়সের শিশুদের স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে শিশুর জন্মক্রম, লিঙ্গ, মায়ের পেশা এবং এই তিনটি উপাদানের আন্তঃক্রিয়ারও কোন তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি।

৫ থেকে ৬ বৎসর বয়সী শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে মায়ের পেশা ও শিশুর লিঙ্গের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান। যেমনঃ দেখা গিয়েছে যে, চাকুরিজীবি মায়ের ছেলেরা সবচাইতে বেশী স্বাবলম্বী হয় এবং গৃহিণী মায়ের ছেলেরা সবচাইতে কম স্বাবলম্বী হয়। অর্থাৎ শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে শিশুর মা চাকুরিজীবি না গৃহিণী ও শিশু ছেলে না মেয়ে এই দুটো উপাদানের একটা পারস্পরিক প্রভাব আছে। ৫ থেকে ৬ বৎসর বয়সী শিশুদের স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশের উপর শিশুর জন্মক্রম, লিঙ্গ ও মায়ের পেশার কোন তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নাই।

প্রাক-স্কুলগামী শিশুদের (২-৬ বৎসর) স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে লিঙ্গভেদে ও বয়সভেদে পার্থক্য দেখা গেছে এবং শিশুর লিঙ্গ ও বয়স এই দুইটি উপাদানের আন্তঃক্রিয়ার প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়েছে।

প্রথমতঃ দেখা যায় যে, ছেলেরা মেয়েদের চাইতে বেশী স্বাবলম্বী, দ্বিতীয়তঃ ৩ থেকে ৪ বছর বয়সী শিশুরা সবচেয়ে বেশী স্বাবলম্বী এবং ৪ থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুরা সবচাইতে কম স্বাবলম্বী। ২ থেকে ৩ বৎসর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে বেশী স্বাবলম্বী, ৩ থেকে ৪ বৎসর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রেও ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে বেশী স্বাবলম্বী। তবে ৪ থেকে ৫ বৎসর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েদের স্বাবলম্বী আচরণের তেমন পার্থক্য পাওয়া যায় না। আবার ৫ থেকে ৬ বৎসর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে কম স্বাবলম্বী। অর্থাৎ শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ বিকাশে শিশুর লিঙ্গ ও বয়সের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

সংক্ষেপে বলা যায় যে প্রাক-স্কুলগামী শিশুদের (২-৬ বৎসর) স্বাবলম্বিতার বিকাশে শিশুর বয়স, সে ছেলে না মেয়ে এবং মা চাকুরিজীবি না গৃহিণী এ তিনটি উপাদান বিশেষ ভাবে জড়িত এবং এ তিনটি উপাদানের মধ্যে আন্তঃক্রিয়াও স্বাবলম্বিতার মাত্রা নির্ধারণ করে।

বর্তমান গবেষণার ফলাফল থেকে প্রাপ্ত তথ্য শিশুর মনোঃসামাজিক বিকাশ ও শিশু লালন-পালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। যেমনঃ শিশুর খাওয়ানো,প্রক্ষালন ও নির্ভরশীলতা প্রশিক্ষণ কোন বয়স থেকে শুরু করতে হবে এবং প্রশিক্ষণে মায়ের মনোভাব কিরূপ হওয়া উচিত তা জানা সম্ভব। এছাড়াও চাকুরীজীবি মায়ের শিশুকে সঙ্গদান ও তাদের যত্ন নিবার ক্ষেত্রে মা কিরূপ ভূমিকা গ্রহন করবেন এবং পরিচর্যাকারীর ভূমিকা সম্পর্কে মায়ের পরামর্শ ও নির্দেশনা দেওয়া সম্ভব হবে। তবে শিশুর স্বাবলম্বী আচরণ সম্পর্কিত ব্যাপক গবেষণা শিশুকে আরো সক্রিয় করে তুলতে সাহায্য করবে। ভবিষ্যতে যদি সারাদেশব্যাপি বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থানে ক্ষুদ্র শিল্পকর্মী, এনজিও কর্মী, মহিলা শ্রমিকদের উপর গবেষণা করা হয় এবং মায়েদের উচ্চপ্রত্যাশার প্রভাব দেখা যায় তবে শিশু লালন-পালনে মায়ের ভূমিকার গুরুত্ব সম্পর্কে আরো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যাবে যা শিশুকে সুস্থ, স্বাবলম্বী ও সফল ব্যক্তি হিসাবে গড়ে তুলতে বিশেষ অবদান রাখবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ নির্দেশনা

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ নির্দেশনা

Adams, A.B. (1959). Choice of infant feeding technique as a function of maternal Personality. Journal of Consulting Psychology, 23, 143-146.

Afrose .D. (1991). Effects of employment on mother's attitudes and practices regarding child rearing. The Bangladesh Journal of Psychology ,12, 9-16.

Ahmad, S. (1994). Child Growth, Development, Guidance and family relation.

Axline,V.M. (1947).Play Therapy . Boston, Heugton Mifflin,.

Bacon, C. and Lerner. (1975), Effects of maternal employment status on the development of Vocational rale perception in females. Journal of Genetic Psychology. 126, 187-193.

Baldwin, A.L. (1959), Behaviour Development in childhood. Rinehart and Winston Inc. New York.

Bandura and Walters; .(1963). Social Learning Personality development New York; Holt, Rinehart and Winston;

Barnett, R.C. (1975). Sex differences in occupational preference and occupational prestige. Journal of Counseling Psychlogy, 22, 35-38.

Baumrind .D. (1970) socialization and instrumental competence in young children. 26, 104-109.

Baumrind .D.(1971) Current Patterns of Parental authority. Development Psychology Monograph, 4 No. 1 Part 2.

Baumrind .D. (1973). The Development of instrumental Competence. Through socialization.

Bayley .N. (1955). On the growth of intelligence. Amer. Psychology., (10, 805-818).

Begum,D.(1981). A book on child behaviour, Bangla Academy. Dhaka ,Bangladesh.

Bell,R.R.(1966) Parent-child conflict in sexual values. Journal of social Issues,22. 34-44.

Beller, E.K. (1955). Dependence and independence in young children. Journal of Genetic Psychology; 87, 25-35.

Benediet, R., (1934). Patterns of culture Boston; Hougton Miffin;

Bernstain, A.C. (1976). How children Learn about sex and birth. Psychology Today. 8, 31-35.

Bigner,J.J.(1974).Second-borns, discrimination of sibling role concepts , Development. Psychology.

Bowlby, J.(1958) The nature of the child's tie to his mother. International Journal of Psychoanalysis, 39,350-371.

Dhaka University Institutional Repository

Bowlby, J. (1969). Attachment and loss. Attachment ,1, London: Hogarth Press.

Bowlby, J.((1973). Attachment and loss. Attachment ,1, London: Hogarth Press.

Broson, W.C. (1974). Mother-Toddler interaction; Aperspective on studying the development of competence, Merrill-Palmer Quarterly.20, 275-301.,

Bruner,J.S.(1975).Play is serious business.Psychology Today, 8(8).

Buhler, C. (1952) Childhood Problems in the Teacher:New York: Henrey Hold and Co.

Byrne. D. (1964). Child rearing artecedeits at repression sensitivation child development .35, 1033-1039.

Caldwell, B.M. (1970). The effects of Psychological deprivation on human development in infancy. Merrill-Palmar Quarterly.

Clarke, A.M. and Clarke, A.D.B. (1976)-Early experience: Myth and evidence. New yourk: Free press.

Cohen, S.E. (1978) Maternal employment and mother child interaction. Merril Palmer Quarterly.

Combs, A.W. and Snygg. D. (1959). Individual behaviour. Harper and Row. N.Y.

Dhaka University Institutional Repository

Crandall, V.J., Anne Preston, and Alice Rabson. (1960); Maternal reactions and the development of independence and achievement behavior in Young children. Child development, 31, 243-251.

Croake, J.W. (1969). Fears in children. Human development.

Crow, L.D., and Crow, A. (1962) Child Development and Adjustment. New Jersild, Arthur T., Macmillan Company.

Denckla,M.B.(1974).Developme of Coordination in normal children; Developmental Medicine and Child Neurology.

Dewey. (1935) Behaviour development infants: a survey of the Literature on Prenetal and Postnetal activity, 1920-34. New York. Columbia University Press,

Dinkmeyer and Dinkmeyer. Jr. (1976). Logical Consequencess; A key to the reduction of disciplinary Problems Phi Delta Kappan. 57, 664-666.

Ely, K.P. Healey., And smidt, G.L. (1972) Mother's expectations of their child's accomplishment of certain gross motor skills. Developmental Medicine and child Neurology.

Emmerich, W. (1966). Continuity and stability in early social development. 11. Teacher rating. Child Development.

Erikson. E.H. (1950). Childhood and society. New York: Norton.

Escalona, S.K. (1953). Basic modes of social interactions; Their mergence and patterning during the first two years of life. Merril-Palmer Quarterly. 19, 205-233.

Dhaka University Institutional Repository

Etaugh, C. (1974). Effects of maternal employment on children: A review of recent research. Merrill-Palmar Quarterly,

Etaugh, C. Gollins. G. and Gersch, A. (1975) Reinforcement of sextyped behaviors of two-year old children in a nursery school setting developmental Psychology.

Eysenck,H.J. (1960). The development of moral Values in children, vii,The contribution of learning theory. British Journal of Educational Psychology., 30,11-21.

Fein,G, Johnson,D.,Kosson, N,Stork,L. and Wasser man, L.(1975). Sex stereotypes and preferences in the toy choices of 20 months old boys and girls. Development Psychology, 11.527-528.

Fenson,L.J, kagan, R.Kearsley, Zelazo,P. R. (1974) The Developmental progression of manipelative play in the first two years of life , Child Developmental, 47, 232-236.

Fischer, P.L., and Torney,J.V., (1976) Influence of children's stories on dependency: A sex-typed behavior Developmental Psychology. 12.

Forer, L. (1976). The birth order factor. New York; Mckay.

Forley, F.H. (1967). Birth order achievement motivation and academic attainment. British Journal of Educational Psychology. 37, 265.

Frank, K.K. (1949). Personality development and Modern religious, education. Boston: Beacon Press, .

Freud,A (1945) .The Ego and the Mechnisms of Defese, New York : International Universities Press,.

Dhaka University Institutional Repository

Freud, S. (1949). The standard Edition of the complete Psychological works of sigmund Freud, London.

Friedman, S.L.,and Sigman (1950). Pretern birth and Psychological development. New York: Academic Press.

Gavalas,R., and Briggs,P. (1966).Concurrent Schedules of reinforcement : a new concept of dependency. Merrill-palmer Quarterly, 12, 97-121.

Gesell. A. (1942) Infant and child in the culture of today. New York: Harper.

Gewirtz,J.I.(1956),The Course of infant smiling in four child-rearing environments in Israil in B.M. Poss(ed) Determinants of infant Behaviour III, London:Methuen and co., 205-261.

Goldman, F (1948). Breast feeding and character-formation .J. pers., 17, 83-103.

Goldberg. R.J. (1977). Maternal time use and pre-school performance. Paper presented at the meeting of society for Research in Child development. New Orleans.

Groos, G., Conrad, B.; Fogg, L. and Wills, L. (1995). A longitudinal study of maternal depression and preschool children's mental health, Nursing Research, 44 (2), 96-101.

Havighurst, R.J. (1953). Developmental tasks and education. New York;

Havighurst, R.J. (1972). Developmental tasks and education. (3rd ed) New York;

Dhaka University Institutional Repository

Hayes C.D. and Kamerman, S.B. (1983). Children of working Parents: Experiences and out comes, Wasington D.C. National Academy Press.

Harlow H.F. (1956). The formation of learning sets, Psychology, Rev.,

Hall.S.(1966).A primer of Freudian Psychology. New York, New American Library.

Heinstein, M. (1966). child rearing in California. Berkeley, Calif: Bureau of Maternal and Child Health State of Calif. department of Public Health.

Heather S.G. (1955). Emotional dependence and independence in nursery school play. J. genet. Psychogy, (87, 37-57).

Hebb. (1949). The organization of behavior, New York: Wiley, 1949.

Heshusius-gils dorf and Gilsdorf. D.L. (1975). Girls are females, boys are male: A content analysis of career materials. Personnel and Guidance Journal, 54, 206-211.

Hewitt, L.S. (1975). Age sex difference: In the Vocational aspirations of elementary school children. Journal of social Psychology, 96, 173-177.

Hoffman, L.W. (1973). Effects on Child in Working Mothers.

Hoffman, L.W. (1980). Effects of Maternal employment in the two-parent family Amrica Psychologist, 44.

Hoffman, L.W. (1984). Maternal employment and the yound child in M. Perlmutter (ed:). Parent-child interactions and Parent-child relation in child development. Meannesota symposia on child (Vol 17) Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Holway :A.R.(1949) Early self-regulation of infant and later behavior in play interviews. American Journal of Orthopsychiatry. 19.612-623.

Hurlock, E.B. (1959). Child Developmental , New York: Megraw-Hill,.

Hurlock, E.B. (1978). Child Developmental , New York: Megraw-Hill,.

Hurlock, E.B. (1980). Developmental Psychology: A life span approach (5th Ed). New York: Megraw-Hill,.

Islam. S. and Rahman. S. (1991). Attitude of working and non-working mother toward child rearing. The Dhaka University Journal of Psychology ,17, 6.

Jacobs, R.A.(1969). Mobility Pains: A family in transition. Family life coordinator, 18. 12-13.

John, C., and Parson, D.(1978). Continuous dual-career couples. New York. Human sciences.

Kagan, J., and H.A. Moss. (1960). The stability of passive and dependent behavior from childhood through adulthood. Child Develop. 31, 577-591.

Kuhn, D., Nash, S.C. Brucken, L. (1978) Sex role concets of two and three-year-olds. Child Development.

Kuppswamy(1976) Child Behavior and Development, vikas Publishing House, Delhi:

Lee .P.C. and Gropper .N.B. (1974). Sex-role culture and educational Practices. Harvard Educational Review.,

Dhaka University Institutional Repository

Levy, D.M. (1943). Maternal over protection. New York.: Columbia University Press, 54.

Lever, J. (1978). Sex differences in complexity of children's play and games. American Sociological Review, 43.

Lewis, M. (1972). The busy, purposeful world of a baby, Psychology Today.,

Linton, R. (1945). The cultural background of personality .N.Y. Appleton Century-Crofts.

Manes, A.L. and Melnyk, P.O. 91974). Televised model of female achievement. Journal of Applied Social Psychology.

Marcus .R.F. (1975). The child as elictor of parental sanctions for independent and dependent behavior: A simulation of parent-child interaction. Developmental Psychology.

Marshall, H.R. (1961). Relations between home experiences and Children's use of language in play interactions with peers Psychological Monorgaphs. 75 (5).

Marshall and Mc Candless (1957). Relationship between dependence on adults and Social acceptance by peers. Child Development, 28, 421-425.

McCandless, B.R., Carolyn B. Bilous, and Hannah L. Bennett, (1964). The relation between peer-popularity and dependence on adults in preschool-age socialization. Child Development, 32 ,511-518.

McCord., Joan, McCord, and A.Howard (1962). Familial Correlates of aggression in non-deliquents male children, J,abnor, soc, Psychol, 62,79-93.

Dhaka University Institutional Repository

McCandless,R.R. and Heye.H.(1949).The relationship of certain maternal attitudes, dependency, and nervous habits in pre-school-aged children, American psychologist, 4. 249.

Mead. M. (1949). Male and female a study of the sexes in a changing world .N.Y. Morrow.

Medrich, E.A. Roizen. J. Rubin, R., and Buckley, S. (1982). The serious business of growing up. Berkeley: University of Calofornia.

Moore. K.A. and Sawhill. I.V. (1976). Implieations of women's employment for home and family life in .J. Kanps (ED). Women and the American Economy A look to the 1980. S. Englewood Cliffs. new Jersey. Prentice Hall. Pq. 102-122.

Montessori, M. (1964). The Montessori method (A.E. George, trans). New York. Schocken Books.

Mueller, W.J. (1966). Need structure and the projection of traits on to parents. Journal of personality and social Psychology. 3, 63-72.

Mueller. E, Biler. M. Krakco J. Hegedus, T.T. and Cournoyer. P. (1977). The development of peer verbal interaction among two-years old boys. Child Development.,

Mussen, Conger, Kagan (1956) "Child development and personality", Harper and Row, N.Y.

Neil, A.S. (1960). A redical approach to child rearing, New York; Hart publishing company.

Dhaka University Institutional Repository

Nolan, J.D.,Galst, J.P., and White,M.A.sex bias and children's ,Television programs, Journal of Psychology. 96. 197-204.

Nye,F.L.(1963). Marital interaction in F.I. Nye and L.W. Hoffman (Dds.). The employed mother in America. chicago, Rand McNally. 263-281.

Passman, R.H. (1977). Providing attachment objects facilitate learning and reduce stress. Effects of mothers and security blankets. Developmental Psychology.

Pavlov. I.P. (1849-1936). Conditioned reflexes: an investigation of the Psychological activity of the Cerebral Cortex London: Oxford University Press,

Pedersen, F.A., Cain, R. Zaslow. M. and Anderson, B. (1983). Variation in infant experience associated with alternative family role organization. In. L. Laesa and I. Segel (Eds),. Families as learning environments for children. New York; Plenum.

Popusck. H. and Papousck, M. (1974). Mirror image and self recognition in young human infants: A new method of experimental analysis Developmental Psychology.

Prawat,R.S.and Jones,H.A. (1977). A longitudinal study of language development in children at different devels of cognitive development Merrill Palmer Quarterly.

Prothro, E.T. (1960). Patterns of Permissiveness among Preleterate peoples. Journal of abnormal social Psychology. 151-154.

Rheingold, H.L., and Eckerman, C.O. (1973) Fear of the stranger, A eritical examination in H.W. Reese (Ed). Advances in child development and behavior (Vol-8). New York; Academic Press.

Dhaka University Institutional Repository

Robert, S.Sturgeon and Roy,W, Homley,(1976). Religiosity and Anxity. Journal of Social Psychology 108. 137-138.

Rosen, B. (1956). The achievement Syndrome: A psychocultural dimension of social stratification. Amer. Social. Rev.,

Rosenfeld, H.M. (1966). Relationship of ordinal position to affiliation and achievement motives: Direction and generality, Journal of Personality. 34, 467-480.

Rutter M. (1972). Maternal deprivation recomsired. Journal of Psychosomatic Reasearch, 16, 241-250.

Sarafino, E.P. and Armstrong, J.W. (1980).Child and adoleseent Development Scott. Fores man and compary, U.S.A.

Schachter,S.(1959). Birth order and sociometric choice. Journal of Abnormal and Social Psychology. 68, 453-456.

Sears,(1957) Doll-play aggression in normal young children : Influence of sex, age,sibling status, father's absence, Psychology, Monograph.,63,323.

Sears, R.R. (1961). Relation of early socialization experiences to aggression in middle childhood. J. abnorm. Soc. Psychology., 63, 466-492.

Sears, Maccoby and Levin (1957) Patterns of child rearing Evanston Ill. Row Peterson.

Skeel .(1938). Mental Development of child in fosterhome .J. Consult. Psychology.,

Dhaka University Institutional Repository

Skinner, B.F. (1975). The step and thorny way to a Science of behavior. American Psychologist.

Smart,M.S., and Smart,R.C. (1967) Children:Development and Relationship. New York:Macmillan,.

Sontag, L.W., Baker, C.T., and Nelson, V.L. (1958). Mental growth and personality: A longitudinal study. Manographs of the society for Research in Child Development. 2 (68).

Steth, M. and Connor, R. (1962). Dependency and helpfulness in young children. Child Development, 33, 15-20.

Stein,A, and Wright,J. (1964).Imitation Learning under Conditions of nuturance and nuturance Withdrawl, child development, 35,927-938.

Stone, L.J. and Church, J. (1973). Chilhood and adolesence: A Psychology of growing person, (3rd ed.) New York. Random House.

Stewart, Alison and Koch. (1983) Joanne Barbera children' development through adolescence. New York, - John Wiley and Sons.

Stendler,C.B. (1950).Sixty years of child training practices.Journal of pediatrics. 36,122-134.

Symonds .P.M. (1949). The Dynamics of Parent-Child relationship. New York: Appleton-century-Crofts.

Todd, J., and Nakamura, C. (1970). Interactive effects of informational and affective componenty of social and nonsocial reinforcers on independent and dependent children. Child development, 41, 365-376.

Dhaka University Institutional Repository

Termen, L.M., (1960).Psychological Sex Differences. In Carmichael, L.Manual of Child Psychology,New York, John Willy and Sons, Inc., 1064-1114.

Vogel, S.R., Broverman, I.K., Broverman, D.M.; Clarkson, F.E.; and Rosenkrantz, P.S. (1970). Maternal employment and Perception of sex roles among College Students. Developmental Psychology. 3, 384-399.

Waldrop, M.F. and Bell, R.O. (1965). Effects of family size and density on newborn characteristics. American journal of orthopsychiatory.

Waldrop, M.F., and Halverson, C.F. (1974). Intensive and extensive peer behavior Longitudinal and cros-sectional analysis Child Development

Weinroub, M., Jaeger, E., and Hoffman.L.W.(1988).Predicting infant outcomes in families of employed and non-employed mother. Early Childhood Research Quarterly, 3,.

Whiting, J.W.M., and Child, I.L., (1953). Child training and Personality. New Haven, Conn., Yale University Press.

Winder, C.L. and Rau, L. (1962). Parental attitudes associated with social deviance in Pre-adolescent boys. Journal of abnormal and social Psychology, .64,418-424.

Will, Self and dafan, N. (1976) Maternal behavior and percieived sex of infants American Journal of orthopsychiatry, 46, 135-139.

Williams, T.M. (1974). Child rearing practices of young mothers; What we know. How it mothers, why its so little. American Journal of orthopsychiatry, 44, 70-75.

Dhaka University Institutional Repository

Williams, Bennett and Best, D.L. (1975). A warencss and expression of sex stereo types in young children. Development Psychology.

Williams,J.S. and Scott,R.B.(1953). Growth and development of Negro infants: Motor development and its relationship to child rearing practices in two groups of Negro infants. Child Development, 24.103-121.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-ক

মায়ের বয়স ঃ	শিশুর বয়স ঃ
মায়ের পেশা ঃ	শিশুর লিঙ্গ ঃ
পিতামাতার আয় (বার্ষিক) ঃ	শিশুর ভাই বোন ঃ
মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ	শিশুর জন্মক্রম ঃ (ভাই বোনের মধ্যে কততম)

নির্দেশনা

আমি মনোবিজ্ঞান বিভাগের এম.ফিল এর একজন ছাত্রী। আপনাকে একটি গবেষণা কাজে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। শিশুর আচরণ পর্যবেক্ষণ করার জন্য শিশুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত কতগুলো প্রশ্ন নিম্নে উল্লেখ করা হল। আপনি একজন মা ও পর্যবেক্ষক হিসেবে আপনার সন্তানের জন্য যে বৈশিষ্ট্যগুলো যথার্থ সেই প্রশ্নের ক্ষেত্রে 'হ্যাঁ' স্থানটিতে টিক চিহ্ন যথার্থ না হলে 'না' স্থানটিতে টিক চিহ্ন এবং কোন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংশয় থাকলে প্রশ্নবোধক (?) স্থানে টিক চিহ্ন দিন। প্রশ্নপত্রে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য ব্যতীত শিশুর মাঝে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য থাকলে উল্লেখ করুন। আপনার দেয়া তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে এবং আপনার মতামতের গোপনীয়তা সম্পূর্ণ রক্ষা করা হবে। সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।

নিবেদিকা
(মেহের-উন-নেছা)

ক্রঃ নং	বিষয়	হ্যাঁ	না	?
১	আপনার শিশু কি একা একা সিড়ি দিয়ে নামতে পারে ?			
২	সমবয়সীদের সাথে কি মিলেমিশে খেলা করে ?			
৩	নিজে নিজে কি হাত মুখ ধুতে পারে ?			
৪	অন্যদের সামনে কি নাচ গান করে ?			
৫	নিজের ছোটখাট কাজ করে কি (যেমন- জামা, জুতা গুছিয়ে রাখা, পানি ঢেলে খাওয়া) ?			
৬	নিজ হাতে কি খেতে পাওে ?			
৭	নিজ হাতে গ্লাস ধরে কি পানি খেতে পারে ?			
৮	কাঁচি দিয়ে কি বিভিন্ন জিনিস কাটতে পারে ?			
৯	নিজের সমস্যার কথা কি বলতে পারে (যেমন-ক্ষুধা লাগার কথা, পেটে ব্যাথা, কেউ মেরেছে ইত্যাদি) ?			
১০	নিজস্ব জিনিসপত্র কি চিহ্নিত করতে পারে (যেমন- নিজের জামা, জুতা, বই, খেলনা ইত্যাদি) ?			
১১	অন্যের সাহায্য ছাড়া কি গোসল করতে পারে ?			

ক্রঃ নং	বিষয়	হ্যাঁ	না	?
১২	বেড়াতে যাবার সময় কি একা একা তৈরী হতে পারে ?			
১৩	একা একা কি দাঁত ব্রাশ করতে পারে ?			
১৪	তিন চাকার সাইকেল বা খেলনা গাড়ী কি চালাতে পারে ?			
১৫	অসম্পূর্ণ কোন ছবি বা রং দেখে কি চিনতে পারে ?			
১৬	অনেক জিনিস থেকে একই ধরনের জিনিস কি পৃথক করতে পারে ?			
১৭	কোন কাজ করার পূর্বে কি ভয় পায় ?			
১৮	কোন কাজ শুরু করে শেষ করতে পারে কি ?			
১৯	কম বা বেশীর পার্থক্য কি বুঝতে পারে ?			
২০	শব্দ গঠন করতে পাওে কি ?			
২১	তিন/চার শব্দের বাক্য কি তৈরী করতে পারে ?			
২২	নিজের জামার বোতাম নিজেই লাগাতে পারে কি ?			
২৩	নিজের সমস্যা কি নিজেই সমাধান করতে পারে (যেমন- বন্ধুদের সাথে ঝগড়া করে আবার বন্ধুত্ব করা, কোন জিনিস ভেঙ্গে গেলে তা পরিস্কার করা ইত্যাদি) ?			
২৪	অন্যের মনোভাব কি বুঝতে পারে (যেমন-বন্ধুদের সাথে ঝগড়া করে আবার বন্ধুত্ব করা, কোন জিনিস ভেঙ্গে গেলে তা পরিস্কার করা ইত্যাদি) ?			
২৫	খেলনা / লেগু / মাটি দিয়ে কি কোন কিছু তৈরী করতে পারে ?			
২৬	নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কি গুছিয়ে রাখতে পারে (যেমন- জামাকাপড়, জুতা, বই-খাতা, খেলনা গুছিয়ে রাখা) ?			
২৭	শিশু কি যৌথ পরিবারভূক্ত ?			
২৮	নির্দিষ্ট কোন কাজের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয় কি (যেমন- নাচ, গান, ছবি আঁকা, বই পড়া) ?			
২৯	পরিবারের সকল সদস্যের সাথে কি শিশুর ভাল সম্পর্ক বিদ্যমান ?			
৩০	অন্যায় কাজের জন্য শাস্তি / বকা দেওয়া হয় কি?			
৩১	শিশুর ভবিষ্যত নিয়ে কি অতিমাত্রায় চিন্তিত ?			
৩২	ইচ্ছানুযায়ী কোন কাজ করতে দেয়া হয় কি ?			
৩২	আপনি কি নিজে শিশুর যত্ন নেন ?			
৩৩	শিশু কি অনুকরন প্রিয় ?			
৩৪	শিশুটি কি বেশী খেলাধুলা প্রিয় ?			
৩৫	শিশুটি কি অস্থির ?			
৩৬	প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলায় অংশগ্রহণ কওে কি ?			
৩৭	দেখে দেখে কি ছবি আঁকতে পারে ?			
৩৮	কাগজ দিয়ে কি খেলনা তৈরী করতে পারে ?			
৩৯	একা একা কি পাশের বাড়ী যেতে পারে ?			
৪০	শিশু বিশেষ নক্সা চিনতে পারে কি (তিন কোনা, চার কোনা, গোল) ?			
৪১	নিজের জামার বোতাম নিজেই লাগাতে পারে কি ?			
৪২	শিশু কি প্রায়ই অভিযোগ করে (ব্যাথা, মেরেছে, খেলার সাথী ভুল করছে, খেলনা খুজে পাচ্ছেনা) ?			
৪৩	যা দেখে তা কি সহজেই মনে রাখতে পারে ?			
৪৪	শিশুটি কি অল্প পেয়েই খুশী হয় ?			
৪৫	শিশুটি কি খিটখিটে মেজাজের / একটু রাগ বেশী ?			
৪৬	শিশুটি কি সববয়সী বন্ধুদের সাহায্য করে ?			
৪৭	খেলাধুলার সময় নেতার ভূমিকা পালন করে কি?			

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃ নং	বিষয়	হ্যাঁ	না	?
৪৮	গৃহস্থালীর কাজ আপনি নিজ হাতে করেন কি ?			
৪৯	আপনি কি কোন বিষয়ে নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকেন ?			
৫০	আপনি শারীরিক ভাবে কি সুস্থ (অন্ধ, পঙ্গু, প্রায়ই সংক্রামক রোগে আক্রান্ত নন) ?			
৫১	আপনি কি শিশুকে সময়োপযোগী প্রশিক্ষন দিয়েছেন (টয়লেট ব্যবহার, নিজ জিনিস গুছিয়ে রাখা, হাত ধুয়ে হাত খাবার খাওয়া)			
৫২	আপনি পুত্র ও কন্যা সন্তানকে কি পৃথক দৃষ্টিতে দেখেন ?			
৫৩	শিশু পরিবারের নির্দিষ্ট কাউকে ভয় পায় কি ?			
৫৪	আপনি কি স্বপরিবারে বেড়াতে যেতে পছন্দ করেন ?			
৫৫	আপনি কি শিশুর প্রতি অতিমাত্রায় যত্নশীল ?			
৫৬	আপনি ও আপনার স্বামী কি প্রয়োজনের সাথে সাথে কাজে হাত দেন ?			
৫৭	শিশু কি নিজেই নিজের চুল আচঁড়াতে পারে ?			
৫৮	কারো সাহায্য ছাড়া জুতার ফিতা বাঁধতে পারে কি ?			
৫৯	শিশু কি নিজ সম্পর্কে সচেতন (যেমন- সুন্দর জামা বেছে পরা, মেহমানদের সামনে দুষ্টুমি না করা, খাবার সময় তরকারীতে হাত না দিয়ে চামুচ দিয়ে নেওয়া) ?			
৬০	কোন বিষয় সম্পর্কে আপনি যা বলেন শিশুটি কি তাই বিশ্বাস করে ?			
৬১	শিশু কি বেশ ভীতু (তেলাপোক, বিচ্ছা, ইঁদুর, টিকটিকি দেখে, ভুতের গল্প শুনে ভয় পায়) ?			
৬২	কোন কাজে বাঁধা দিলেও কি সে সেই কাজ করে ?			
৬৩	কোন কাজ না পারলে হতাশ না হয়ে কি চেষ্টা করে ?			
৬৪	গর্ভকালীন অবস্থায় আপনি অসুস্থ ছিলেন কি (জন্ডিস, হাম, টাইফয়েড, ডায়ারিয়া, ধনুষ্টংকার) ?			
৬৫	শিশুর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ কি পুরুষ্কার প্রদান করা হয় (মৌখিক / বস্তুগত) ?			
৬৬	অসম্পূর্ন ছবি সম্পূর্ন করতে পারে কি ?			
৬৭	শিশু জন্মগত ভাবে কি অসুস্থ (বধির, অন্ধ, পঙ্গু)			
৬৮	শিশু কি মানসিক প্রতিবন্ধী ?			
৬৯	শিশু কি বিভিন্ন বিষয়ে উদ্বিগ্ন থাকে ?			
৭০	শিশু কি আত্মবিশ্বাসী (যে কোন কাজে চেষ্টা করে, সব কাজ পারবে বলে বিশ্বাস করে এবং সাহসের সাথে শুরু করে)?			
৭১	সে কি স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ করে (কোন কাজ ইচ্ছা না থাকলে করে না, ভাল লাগলে পড়তে বসে, জোর করে কিছু খাওয়ান যায় না, নিজ ইচ্ছায় খেলে) ?			
৭২	প্রয়োজনে শিশুর উপর বিধি নিষেধ আরোপ করেন কি ?			
৭৩	শিশু কি নিজের খাবারের ভাগ কাউকে দিতে চায় ?			
৭৪	নিজের খেলনা রেখে অন্যের খেলনা দিয়ে কি খেলে ?			
৭৫	পরিবারের অন্য শিশুকে হিংসা করে কি ?			
৭৬	সন্তানের পিতা কি বর্তমান (পিতা জীবিত পিতামাতার বিচ্ছেদ হয়নি, শিশুটি পিতামাতার সাথে থাকে) ?			
৭৭	শিশু অন্যের মনযোগ আর্কষণ করতে চায় কি (কান্না করা, Good বলবে বলে ভাল কাজ করে, সুন্দর করে সাজতে চায়,কোন কাজ করার আগে অনুমতি প্রার্থনা করে) ?			
৭৮	শিশু যখন যা করতে চায় তা করতে দেন কি ?			

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃ নং	বিষয়	হ্যাঁ	না	?
৭৯	আপনি শিশুর মলমূত্র ত্যাগের (নিয়ন্ত্রণের) ক্ষেত্রে কি বেশ কঠোর ?			
৮০	শিশু কি সর্বদা আপনার সান্নিধ্যে / কাছাকাছি থাকতে চায় ?			
৮১	আপনার শিশু কি বন্ধু / সমবয়সীদের কাছে জনপ্রিয় ?			
৮২	আপনার সন্তান তার নিজস্ব কাজ করুক আপনি কি তা প্রত্যাশা করেন ?			
৮৩	শিশুটি কি সুঁই সুতা ব্যবহার করতে পারে (যেমনঃ জামার বোতাম লাগান, দুটো কাপড় জোড়া দেওয়া, ছোট খাট নক্সার কাজ) ?			
৮৪	রং তুলি দিয়ে ছবি আঁকতে পারে / আঁকা ছবিতে রং করে ফুটিয়ে তুলতে পারে কি ?			
৮৫	আপনার শিশু কি জন্মগতভাবে অসুস্থ (যেমনঃ বধির, অন্ধ, পঙ্গু)?			
৮৬	আপনার শিশু কি মানসিক প্রতিবন্ধী?			
৮৭	আপনার শিশু কি সুঁই সুতা ব্যবহার করতে পারে (যেমনঃ জামায় বোতাম লাগানো, দুটো কাপড় জোড়া দেওয়া, ছোট ছোট নক্সার কাজ)?			

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-খ

নাম ঃ
পেশা ঃ
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

-ঃ নির্দেশনা ঃ-

আমি মনোবিজ্ঞান বিভাগের এম.ফিল এর একজন ছাত্রী। আপনাকে একটি গবেষণা কাজে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। শিশুর আচরণ পর্যবেক্ষণ করার জন্য শিশুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত কতগুলো প্রশ্ন নিম্নে উল্লেখ করা হল। নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো কোন বয়সের শিশুর জন্য উপযোগী নয় আপনার দেয়া তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে এবং আপনার মতামতের গোপনীয়তা সম্পূর্ণ রক্ষা করা হবে। সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।

নিবেদিকা
(মেহের-উন-নেছা)

ক্রঃ নং	বিষয়	বয়স (বৎসরে)			
		২-৩	৩-৪	৪-৫	৫-৬
১	আপনার শিশু কি একা একা সিড়ি দিয়ে নামতে পারে ?				
২	সমবয়সীদের সাথে কি মিলেমিশে খেলা করে ?				
৩	নিজে নিজে কি হাত মুখ ধুতে পারে ?				
৪	অন্যদের সামনে কি নাচ গান করে ?				
৫	নিজের ছোটখাট কাজ করে কি (যেমন- জামা, জুতা গুছিয়ে রাখা, পানি ঢেলে খাওয়া) ?				
৬	নিজ হাতে কি খেতে পারে ?				
৭	নিজ হাতে গ্লাস ধরে কি পানি খেতে পারে ?				
৮	কাঁচি দিয়ে কি বিভিন্ন জিনিস কাটতে পারে ?				
৯	নিজের সমস্যার কথা কি বলতে পারে (যেমন-ক্ষুধা লাগার কথা, পেটে ব্যাথা, কেউ মেরেছে ইত্যাদি) ?				
১০	নিজস্ব জিনিসপত্র কি চিহ্নিত করতে পারে (যেমন-নিজের জামা, জুতা, বই, খেলনা ইত্যাদি) ?				
১১	অন্যের সাহায্য ছাড়া কি গোসল করতে পারে ?				
১২	বেড়াতে যাবার সময় কি একা একা তৈরী হতে পারে ?				
১৩	একা একা কি দাঁত ব্রাশ করতে পারে ?				
১৪	তিন চাকার সাইকেল বা খেলনা গাড়ী কি চালাতে পারে ?				
১৫	অসম্পূর্ণ কোন ছবি বা রং দেখে কি চিনতে পারে ?				
১৬	অনেক জিনিস থেকে একই ধরনের জিনিস কি পৃথক করতে পারে ?				
১৭	কোন কাজ করার পূর্বে কি ভয় পায় ?				
১৮	কোন কাজ শুরু করে শেষ করতে পারে কি ?				

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃ নং	বিষয়	বয়স (বৎসরে)			
		২-৩	৩-৪	৪-৫	৫-৬
১৯	কম বা বেশীর পার্থক্য কি বুঝতে পারে ?				
২০	শব্দ গঠন করতে পারে কি ?				
২১	তিন/চার শব্দের বাক্য কি তৈরী করতে পারে ?				
২২	নিজের জামার বোতাম নিজেই লাগাতে পারে কি ?				
২৩	নিজের সমস্যা কি নিজেই সমাধান করতে পারে (যেমন- বন্ধুদের সাথে ঝগড়া করে আবার বন্ধুত্ব করা, কোন জিনিস ভেঙ্গে গেলে তা পরিস্কার করা ইত্যাদি) ?				
২৪	অন্যের মনোভাব কি বুঝতে পারে (যেমন-বন্ধুদের সাথে ঝগড়া করে আবার বন্ধুত্ব করা, কোন জিনিস ভেঙ্গে গেলে তা পরিস্কার করা ইত্যাদি) ?				
২৫	খেলনা / লেগু / মাটি দিয়ে কি কোন কিছু তৈরী করতে পারে ?				
২৬	নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কি গুছিয়ে রাখতে পারে (যেমন- জামাকাপড়, জুতা, বই-খাতা, খেলনা গুছিয়ে রাখা) ?				
২৭	শিশু কি যৌথ পরিবারভূক্ত ?				
২৮	নির্দিষ্ট কোন কাজের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয় কি (যেমন- নাচ, গান, ছবি আঁকা, বই পড়া) ?				
২৯	পরিবারের সকল সদস্যের সাথে কি শিশুর ভাল সম্পর্ক বিদ্যমান ?				
৩০	অন্যায় কাজের জন্য শাস্তি / বকা দেওয়া হয় কি?				
৩১	শিশুর ভবিষ্যত নিয়ে কি অতিমাত্রায় চিন্তিত ?				
৩২	ইচ্ছানুযায়ী কোন কাজ করতে দেয়া হয় কি ?				
৩২	আপনি কি নিজে শিশুর যত্ন নেন ?				
৩৩	শিশু কি অনুকরন প্রিয় ?				
৩৪	শিশুটি কি বেশী খেলাধুলা প্রিয় ?				
৩৫	শিশুটি কি অস্থির ?				
৩৬	প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করে কি ?				
৩৭	দেখে দেখে কি ছবি আঁকতে পারে ?				
৩৮	কাগজ দিয়ে কি খেলনা তৈরী করতে পারে ?				
৩৯	একা একা কি পাশের বাড়ী যেতে পারে ?				
৪০	শিশু বিশেষ নক্সা চিনতে পারে কি (তিন কোনা, চার কোনা, গোল) ?				
৪১	নিজের জামার বোতাম নিজেই লাগাতে পারে কি ?				
৪২	শিশু কি প্রায়ই অভিযোগ করে (ব্যাথা, মেরেছে, খেলার সাথী ভূল করছে, খেলনা খুজে পাচ্ছেনা) ?				
৪৩	যা দেখে তা কি সহজেই মনে রাখতে পারে ?				
৪৪	শিশুটি কি অল্প পেয়েই খুশী হয় ?				
৪৫	শিশুটি কি খিটখিটে মেজাজের / একটু রাগ বেশী ?				
৪৬	শিশুটি কি সববয়সী বন্ধুদের সাহায্য করে ?				
৪৭	খেলাধূলার সময় নেতার ভূমিকা পালন করে কি?				
৪৮	গৃহস্থালীর কাজ আপনি নিজ হাতে করেন কি ?				

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃ নং	বিষয়	বয়স (বৎসরে)			
		২-৩	৩-৪	৪-৫	৫-৬
৪৯	আপনি কি কোন বিষয়ে নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকেন ?				
৫০	আপনি শারীরিক ভাবে কি সুস্থ (অন্ধ, পঙ্গু, প্রায়ই সংক্রামক রোগে আক্রান্ত নন) ?				
৫১	আপনি কি শিশুকে সময়োপযোগী প্রশিক্ষন দিয়েছেন (টয়লেট ব্যবহার, নিজ জিনিস গুছিয়ে রাখা, হাত ধুয়ে হাত খাবার খাওয়া)				
৫২	আপনি পুত্র ও কন্যা সন্তানকে কি পৃথক দৃষ্টিতে দেখেন ?				
৫৩	শিশু পরিবারের নির্দিষ্ট কাউকে ভয় পায় কি ?				
৫৪	আপনি কি স্বপরিবারে বেড়াতে যেতে পছন্দ করেন ?				
৫৫	আপনি কি শিশুর প্রতি অতিমাত্রায় যত্নশীল ?				
৫৬	আপনি ও আপনার স্বামী কি প্রয়োজনের সাথে সাথে কাজে হাত দেন ?				
৫৭	শিশু কি নিজেই নিজের চুল আচঁড়াতে পারে ?				
৫৮	কারো সাহায্য ছাড়া জুতার ফিতা বাঁধতে পারে কি ?				
৫৯	শিশু কি নিজ সম্পর্কে সচেতন (যেমন- সুন্দর জামা বেছে পরা, মেহমানদের সামনে দুষ্টুমি না করা, খাবার সময় তরকারীতে হাত না দিয়ে চামুচ দিয়ে নেওয়া) ?				
৬০	কোন বিষয় সম্পর্কে আপনি যা বলেন শিশুটি কি তাই বিশ্বাস করে ?				
৬১	শিশু কি বেশ ভীতু (তেলাপোক, বিছা, ইঁদুর, টিকটিকি দেখে, ভুতের গল্প শুনে ভয় পায়) ?				
৬২	কোন কাজে বাঁধা দিলেও কি সে সেই কাজ করে ?				
৬৩	কোন কাজ না পারলে হতাশ না হয়ে কি চেষ্টা করে ?				
৬৪	গর্ভকালীন অবস্থায় আপনি অসুস্থ ছিলেন কি (জন্ডিস, হাম, টাইফয়েড, ডায়ারিয়া, ধনুষ্টংকার) ?				
৬৫	শিশুর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ কি পুরুস্কার প্রদান করা হয় (মৌখিক / বস্তুগত) ?				
৬৬	অসম্পূর্ন ছবি সম্পূর্ন করতে পারে কি ?				
৬৭	শিশু জন্মগতভাবে কি অসুস্থ (বধির, অন্ধ, পঙ্গু)				
৬৮	শিশু কি মানসিক প্রতিবন্ধী ?				
৬৯	শিশু কি বিভিন্ন বিষয়ে উদ্বিগ্ন থাকে ?				
৭০	শিশু কি আত্মবিশ্বাসী (যে কোন কাজে চেষ্টা করে, সব কাজ পারবে বলে বিশ্বাস করে এবং সাহসের সাথে শুরু করে)?				
৭১	সে কি স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ করে (কোন কাজ ইচ্ছা না থাকলে করে না, ভাল লাগলে পড়তে বসে, জোর করে কিছু খাওয়ান যায় না, নিজ ইচ্ছায় খেলে) ?				
৭২	প্রয়োজনে শিশুর উপর বিধি নিষেধ আরোপ করেন কি ?				
৭৩	শিশু কি নিজের খাবারের ভাগ কাউকে দিতে চায় ?				
৭৪	নিজের খেলনা রেখে অন্যের খেলনা দিয়ে কি খেলে ?				
৭৫	পরিবারের অন্য শিশুকে হিংসা করে কি ?				

ক্রঃ নং	বিষয়	বয়স (বৎসরে)			
		২-৩	৩-৪	৪-৫	৫-৬
৭৬	সন্তানের পিতা কি বর্তমান (পিতা জীবিত পিতামাতার বিচ্ছেদ হয়নি, শিশুটি পিতামাতার সাথে থাকে) ?				
৭৭	শিশু অন্যের মনযোগ আর্কষণ করতে চায় কি (কান্না করা, Good বলবে বলে ভাল কাজ করে, সুন্দর করে সাজতে চায়,কোন কাজ করার আগে অনুমতি প্রার্থনা করে) ?				
৭৮	শিশু যখন যা করতে চায় তা করতে দেন কি ?				
৭৯	আপনি শিশুর মলমূত্র ত্যাগের (নিয়ন্ত্রণের) ক্ষেত্রে কি বেশ কঠোর ?				
৮০	শিশু কি সর্বদা আপনার সান্নিধ্যে / কাছাকাছি থাকতে চায় ?				
৮১	আপনার শিশু কি বন্ধু / সমবয়সীদের কাছে জনপ্রিয় ?				
৮২	আপনার সন্তান তার নিজস্ব কাজ করুক আপনি কি তা প্রত্যাশা করেন ?				
৮৩	শিশুটি কি সুঁই সুতা ব্যবহার করতে পারে (যেমনঃ জামার বোতাম লাগান, দুটো কাপড় জোড়া দেওয়া, ছোট খাট নক্সার কাজ) ?				
৮৪	রং তুলি দিয়ে ছবি আঁকতে পারে / আঁকা ছবিতে রং করে ফুটিয়ে তুলতে পারে কি ?				
৮৫	আপনার শিশু কি জন্মগতভাবে অসুস্থ (যেমনঃ বধির, অন্ধ, পঙ্গু)?				
৮৬	আপনার শিশু কি মানসিক প্রতিবন্ধী?				
৮৭	আপনার শিশু কি সুঁই সুতা ব্যবহার করতে পারে (যেমনঃ জামায় বোতাম লাগানো, দুটো কাপড় জোড়া দেওয়া, ছোট ছোট নক্সার কাজ)?				
৮৮	আপনার শিশু কি গল্প বলতে ও শুনতে ভাল বাসে?				
৮৯	আপনার শিশু কি বেড়াতে ভালবাসে?				

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-গ

মায়ের বয়স ঃ	শিশুর বয়স (৫) ঃ
মায়ের পেশা ঃ	শিশুর লিঙ্গ ঃ
পিতামাতার আয় (বার্ষিক) ঃ	শিশুর ভাই বোন ঃ
মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ	শিশুর জন্মক্রম ঃ (ভাই বোনের মধ্যে কততম)

নির্দেশনা

আমি মনোবিজ্ঞান বিভাগের এম.ফিল এর একজন ছাত্রী। আপনাকে একটি গবেষণা কাজে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। শিশুর আচরণ পর্যবেক্ষণ করার জন্য শিশুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত কতগুলো প্রশ্ন নিম্নে উল্লেখ করা হল। আপনি একজন মা ও পর্যবেক্ষক হিসেবে আপনার সন্তানের জন্য যে বৈশিষ্ট্যগুলো যথার্থ সেই প্রশ্নের ক্ষেত্রে 'হ্যাঁ' স্থানটিতে টিক চিহ্ন যথার্থ না হলে 'না' স্থানটিতে টিক চিহ্ন এবং কোন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংশয় থাকলে প্রশ্নবোধক (?) স্থানে টিক চিহ্ন দিন। প্রশ্নপত্রে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য ব্যতীত শিশুর মাঝে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য থাকলে উল্ল্যেখ করুন। আপনার দেয়া তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে এবং আপনার মতামতের গোপনীয়তা সম্পূর্ণ রক্ষা করা হবে। সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।

নিবেদিকা
(মেহের-উন-নেছা)

ক্রঃ নং	বিষয়	হ্যাঁ	না	?
১	আপনার শিশু কি একা একা সিড়ি দিয়ে নামতে পারে ?			
২	সমবয়সীদের সাথে কি মিলেমিশে খেলা করে ?			
৩	নিজে নিজে কি হাত মুখ ধুতে পারে ?			
৪	অন্যদের সামনে কি নাচ গান করে ?			
৫	নিজের ছোটখাট কাজ করে কি (যেমন- জামা, জুতা গুছিয়ে রাখা, পানি ঢেলে খাওয়া) ?			
৬	নিজ হাতে কি খেতে পারে ?			
৭	নিজ হাতে গ্লাস ধরে কি পানি খেতে পারে ?			
৮	কাঁচি দিয়ে কি বিভিন্ন জিনিস কাটতে পারে ?			
৯	নিজের সমস্যার কথা কি বলতে পারে (যেমন-ক্ষুধা লাগার কথা, পেটে ব্যাথা, কেউ মেরেছে ইত্যাদি) ?			
১০	নিজস্ব জিনিসপত্র কি চিহ্নিত করতে পারে (যেমন- নিজের জামা, জুতা, বই, খেলনা ইত্যাদি) ?			
১১	অন্যের সাহায্য ছাড়া কি গোসল করতে পারে ?			
১২	বেড়াতে যাবার সময় কি একা একা তৈরী হতে পারে ?			

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃ নং	বিষয়	হ্যাঁ	না	?
১৩	একা একা কি দাঁত ব্রাশ করতে পারে ?			
১৪	তিন চাকার সাইকেল বা খেলনা গাড়ী কি চালাতে পারে ?			
১৫	অসম্পূর্ণ কোন ছবি বা রং দেখে কি চিনতে পারে ?			
১৬	অনেক জিনিস থেকে একই ধরনের জিনিস কি পৃথক করতে পারে ?			
১৭	কোন কাজ করার পূর্বে কি ভয় পায় ?			
১৮	কোন কাজ শুরু করে শেষ করতে পারে কি ?			
১৯	কম বা বেশীর পার্থক্য কি বুঝতে পারে ?			
২০	শব্দ গঠন করতে পারে কি ?			
২১	তিন/চার শব্দের বাক্য কি তৈরী করতে পারে ?			
২২	নিজের জামার বোতাম নিজেই লাগাতে পারে কি ?			
২৩	নিজের সমস্যা কি নিজেই সমাধান করতে পাওে (যেমন- বন্ধুদের সাথে ঝগড়া করে আবার বন্ধুত্ব করা, কোন জিনিস ভেঙ্গে গেলে তা পরিস্কার করা ইত্যাদি) ?			
২৪	অন্যের মনোভাব কি বুঝতে পারে (যেমন-বন্ধুদের সাথে ঝগড়া করে আবার বন্ধুত্ব করা, কোন জিনিস ভেঙ্গে গেলে তা পরিস্কার করা ইত্যাদি) ?			
২৫	খেলনা / লেগু / মাটি দিয়ে কি কোন কিছু তৈরী করতে পারে ?			
২৬	নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কি গুছিয়ে রাখতে পারে (যেমন- জামাকাপড়, জুতা, বই-খাতা, খেলনা গুছিয়ে রাখা) ?			
২৭	শিশু কি যৌথ পরিবারভূক্ত ?			
২৮	নির্দিষ্ট কোন কাজের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয় কি (যেমন- নাচ, গান, ছবি আঁকা, বই পড়া) ?			
২৯	পরিবারের সকল সদস্যের সাথে কি শিশুর ভাল সম্পর্ক বিদ্যমান ?			
৩০	অন্যায় কাজের জন্য শাস্তি / বকা দেওয়া হয় কি?			
৩১	শিশুর ভবিষ্যত নিয়ে কি অতিমাত্রায় চিন্তিত ?			
৩২	ইচ্ছানুযায়ী কোন কাজ করতে দেয়া হয় কি ?			
৩২	আপনি কি নিজে শিশুর যত্ন নেন ?			
৩৩	শিশু কি অনুকরন প্রিয় ?			
৩৪	শিশুটি কি বেশী খেলাধুলা প্রিয় ?			
৩৫	শিশুটি কি অস্থির ?			
৩৬	প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করে কি ?			
৩৭	দেখে দেখে কি ছবি আঁকতে পারে ?			
৩৮	কাগজ দিয়ে কি খেলনা তৈরী করতে পারে ?			
৩৯	একা একা কি পাশের বাড়ী যেতে পারে ?			
৪০	শিশু বিশেষ নক্সা চিনতে পারে কি (তিন কোনা, চার কোনা, গোল) ?			
৪১	নিজের জামার বোতাম নিজেই লাগাতে পারে কি ?			
৪২	শিশু কি প্রায়ই অভিযোগ করে (ব্যাথা, মেরেছে, খেলার সাথী ভূল করছে, খেলনা খুজে পাচ্ছেনা) ?			
৪৩	যা দেখে তা কি সহজেই মনে রাখতে পারে ?			
৪৪	শিশুটি কি অল্প পেয়েই খুশী হয় ?			
৪৫	শিশুটি কি খিটখিটে মেজাজের / একটু রাগ বেশী ?			
৪৬	শিশুটি কি সমবয়সী বন্ধুদের সাহায্য করে ?			
৪৭	খেলাধুলার সময় নেতার ভূমিকা পালন করে কি?			
৪৮ ৪৯	গৃহস্থালীর কাজ আপনি নিজ হাতে করেন কি ? আপনি কি কোন বিষয়ে নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকেন ?			
৫০	আপনি শারীরিক ভাবে কি সুস্থ (অন্ধ, পঙ্গু, প্রায়ই সংক্রামক রোগে আক্রান্ত নন) ?			

ক্রঃ নং	বিষয়	হ্যাঁ	না	?
৫১	আপনি কি শিশুকে সময়োপযোগী প্রশিক্ষন দিয়েছেন (টয়লেট ব্যবহার, নিজ জিনিস গুছিয়ে রাখা, হাত ধুয়ে হাত খাবার খাওয়া)			
৫২	আপনি পুত্র ও কন্যা সন্তানকে কি পৃথক দৃষ্টিতে দেখেন ?			
৫৩	শিশু পরিবারের নির্দিষ্ট কাউকে ভয় পায় কি ?			
৫৪	আপনি কি স্বপরিবারে বেড়াতে যেতে পছন্দ করেন ?			
৫৫	আপনি কি শিশুর প্রতি অতিমাত্রায় যত্নশীল ?			
৫৬	আপনি ও আপনার স্বামী কি প্রয়োজনের সাথে সাথে কাজে হাত দেন ?			
৫৭	শিশু কি নিজেই নিজের চুল আচঁড়াতে পারে ?			
৫৮	কারো সাহায্য ছাড়া জুতার ফিতা বাঁধতে পারে কি ?			
৫৯	শিশু কি নিজ সম্পর্কে সচেতন (যেমন- সুন্দর জামা বেছে পরা, মেহমানদের সামনে দুষ্টুমি না করা, খাবার সময় তরকারীতে হাত না দিয়ে চামুচ দিয়ে নেওয়া) ?			
৬০	কোন বিষয় সম্পর্কে আপনি যা বলেন শিশুটি কি তাই বিশ্বাস করে ?			
৬১	শিশু কি বেশ ভীতু (তেলাপোক, বিছা, ইঁদুর, টিকটিকি দেখে, ভূতের গল্প শুনে ভয় পায়) ?			
৬২	কোন কাজে বাঁধা দিলেও কি সে সেই কাজ করে ?			
৬৩	কোন কাজ না পারলে হতাশ না হয়ে কি চেষ্টা করে ?			
৬৪	শিশুর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ কি পুরুস্কার প্রদান করা হয় (মৌখিক / বস্তুগত) ?			
৬৫	অসম্পূর্ন ছবি সম্পূর্ন করতে পারে কি ?			
৬৬	শিশু কি বিভিন্ন বিষয়ে উদ্বিগ্ন থাকে ?			
৬৭	শিশু কি আত্মবিশ্বাসী (যে কোন কাজে চেষ্টা করে, সব কাজ পারবে বলে বিশ্বাস করে এবং সাহসের সাথে শুরু করে)?			
৬৮	সে কি স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ করে (কোন কাজ ইচ্ছা না থাকলে করে না, ভাল লাগলে পড়তে বসে, জোর করে কিছু খাওয়ান যায় না, নিজ ইচ্ছায় খেলে) ?			
৬৯	প্রয়োজনে শিশুর উপর বিধি নিষেধ আরোপ করেন কি ?			
৭০	শিশু কি নিজের খাবারের ভাগ কাউকে দিতে চায় ?			
৭১	নিজের খেলনা রেখে অন্যেও খেলনা দিয়ে কি খেলে ?			
৭২	পরিবারের অন্য শিশুকে হিংসা করে কি ?			
৭৩	সন্তানের পিতা কি বর্ত্তমান (পিতা জীবিত পিতামাতার বিচ্ছেদ হয়নি, শিশুটি পিতামাতার সাথে থাকে) ?			
৭৪	শিশু অন্যের মনযোগ আর্কষণ করতে চায় কি (কান্না করা, Good বলবে বলে ভাল কাজ করে, সুন্দও করে সাজতে চায়,কোন কাজ করার আগে অনুমতি প্রার্থনা করে?)			
৭৫	শিশু যখন যা করতে চায় তা করতে দেন কি ?			
৭৬	আপনি শিশুর মলমূত্র ত্যাগের (নিয়ন্ত্রণের) ক্ষেত্রে কি বেশ কঠোর ?			
৭৭	শিশু কি সর্বদা আপনার সান্নিধ্যে / কাছাকাছি থাকতে চায় ?			
৭৮	আপনার শিশু কি বন্ধু / সমবয়সীদের কাছে জনপ্রিয় ?			
৭৯	আপনার সন্তান তার নিজস্ব কাজ করুক আপনি কি তা প্রত্যাশা করেন ?			
৮০	শিশুটি কি সুঁই সুতা ব্যবহার করতে পারে (যেমনঃ জামার বোতাম লাগান, দুটো কাপড় জোড়া দেওয়া, ছোট খাট নক্সার কাজ) ?			
৮১	রং তুলি দিয়ে ছবি আঁকতে পারে / আঁকা ছবিতে রং করে ফুটিয়ে তুলতে পারে কি ?			
৮৩	আপনার শিশু কি গল্প বলতে ও শুনতে ভাল বাসে?			
৮৪	আপনার শিশু কি বেড়াতে ভালবাসে?			
৮৫	অসম্পূর্ণ ছবি দেখে কি চিনতে পারে?			

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-ঘ

মায়ের বয়স :	শিশুর বয়স (৪) :
মায়ের পেশা :	শিশুর লিঙ্গ :
পিতামাতার আয় (বার্ষিক) :	শিশুর ভাই বোন :
মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা :	শিশুর জন্মক্রম : (ভাই বোনের মধ্যে কততম)

নির্দেশনা

আমি মনোবিজ্ঞান বিভাগের এম.ফিল এর একজন ছাত্রী। আপনাকে একটি গবেষণা কাজে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। শিশুর আচরণ পর্যবেক্ষণ করার জন্য শিশুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত কতগুলো প্রশ্ন নিম্নে উল্লেখ করা হল। আপনি একজন মা ও পর্যবেক্ষক হিসেবে আপনার সন্তানের জন্য যে বৈশিষ্ট্যগুলো যথার্থ সেই প্রশ্নের ক্ষেত্রে 'হ্যাঁ' স্থানটিতে টিক চিহ্ন যথার্থ না হলে 'না' স্থানটিতে টিক চিহ্ন এবং কোন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংশয় থাকলে প্রশ্নবোধক (?) স্থানে টিক চিহ্ন দিন। প্রশ্নপত্রে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য ব্যতীত শিশুর মাঝে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য থাকলে উল্লেখ কর‌ুন। আপনার দেয়া তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে এবং আপনার মতামতের গোপনীয়তা সম্পূর্ণ রক্ষা করা হবে। সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।

নিবেদিকা
(মেহের-উন-নেছা)

ক্রঃ নং	বিষয়	হ্যাঁ	না	?
১	আপনার শিশু কি একা একা সিড়ি দিয়ে নামতে পারে ?			
২	সমবয়সীদের সাথে কি মিলেমিশে খেলা করে ?			
৩	নিজে নিজে কি হাত মুখ ধুতে পারে ?			
৪	অন্যদের সামনে কি নাচ গান করে ?			
৫	নিজের ছোটখাট কাজ কওে কি (যেমন- জামা, জুতা গুছিয়ে রাখা, পানি ঢেলে খাওয়া) ?			
৬	নিজ হাতে কি খেতে পারে ?			
৭	নিজ হাতে গ্লাস ধরে কি পানি খেতে পারে ?			
৮	কাঁচি দিয়ে কি বিভিন্ন জিনিস কাটতে পারে ?			
৯	নিজের সমস্যার কথা কি বলতে পারে (যেমন-ক্ষুধা লাগার কথা, পেটে ব্যাথা, কেউ মেরেছে ইত্যাদি) ?			
১০	নিজস্ব জিনিসপত্র কি চিহ্নিত করতে পারে (যেমন- নিজের জামা, জুতা, বই, খেলনা ইত্যাদি) ?			
১১	অন্যের সাহায্য ছাড়া কি গোসল করতে পাওে ?			

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃ নং	বিষয়	হ্যাঁ	না	?
১২	বেড়াতে যাবার সময় কি একা একা তৈরী হতে পারে ?			
১৩	একা একা কি দাঁত ব্রাশ করতে পারে ?			
১৪	তিন চাকার সাইকেল বা খেলনা গাড়ী কি চালাতে পারে ?			
১৫	অসম্পূর্ণ কোন ছবি বা রং দেখে কি চিনতে পারে ?			
১৬	অনেক জিনিস থেকে একই ধরনের জিনিস কি পৃথক করতে পারে ?			
১৭	কোন কাজ করার পূর্বে কি ভয় পায় ?			
১৮	কোন কাজ শুরু করে শেষ করতে পারে কি ?			
১৯	কম বা বেশীর পার্থক্য কি বুঝতে পারে ?			
২০	শব্দ গঠন করতে পারে কি ?			
২১	তিন/চার শব্দের বাক্য কি তৈরী করতে পারে ?			
২৩	নিজের সমস্যা কি নিজেই সমাধান করতে পারে (যেমন- বন্ধুদের সাথে ঝগড়া করে আবার বন্ধুত্ব করা, কোন জিনিস ভেঙ্গে গেলে তা পরিস্কার করা ইত্যাদি) ?			
২৪	অন্যের মনোভাব কি বুঝতে পারে (যেমন-বন্ধুদের সাথে ঝগড়া করে আবার বন্ধুত্ব করা, কোন জিনিস ভেঙ্গে গেলে তা পরিস্কার করা ইত্যাদি) ?			
২৫	খেলনা / লেগু / মাটি দিয়ে কি কোন কিছু তৈরী করতে পারে ?			
২৬	নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কি গুছিয়ে রাখতে পারে (যেমন- জামাকাপড়, জুতা, বই-খাতা, খেলনা গুছিয়ে রাখা) ?			
২৭	শিশু কি যৌথ পরিবারভূক্ত ?			
২৮	নির্দিষ্ট কোন কাজের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয় কি (যেমন- নাচ, গান, ছবি আঁকা, বই পড়া) ?			
২৯	পরিবারের সকল সদস্যের সাথে কি শিশুর ভাল সম্পর্ক বিদ্যমান ?			
৩০	অন্যায় কাজের জন্য শাস্তি / বকা দেওয়া হয় কি?			
৩১	শিশুর ভবিষ্যত নিয়ে কি অতিমাত্রায় চিন্তিত ?			
৩২	ইচ্ছানুযায়ী কোন কাজ করতে দেয়া হয় কি ?			
৩২	আপনি কি নিজে শিশুর যত্ন নেন ?			
৩৩	শিশু কি অনুকরন প্রিয় ?			
৩৪	শিশুটি কি বেশী খেলাধুলা প্রিয় ?			
৩৫	শিশুটি কি অস্থির ?			
৩৬	প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করে কি ?			
৩৭	দেখে দেখে কি ছবি আঁকতে পারে ?			
৩৮	কাগজ দিয়ে কি খেলনা তৈরী করতে পারে ?			
৩৯	একা একা কি পাশের বাড়ী যেতে পারে ?			
৪০	শিশু বিশেষ নক্সা চিনতে পারে কি (তিন কোনা, চার কোনা, গোল) ?			
৪১	নিজের জামার বোতাম নিজেই লাগাতে পারে কি ?			
৪২	শিশু কি প্রায়ই অভিযোগ করে (ব্যাথা, মেরেছে, খেলার সাথী ভুল করছে, খেলনা খুজে পাচ্ছেনা) ?			
৪৩	যা দেখে তা কি সহজেই মনে রাখতে পারে ?			
৪৪	শিশুটি কি অল্প পেয়েই খুশী হয় ?			
৪৫	শিশুটি কি খিটখিটে মেজাজের / একটু রাগ বেশী ?			
৪৬	শিশুটি কি সমবয়সী বন্ধুদেও সাহায্য করে ?			
৪৭	খেলাধুলার সময় নেতার ভূমিকা পালন করে কি?			
৪৮	গৃহস্থালীর কাজ আপনি নিজ হাতে করেন কি ?			

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃ নং	বিষয়	হ্যাঁ	না	?
৪৯	আপনি কি কোন বিষয়ে নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকেন ?			
৫০	আপনি শারীরিক ভাবে কি সুস্থ (অন্ধ, পঙ্গু, প্রায়ই সংক্রামক রোগে আক্রান্ত নন) ?			
৫১	আপনি কি শিশুকে সময়োপযোগী প্রশিক্ষন দিয়েছেন (টয়লেট ব্যবহার, নিজ জিনিস গুছিয়ে রাখা, হাত ধুয়ে হাত খাবার খাওয়া)			
৫২	আপনি পুত্র ও কন্যা সন্তানকে কি পৃথক দৃষ্টিতে দেখেন ?			
৫৩	শিশু পরিবারের নির্দিষ্ট কাউকে ভয় পায় কি ?			
৫৪	আপনি কি স্বপরিবারে বেড়াতে যেতে পছন্দ করেন ?			
৫৫	আপনি কি শিশুর প্রতি অতিমাত্রায় যত্নশীল ?			
৫৬	আপনি ও আপনার স্বামী কি প্রয়োজনের সাথে সাথে কাজে হাত দেন ?			
৫৭	শিশু কি নিজেই নিজের চুল আচঁড়াতে পারে ?			
৫৮	কারো সাহায্য ছাড়া জুতার ফিতা বাঁধতে পারে কি ?			
৫৯	শিশু কি নিজ সম্পর্কে সচেতন (যেমন- সুন্দর জামা বেছে পরা, মেহমানদের সামনে দুষ্টুমি না করা, খাবার সময় তরকারীতে হাত না দিয়ে চামুচ দিয়ে নেওয়া) ?			
৬০	কোন বিষয় সম্পর্কে আপনি যা বলেন শিশুটি কি তাই বিশ্বাস করে ?			
৬১	শিশু কি বেশ ভীতু (তেলাপোক, বিছা, ইঁদুর, টিকটিকি দেখে, ভুতের গল্প শুনে ভয় পায়) ?			
৬২	কোন কাজে বাঁধা দিলেও কি সে সেই কাজ করে ?			
৬৩	কোন কাজ না পারলে হতাশ না হয়ে কি চেষ্টা করে ?			
৬৪	শিশুর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ কি পুরুস্কার প্রদান করা হয় (মৌখিক / বস্তুগত) ?			
৬৬	শিশু কি বিভিন্ন বিষয়ে উদ্বিগ্ন থাকে ?			
৬৭	শিশু কি আত্মবিশ্বাসী (যে কোন কাজে চেষ্টা করে, সব কাজ পারবে বলে বিশ্বাস করে এবং সাহসের সাথে শুরু করে)?			
৬৮	সে কি স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ করে (কোন কাজ ইচ্ছা না থাকলে করে না, ভাল লাগলে পড়তে বসে, জোর করে কিছু খাওয়ান যায় না, নিজ ইচ্ছায় খেলে) ?			
৬৯	প্রয়োজনে শিশুর উপর বিধি নিষেধ আরোপ করেন কি ?			
৭০	শিশু কি নিজের খাবারের ভাগ কাউকে দিতে চায় ?			
৭১	নিজের খেলনা রেখে অন্যের খেলনা দিয়ে কি খেলে ?			
৭২	পরিবারের অন্য শিশুকে হিংসা করে কি ?			
৭৩	সন্তানের পিতা কি বর্তমান (পিতা জীবিত পিতামাতার বিচ্ছেদ হয়নি, শিশুটি পিতামাতার সাথে থাকে) ?			
৭৪	শিশু অন্যের মনযোগ আর্কষণ করতে চায় কি (কান্না করা, Good বলবে বলে ভাল কাজ করে, সুন্দর করে সাজতে চায়,কোন কাজ করার আগে অনুমতি প্রার্থনা করে) ?			
৭৫	শিশু যখন যা করতে চায় তা করতে দেন কি ?			
৭৬	আপনি শিশুর মলমূত্র ত্যাগের (নিয়ন্ত্রণের) ক্ষেত্রে কি বেশ কঠোর ?			
৭৭	শিশু কি সর্বদা আপনার সান্নিধ্যে / কাছাকাছি থাকতে চায় ?			
৭৮	আপনার শিশু কি বন্ধু / সমবয়সীদের কাছে জনপ্রিয় ?			
৮০	আপনার শিশু কি গল্প বলতে ও শুনতে ভাল বাসে?			
৮১	আপনার শিশু কি বেড়াতে ভালবাসে?			

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-ঙ

মায়ের বয়স ঃ মায়ের পেশা ঃ পিতামাতার আয় (বার্ষিক) ঃ মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ	শিশুর বয়স (৩) ঃ শিশুর লিঙ্গ ঃ শিশুর ভাই বোন ঃ শিশুর জন্মক্রম ঃ (ভাই বোনের মধ্যে কততম)

নির্দেশনা

আমি মনোবিজ্ঞান বিভাগের এম.ফিল এর একজন ছাত্রী। আপনাকে একটি গবেষণা কাজে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। শিশুর আচরণ পর্যবেক্ষণ করার জন্য শিশুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত কতগুলো প্রশ্ন নিম্নে উল্লেখ করা হল। আপনি একজন মা ও পর্যবেক্ষক হিসেবে আপনার সন্তানের জন্য যে বৈশিষ্ট্যগুলো যথার্থ সেই প্রশ্নের ক্ষেত্রে 'হ্যাঁ' স্থানটিতে টিক চিহ্ন যথার্থ না হলে 'না' স্থানটিতে টিক চিহ্ন এবং কোন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংশয় থাকলে প্রশ্নবোধক (?) স্থানে টিক চিহ্ন দিন। প্রশ্নপত্রে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য ব্যতীত শিশুর মাঝে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য থাকলে উল্লেখ করুন। আপনার দেয়া তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে এবং আপনার মতামতের গোপনীয়তা সম্পূর্ণ রক্ষা করা হবে। সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।

নিবেদিকা
(মেহের-উন-নেছা)

	বিষয়	হ্যাঁ	না	?
১	আপনার শিশু কি একা একা সিড়ি দিয়ে নামতে পারে ?			
২	সমবয়সীদের সাথে কি মিলেমিশে খেলা করে ?			
৩	নিজে নিজে কি হাত মুখ ধুতে পারে ?			
৪	অন্যদের সামনে কি নাচ গান করে ?			
৫	নিজের ছোটখাট কাজ করে কি (যেমন- জামা, জুতা গুছিয়ে রাখা, পানি ঢেলে খাওয়া) ?			
৬	নিজ হাতে কি খেতে পারে ?			
৭	নিজ হাতে গ্লাস ধরে কি পানি খেতে পারে ?			
৮	কাঁচি দিয়ে কি বিভিন্ন জিনিস কাটতে পারে ?			
৯	নিজের সমস্যার কথা কি বলতে পারে (যেমন-ক্ষুধা লাগার কথা, পেটে ব্যাথা, কেউ মেরেছে ইত্যাদি) ?			
১০	নিজস্ব জিনিসপত্র কি চিহ্নিত করতে পাওে (যেমন- নিজের জামা, জুতা, বই, খেলনা ইত্যাদি) ?			
১১	একা একা কি দাঁত ব্রাশ করতে পারে ?			
২	তিন চাকার সাইকেল বা খেলনা গাড়ী কি চালাতে পারে ?			

Dhaka University Institutional Repository

	বিষয়	হ্যাঁ	না	?
১৩	অসম্পূর্ণ কোন ছবি বা রং দেখে কি চিনতে পারে ?			
১৪	অনেক জিনিস থেকে একই ধরনের জিনিস কি পৃথক করতে পারে ?			
১৫	কোন কাজ করার পূর্বে কি ভয় পায় ?			
১৬	কোন কাজ শুরু কওে শেষ করতে পারে কি ?			
১৭	কম বা বেশীর পার্থক্য কি বুঝতে পারে ?			
১৮	শব্দ গঠন করতে পারে কি ?			
১৯	তিন/চার শব্দের বাক্য কি তৈরী করতে পারে ?			
২০	নিজের সমস্যা কি নিজেই সমাধান করতে পারে (যেমন- বন্ধুদের সাথে ঝগড়া করে আবার বন্ধুত্ব করা, কোন জিনিস ভেঙ্গে গেলে তা পরিস্কার করা ইত্যাদি) ?			
২১	অন্যেও মনোভাব কি বুঝতে পারে (যেমন-বন্ধুদের সাথে ঝগড়া করে আবার বন্ধুত্ব করা, কোন জিনিস ভেঙ্গে গেলে তা পরিস্কার করা ইত্যাদি) ?			
২২	খেলনা / লেগু / মাটি দিয়ে কি কোন কিছু তৈরী করতে পারে ?			
২৩	নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কি গুছিয়ে রাখতে পারে (যেমন- জামাকাপড়, জুতা, বই-খাতা, খেলনা গুছিয়ে রাখা) ?			
২৪	শিশু কি যৌথ পরিবারভূক্ত ?			
২৫	নির্দিষ্ট কোন কাজের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয় কি (যেমন- নাচ, গান, ছবি আঁকা, বই পড়া) ?			
২৬	পরিবারের সকল সদস্যের সাথে কি শিশুর ভাল সম্পর্ক বিদ্যমান ?			
২৭	অন্যায় কাজের জন্য শাস্তি / বকা দেওয়া হয় কি?			
২৮	শিশুর ভবিষ্যত নিয়ে কি অতিমাত্রায় চিন্তিত ?			
২৯	ইচ্ছানুযায়ী কোন কাজ করতে দেয়া হয় কি ?			
৩০	আপনি কি নিজে শিশুর যত্ন নেন ?			
৩১	শিশু কি অনুকরন প্রিয় ?			
৩২	শিশুটি কি বেশী খেলাধুলা প্রিয় ?			
৩৩	শিশুটি কি অস্থির ?			
৩৪	দেখে দেখে কি ছবি আঁকতে পারে ?			
৩৫	শিশু কি প্রায়ই অভিযোগ করে (ব্যাথা, মেরছে, খেলার সাথী ভুল করছে, খেলনা খুজে পাচ্ছেনা) ?			
৩৬	যা দেখে তা কি সহজেই মনে রাখতে পাওে ?			
৩৭	শিশুটি কি অল্প পেয়েই খুশী হয় ?			
৩৮	শিশুটি কি খিটখিটে মেজাজের / একটু রাগ বেশী ?			
৩৯	শিশুটি কি সমবয়সী বন্ধুদের সাহায্য করে ?			
৪০	খেলাধুলার সময় নেতার ভূমিকা পালন কওে কি?			
৪১	গৃহস্থালীর কাজ আপনি নিজ হাতে করেন কি ?			
৪২	আপনি কি কোন বিষয়ে নিজ সিদ্ধান্তে অঁল থাকেন ?			
৪৩	আপনি শারীরিক ভাবে কি সুস্থ (অন্ধ, পঙ্গু, প্রায়ই সংক্রামক রোগে আক্রান্ত নন) ?			
৪৪	আপনি কি শিশুকে সময়োপযোগী প্রশিক্ষন দিয়েছেন (টয়লেট ব্যবহার, নিজ জিনিস গুছিয়ে রাখা, হাত ধুয়ে হাত খাবার খাওয়া)			
৪৫	আপনি পুত্র ও কন্যা সন্তানকে কি পৃথক দৃষ্টিতে দেখেন ?			
৪৬	শিশু পরিবারের নির্দিষ্ট কাউকে ভয় পায় কি ?			
৪৭	আপনি কি স্বপরিবারে বেড়াতে যেতে পছন্দ করেন ?			
৪৮	আপনি কি শিশুর প্রতি অতিমাত্রায় যত্নশীল ?			
৪৯	আপনি ও আপনার স্বামী কি প্রয়োজনের সাথে সাথে কাজে হাত দেন ?			

Dhaka University Institutional Repository

	বিষয়	হ্যাঁ	না	?
৫০	শিশু কি নিজ সম্পর্কে সচেতন (যেমন- সুন্দর জামা বেছে পরা, মেহমানদেও সামনে দুষ্টামি না করা, খাবার সময় তরকারীতে হাত না দিয়ে চামুচ দিয়ে নেওয়া) ?			
৫১	কোন বিষয় সম্পর্কে আপনি যা বলেন শিশুটি কি তাই বিশ্বাস করে ?			
৫২	শিশু কি বেশ ভীতু (তেলাপোক, বিছা, ইঁদুর, টিকটিকি দেখে, ভুতের গল্প শুনে ভয় পায়) ?			
৫৩	কোন কাজে বাঁধা দিলেও কি সে সেই কাজ করে ?			
৫৪	কোন কাজ না পারলে হতাশ না হয়ে কি চেষ্টা করে ?			
৫৫	শিশুর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ কি পুরুস্কার প্রদান করা হয় (মৌখিক / বস্তুগত) ?			
৫৬	শিশু কি বিভিন্ন বিষয়ে উদ্বিগ্ন থাকে ?			
৫৭	শিশু কি আত্মবিশ্বাসী (যে কোন কাজে চেষ্টা করে, সব কাজ পারবে বলে বিশ্বাস করে এবং সাহসের সাথে শুরু করে)?			
৫৮	সে কি স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ করে (কোন কাজ ইচ্ছা না থাকলে করে না, ভাল লাগলে পড়তে বসে, জোর করে কিছু খাওয়ান যায় না, নিজ ইচ্ছায় খেলে) ?			
৫৯	প্রয়োজনে শিশুর উপর বিধি নিষেধ আরোপ করেন কি ?			
৬০	শিশু কি নিজের খাবারের ভাগ কাউকে দিতে চায় ?			
৬১	নিজের খেলনা রেখে অন্যের খেলনা দিয়ে কি খেলে ?			
৬২	পরিবারের অন্য শিশুকে হিংসা করে কি ?			
৬৩	সন্তানের পিতা কি বর্তমান (পিতা জীবিত পিতামাতার বিচ্ছেদ হয়নি, শিশুটি পিতামাতার সাথে থাকে) ?			
৬৪	শিশু অন্যের মনযোগ আর্কষণ করতে চায় কি (কান্না করা, Good বলবে বলে ভাল কাজ করে, সুন্দর করে সাজতে চায়,কোন কাজ করার আগে অনুমতি প্রার্থনা করে) ?			
৬৫	শিশু যখন যা করতে চায় তা করতে দেন কি ?			
৬৬	আপনি শিশুর মলমূত্র ত্যাগের (নিয়ন্ত্রণের) ক্ষেত্রে কি বেশ কঠোর ?			
৬৭	শিশু কি সর্বদা আপনার সান্নিধ্যে / কাছাকাছি থাকতে চায় ?			
৬৮	আপনার শিশু কি বন্ধু / সমবয়সীদের কাছে জনপ্রিয় ?			
৬৯	আপনার সন্তান তার নিজস্ব কাজ করুক আপনি কি তা প্রত্যাশা করেন ?			
৭০	আপনার শিশু কি গল্প বলতে ও শুনতে ভাল বাসে?			
৭১	আপনার শিশু কি বেড়াতে ভালবাসে?			
৭২	অন্যেও সাহায্য ছাড়া কি গোসল করতে পারে।			

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-চ

মায়ের বয়স ঃ মায়ের পেশা ঃ পিতামাতার আয় (বার্ষিক) ঃ মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ	শিশুর বয়স (২) ঃ শিশুর লিঙ্গ ঃ শিশুর ভাই বোন ঃ শিশুর জন্মক্রম ঃ (ভাই বোনের মধ্যে কততম)

নির্দেশনা

আমি মনোবিজ্ঞান বিভাগের এম.ফিল এর একজন ছাত্রী। আপনাকে একটি গবেষণা কাজে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। শিশুর আচরণ পর্যবেক্ষণ করার জন্য শিশুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত কতগুলো প্রশ্ন নিম্নে উল্লেখ করা হল। আপনি একজন মা ও পর্যবেক্ষক হিসেবে আপনার সন্তানের জন্য যে বৈশিষ্ট্যগুলো যথার্থ সেই প্রশ্নের ক্ষেত্রে 'হ্যাঁ' স্থানটিতে টিক চিহ্ন যথার্থ না হলে 'না' স্থানটিতে টিক চিহ্ন এবং কোন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংশয় থাকলে প্রশ্নবোধক (?) স্থানে টিক চিহ্ন দিন। প্রশ্নপত্রে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য ব্যতীত শিশুর মাঝে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য থাকলে উল্লেখ কর‍ুন। আপনার দেয়া তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে এবং আপনার মতামতের গোপনীয়তা সম্পূর্ণ রক্ষা করা হবে। সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।

নিবেদিকা
(মেহের-উন-নেছা)

	বিষয়	হ্যাঁ	না	?
১	সমবয়সীদের সাথে কি মিলেমিশে খেলা করে ?			
২	নিজে নিজে কি হাত মুখ ধুতে পারে ?			
৩	অন্যদের সামনে কি নাচ গান করে ?			
৪	নিজের ছোটখাট কাজ করে কি (যেমন- জামা, জুতা গুছিয়ে রাখা, পানি ঢেলে খাওয়া) ?			
৫	নিজ হাতে কি খেতে পারে ?			
৬	নিজ হাতে গ্লাস ধরে কি পানি খেতে পারে ?			
৭	নিজের সমস্যার কথা কি বলতে পারে (যেমন-ক্ষুধা লাগার কথা, পেটে ব্যাথা, কেউ মেরেছে ইত্যাদি) ?			
৮	নিজস্ব জিনিসপত্র কি চিহ্নিত করতে পারে (যেমন- নিজের জামা, জুতা, বই, খেলনা ইত্যাদি) ?			
৯	তিন চাকার সাইকেল বা খেলনা গাড়ী কি চালাতে পারে ?			
১০	অনেক জিনিস থেকে একই ধরনের জিনিস কি পৃথক করতে পারে ?			
১১	কোন কাজ করার পূর্বে কি ভয় পায় ?			

	বিষয়	হ্যাঁ	না	?
১২	কোন কাজ শুরু করে শেষ করতে পারে কি ?			
১৩	কম বা বেশীর পার্থক্য কি বুঝতে পারে ?			
১৪	শব্দ গঠন করতে পাওে কি ?			
১৫	তিন/চার শব্দের বাক্য কি তৈরী করতে পারে ?			
১৬	নিজের সমস্যা কি নিজেই সমাধান করতে পারে (যেমন- বন্ধুদের সাথে ঝগড়া করে আবার বন্ধুত্ব করা, কোন জিনিস ভেঙ্গে গেলে তা পরিস্কার করা ইত্যাদি) ?			
১৭	অন্যের মনোভাব কি বুঝতে পারে (যেমন-বন্ধুদের সাথে ঝগড়া করে আবার বন্ধুত্ব করা, কোন জিনিস ভেঙ্গে গেলে তা পরিস্কার করা ইত্যাদি) ?			
১৮	খেলনা / লেগু / মাটি দিয়ে কি কোন কিছু তৈরী করতে পারে ?			
১৯	নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কি গুছিয়ে রাখতে পারে (যেমন-জামাকাপড়, জুতা, বই-খাতা, খেলনা গুছিয়ে রাখা) ?			
২০	শিশু কি যৌথ পরিবারভূক্ত ?			
২১	নির্দিষ্ট কোন কাজের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয় কি (যেমন- নাচ, গান, ছবি আঁকা, বই পড়া) ?			
২২	পরিবারের সকল সদস্যের সাথে কি শিশুর ভাল সম্পর্ক বিদ্যমান ?			
২৩	অন্যায় কাজের জন্য শাস্তি / বকা দেওয়া হয় কি?			
২৪	শিশুর ভবিষ্যত নিয়ে কি অতিমাত্রায় চিন্তিত ?			
২৫	ইচ্ছানুযায়ী কোন কাজ করতে দেয়া হয় কি ?			
২৬	আপনি কি নিজে শিশুর যত্ন নেন ?			
২৭	শিশু কি অনুকরন প্রিয় ?			
২৮	শিশুটি কি বেশী খেলাধুলা প্রিয় ?			
২৯	শিশুটি কি অস্থির ?			
৩০	দেখে দেখে কি ছবি আঁকতে পারে ?			
৩১	শিশু কি প্রায়ই অভিযোগ করে (ব্যাথা, মেরেছে, খেলার সাথী ভুল করছে, খেলনা খুজে পাচ্ছেনা) ?			
৩২	যা দেখে তা কি সহজেই মনে রাখতে পারে ?			
৩৩	শিশুটি কি অল্প পেয়েই খুশী হয় ?			
৩৪	শিশুটি কি খিটখিটে মেজাজের / একটু রাগ বেশী ?			
৩৫	শিশুটি কি সমবয়সী বন্ধুদের সাহায্য করে ?			
৩৬	খেলাধুলার সময় নেতার ভূমিকা পালন করে কি?			
৩৭ ৩৮	গৃহস্থালীর কাজ আপনি নিজ হাতে করেন কি ? আপনি কি কোন বিষয়ে নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকেন ?			
৩৯	আপনি শারীরিক ভাবে কি সুস্থ (অন্ধ, পঙ্গু, প্রায়ই সংক্রামক রোগে আক্রান্ত নন) ?			
৪০	আপনি কি শিশুকে সময়োপযোগী প্রশিক্ষন দিয়েছেন (টয়লেট ব্যবহার, নিজ জিনিস গুছিয়ে রাখা, হাত ধুয়ে হাত খাবার খাওয়া)			
৪১	আপনি পুত্র ও কন্যা সন্তানকে কি পৃথক দৃষ্টিতে দেখেন ?			
৪২	শিশু পরিবারের নির্দিষ্ট কাউকে ভয় পায় কি ?			
৪৩	আপনি কি স্বপরিবারে বেড়াতে যেতে পছন্দ করেন ?			
৪৪	আপনি কি শিশুর প্রতি অতিমাত্রায় যত্নশীল ?			
৪৫	আপনি ও আপনার স্বামী কি প্রয়োজনের সাথে সাথে কাজে হাত দেন ?			
৪৬	কোন বিষয় সম্পর্কে আপনি যা বলেন শিশুটি কি তাই বিশ্বাস করে ?			

Dhaka University Institutional Repository

	বিষয়	হ্যাঁ	না	?
৪৭	শিশু কি বেশ ভীতু (তেলাপোক, বিছা, ইঁদুর, টিকটিকি দেখে, ভূতের গল্প শুনে ভয় পায়) ?			
৪৮	কোন কাজে বাঁধা দিলেও কি সে সেই কাজ করে ?			
৪৯	কোন কাজ না পারলে হতাশ না হয়ে কি চেষ্টা করে ?			
৫০	শিশুর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ কি পুরুস্কার প্রদান করা হয় (মৌখিক / বস্তুগত) ?			
৫১	শিশু কি বিভিন্ন বিষয়ে উদ্বিগ্ন থাকে ?			
৫২	শিশু কি আত্মবিশ্বাসী (যে কোন কাজে চেষ্টা করে, সব কাজ পারবে বলে বিশ্বাস করে এবং সাহসের সাথে শুরু করে)?			
৫৩	প্রয়োজনে শিশুর উপর বিধি নিষেধ আরোপ করেন কি ?			
৫৪	নিজের খেলনা রেখে অন্যের খেলনা দিয়ে কি খেলে ?			
৫৫	পরিবারের অন্য শিশুকে হিংসা করে কি ?			
৫৬	সন্তানের পিতা কি বর্তমান (পিতা জীবিত পিতামাতার বিচ্ছেদ হয়নি, শিশুটি পিতামাতার সাথে থাকে) ?			
৫৭	শিশু অন্যেও মনযোগ আর্কষণ করতে চায় কি (কান্না করা, Good বলবে বলে ভাল কাজ করে, সুন্দর করে সাজতে চায়,কোন কাজ করার আগে অনুমতি প্রার্থনা করে) ?			
৫৮	শিশু যখন যা করতে চায় তা করতে দেন কি ?			
৫৯	আপনি শিশুর মলমূত্র ত্যাগের (নিয়ন্ত্রণের) ক্ষেত্রে কি বেশ কঠোর ?			
৬০	শিশু কি সর্বদা আপনার সান্নিধ্যে / কাছাকাছি থাকতে চায় ?			
৬১	আপনার শিশু কি বন্ধু / সমবয়সীদের কাছে জনপ্রিয় ?			
৬২	আপনার সন্তান তার নিজস্ব কাজ করুক আপনি কি তা প্রত্যাশা করেন ?			
৬৩	আপনার শিশু কি গল্প বলতে ও শুনতে ভাল বাসে?			
৬৪	আপনার শিশু কি বেড়াতে ভালবাসে?			